আধুনিক যন্ত্রপাতির ইসলামী আহকাম

হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী

আধুনিক যন্ত্রপাতির ইসলামী আহকাম

মূল :
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী

অনুবাদ :
মওলানা মুহাম্মদ শামছুল হক

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আধুনিক যন্ত্রপাতির ইসলামী আহকাম

মূল : হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী
অনুবাদ : মওলানা মুহাম্মদ শামছুল হক

ই. ফা. বা. প্রকাশনা : ১৩২৮
ই. ফা. বা. গ্রন্থাগার : ২৯৭·১৪/মুফ-আ

প্রথম প্রকাশ :

অক্টোবর ১৯৮৬
আশ্বিন ১৩৯৩
মুহররম ১৪০৭

প্রকাশক :
অধ্যাপক আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-২

মুদ্রক :
বাংলা উন্নয়ন প্রেস,
১৭, কৈলাশ ঘোষ লেন, ঢাকা -১

বাধাইকার :
হাতেম এণ্ড সন্স
১৬ নং দেবেন্দ্র দাস লেন, ঢাকা—১

মূল্য : ত্রিশ টাকা

ADHUNIC JANTRAPATIR ISLAMI AHKAM : Islamic Injunctions about Modern Equipments written by Mufti Mohammad Shafi in Urdu, translated by Maulana Mohammad Shamsul Hoque into Bengali and published by the Islamic Foundation Bangladesh.
October 1986

Price : 30.00 ; U. S. Dollar : 2·00

আমাদের কথা

বিভিন্ন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি, এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আমাদের দেশের বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। এ সব প্রশ্নের জবাব দানের উদ্দেশ্যে উপমহাদেশের বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুফ্‌তী মুহম্মদ শফী (রহঃ) কর্তৃক একখানি মূল্যবান কিতাবের বাংলা তরজমা করেছেন মওলানা মুহম্মদ শামসুল হক। সেই অনুবাদ পাণ্ডুলিপিই 'আধুনিক যন্ত্রপাতির ইসলামী আহকাম' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্বন্ধে যে বিভ্রান্তি আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তার আংশিক যদি এ পুস্তকের মাধ্যমে দূর হয়, তাহলে আমাদের শ্রমকে ধন্য মনে করব। আল্লাহ্ হাফিজ।

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
১৪. ৯. ৮৬

আবদুল গফুর
প্রকাশনা পরিচালক

সূচীপত্র

লেখকের কথা /নয়
মাইকের ইসলামী বিধান/২
ইবাদতে মাইকের ব্যবহার/৩
গৌণ ইবাদতে মাইকের ব্যবহার/৬
নামাযে মাইকের ব্যবহার/৭
নামাযে মাইক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক/১০
মাইকের আওয়াজে নামায পড়িলে কি ফাসেদ হইবে/১৭
হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানীর চিঠি/২১
মাইকের মাসয়ালা ফিক্‌হর খুটিনাটি বিষয়ের উপর কিয়াস করা দুরস্ত নহে/৩০
মাইকের মাসয়ালাতে সিজদায়ে তিলাওয়াত ও প্রতিধ্বনির মাসয়ালার উপর কিয়াস করা দুরস্ত নহে/৩৩
গ্রন্থকারের আরজ/৩৬
প্রথম পরিশিষ্ট/৩৬
সহীহ্‌ হাদীস ও সাহাবাগণের আমলের একটি দৃষ্টান্ত/৫৮
সতর্কবাণী/৬৩
দ্বিতীয় পরিশিষ্ট : মাইক সম্পর্কে বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের গবেষণা/৬৪
মুফতী মোঃ শফী কর্তৃক বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের নিকট পুনঃ তাহ্‌কীক/৬৬
করাচীর কমিউনিকেশন ও ইভলুশন বিভাগের পক্ষ হইতে জবাব/৬৬
রেডিও পাকিস্তানের দপ্তর হইতে জবাব/৬৭
তৃতীয় দফা প্রশ্ন/৬৮
পাকিস্তান সরকারের সিভিল ইভলুশন বিভাগের জবাব/৬৯
কৃত্রিম আওয়াজের কাহিনী/৭০
টেলিফোনের আওয়াজ/৭২
বক্তার আওয়াজ লাউডস্পীকার পর্যন্ত/৭৩

একটি দৃষ্টান্ত/৭৪
প্রতিধ্বনি ও লাউড স্পীকারের আওয়াজের পার্থক্য/৭৫
আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মুসলমান/৭৯
উত্তম কাপড়/৮৩
বাসনপত্র ও প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রী/৮৪
কাগজ/৮৪
ছাপাখানা/৮৫
মেঝের নকশী পাথর/৮৫
গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা/৮৫
উড়োজাহাজ/৮৫
কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা/৮৬
ঘর্ষণ যন্ত্র ও পালিশ/৮৬
চামড়াজাত দ্রব্য ও উহার কারখানা/৮৬
স্থাপত্য ও কারিগরি/৮৬
লোহা, পিতল ও কাঁচের যন্ত্রপাতি/৮৭
রং/৮৭
বাণিজ্য জাহাজ ব্যবস্থা/৮৭
ঘড়ি আবিষ্কার/৮৭
শহর, সজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও আলোর ব্যবস্থা/৮৮
কামান ও বারুদ/৮৮
নারী শিক্ষা ও হস্তশিল্প/৮৮
কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামী স্পেনের ইউরোপীয় প্রমাণ/৮৮
গ্রামোফোন ইত্যাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান/৯০
গ্রামোফোনে হাওয়া আওয়াজ বহন করে না বাক্য তৈরী হয়/৯২
গ্রামোফোন চিত্তবিনোদন যন্ত্র কিনা/৯৩
গ্রামোফোনের ইসলামী বিধান/৯৮
বিশিষ্ট আলিমগণের অভিমত/১০০

ফটো সম্পর্কে শরীয়তের বিধান/১০১
চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইসলামী বিধান/১০৯
রোযায় ইঞ্জেকশনের ইসলামী বিধান/১১৮
রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত/১২৫
রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আল-আজহারের আলিমগণের অভিমত/১৩১
আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খের ফতোয়া/১৩৪
চাঁদের মাসআলা/১৩৪
রোগীর শরীরে রক্তদান/১৪৩
পাইপ সংযুক্ত টাঙ্কি পাক করার নিয়ম/১৪৬
আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কয়েকটি ফতোয়া/১৫৩
নলকূপের পবিত্রকরণ পদ্ধতি/১৫৪
যবেহ করার আধুনিক নিয়ম/১৫৬
উড়োজাহাজে কছর নামাযে দূরত্বের বিধান/১৫৯
কৃত্রিম চক্ষু লাগানো জায়েয/১৬১
সিনেমা দেখা জায়েয নহে/১৬১
হারানো পার্সেল/১৬১
টেপরেকর্ডে কুরআন পাকের তিলাওয়াত/১৬৩

লেখকের ভূমিকা

যখন মাইকের ব্যাপক ব্যবহার ছিল না এবং ইহার বস্তুগত দিক সম্পর্কে তথ্যাদি সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয় নাই, তখন (১৪৫৭ হিঃ) এই কিতাবটি সর্ব প্রথম প্রকাশ করা হয়, নির্ভরযোগ্য কিছু সংখ্যক উলামায়ে কিরামের দ্বিমত সত্ত্বেও ইহাতে লিখা হইয়াছিল যে নামাজে মাইক ব্যবহার না-জায়েয এবং মাইকের মাধ্যমে নামায পড়িলে উহা ফাসেদ হইয়া যাইবে। নামায ফাসেদ বলা হইয়াছিল সাবধানতার দিক বিবেচনা করিয়া এবং সেই সময় এই বিষয়ে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। অতঃপর বিশ্বের অধিকাংশ মসজিদে মাইকের ব্যবহার আরম্ভ হইল। এমনকি মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফের মসজিদেও ইহার ব্যবহার শুরু হইল। হাজীগণ সংকটে পতিত হইলেন এবং বিশ্বের চতুর্দিক হইতে 'মাইকে নামায জায়েয কিনা' —এই মর্মে প্রশ্নাবলী আসিতে আরম্ভ হইল, তখন মুসলমান সর্ব সাধারণের নামাযকে ফাসেদ না বলিয়া ইসলামের মূলনীতির মাধ্যমে জায়েয বলার কোন অবকাশ আছে কিনা—এই বিষয়ে গবেষণা করা বিশেষ জরুরী হইয়া পড়িল। সুতরাং আমার মহামান্য উস্তাদ হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) ও আমি মাইকে নামায সংক্রান্ত বিষয়টির প্রতিটি দিক সম্পর্কে সাধ্যমত পুনঃবিবেচনা করিলাম। মাসআলাটির একটি দিক ইহাও ছিল যে, লাউডস্পীকারের শব্দ বক্তার মূল শব্দ, না ইহার প্রতিধ্বনি? প্রথম প্রকাশনার সময় তখনকার সীমিত উপায় উপকরণ পর্যন্ত এই বিষয়ে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করা হইয়াছিল। বর্তমানে পাকিস্তানে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করার সুযোগ অধিক পরিমানে বিদ্যমান থাকায় উহা দ্বারা গবেষণা করা হইল। নূতন গবেষণায় জানা গেল যে, মাইকের শব্দ বক্তার (কথকের) মূল শব্দ। (প্রথম প্রকাশনায় লাউড স্পীকারের শব্দ কথকের মূল শব্দ নয় এই কথার উপর ভিত্তি করিয়া ফতোয়া দেওয়া হইয়াছিল।) কাজেই নামায ফাসেদ হওয়ার মূল ভিত্তিই বিনিষ্ট হইয়া গেল।

তাহা ছাড়া ফিকাহ্ শাস্ত্রের এমন কতক যুক্তিও পাওয়া গেল যে যদি উক্ত শব্দ বক্তার মূল শব্দ নাও হয় তবুও নামায ফাসেদ হইবে না। আমি নূতন তথ্যাদি ও ফিকাহ্র অন্যান্য যুক্তি সহকারে পুস্তকটি পুনর্বিন্যাস করিলাম এবং দারুল উলুম দেওবন্দ, সাহারানপুর মুলতানের বিশিষ্ট মাদ্রাসাগুলিসহ অন্যান্য বড় মাদ্রাসায় নির্ভরযোগ্য আলিমগণের অভিমত সংগ্রহের জন্য ইহার পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিলাম। তাঁহারা সকলেই খুঁটিনাটি মতভেদ সহকারে মূল মাসআলায় আমার সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করিলেন। ইহার পর ১৩৭২ হিজীতে আল্লাহ তাআলার নামে দ্বিতীয়বার পুস্তকটি প্রকাশ করা হইল।

অতঃপর ভারত ও পাকিস্তানের কয়েকজন আলিমের কিছু চিঠি পাওয়া গেল। এই সব চিঠিতে আওয়াজের বক্তার প্রতিধ্বনি নয় বলে প্রমাণ করা হইয়াছে। অবশ্য আমরা কিতাবে নামায ফাসেদ না হওয়ার হুকুম শুধু ইহার (লাউডস্পীকারের শব্দ বক্তার মূল শব্দ হওয়ার) উপরও নির্ভরশীল ছিল না; বরং ফিকাহ্র এমন কতকগুলি যুক্তির উপরও নির্ভর ছিল, যাহাতে লাউডস্পীকারের আওয়াজ না হইলেও নামায ফাসেদ হওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে সময় (বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির ফলে মাইকের শব্দ বক্তার মূল আওয়াজ বলিয়া প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব বর্ণিত) নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুমের মূল ভিত্তি বিনষ্ট হইয়াছে মনে করিয়া ফিকাহ্র দলীলসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। বর্তমানে (৩য় সংস্করণ) প্রকাশনার সময় কোন কোন আলিম এই বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া হযরত মওলানা হাজী শামসুদ্দীন সাহেব হরিপুর হাজারা হইতে ধ্বনি বিশেষজ্ঞদের একটি বিস্তারিত লেখা প্রেরণ করিয়াছেন। উহাতে মাইকের আওয়াজ বক্তার আওয়াজের প্রতিধ্বনি নয় বলিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে। এই লেখা হুবহু কিতাবের শেষাংশে পরিশিষ্টাকারে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তিনি আমার ফিকাহ্র যুক্তিসমূহেরও সমালোচনা করিয়াছেন। সুতরাং কখন ফিকাহ্র যুক্তিসমূহের বিস্তারিত আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে আমি আমার নগণ্য গবেষণা ও জ্ঞানানুসারে ইহার

বিস্তারিত বর্ণনা লিখিয়া মাওলানার নিকট পাঠাইলাম। তিনি ইহার উপর প্রথম রেখার অসম্পূর্ণ দিকগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন। ইহার পর আমি মাওলানার পূর্ববর্তী সমালোচনা ও পরবর্তী রেখা সূক্ষ্মভাবে পাঠ করিলাম। উহাতে কয়েক স্থানে নিজের ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়িল এবং কোন কোন স্থানে ভাষার সংক্ষিপ্ততার দরুন সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছিল। কাজেই মওলানার প্রতি কৃতজ্ঞতার সহিত মূল পুস্তিকার ভুল সংশোধন অস্পষ্টতা বিশ্লেষণ করিয়া দিলাম। অবশ্য আমার সাথে তাঁহার শব্দগত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ ছিল, কিন্তু ইহাতে মূল মাসআলায় কোন প্রভাব সৃষ্টি হয় নাই এবং মূল মাসআলায় এখনও আমার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই। অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য আমার রেখা ও মাওলানার সমালোচনা দারুল উলুম করাচীর শিক্ষক ফিকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী ও মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদের নিকট দিলাম। তিনি চান সকল দিক বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আমাকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনিও কয়েক জায়গায় শাব্দিক সমালোচনা করিবেন। এইগুলি কিতাবে সংশোধন করা হইয়াছে। কিন্তু (যাহা উল্লিখিত কিতাবে প্রকাশ করা হইয়াছিল) তিনিও আমার সঙ্গে ঐকমত্য প্রকাশ পোষণ করিলেন। ইহার সারাংশ নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

নামাযে মাইকের ব্যবহারে নানাবিধ ক্ষতির আশংকা রহিয়াছে। কাজেই উহার ব্যবহার হইতে বিরত থাকা উচিত এবং মাইক ব্যতীত হুযূরে পাক (সঃ)-এর সুন্নতের সরল সহজ পদ্ধতি অনুসারে মুকাব্বিরের মাধ্যমে দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। অবশ্য যদি কোথাও মাইকের মাধ্যমে নামায পড়া হয় তাহা হইলে নামায ফাসেদ হইবে না বা পুনরায় আদায় করিতে হইবে না। তবে মাইক ব্যবহারকারীদের মুকাব্বিরের ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক; কারণ একদল আলিম মাইক ব্যবহার করিলে নামায ফাসেদ হয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। মুকাব্বিরের নিয়োগের মাধ্যমে নামায ফাসেদ হওয়ার আশংকা হইতে মুক্ত থাকার চিন্তা করা উচিত।

আমার সাধ্যানুযায়ী গবেষণা অনুসন্ধানের পর এখনো আমি উপরোক্ত অভিমতই পোষণ করিতেছি। আমি মাওলানা কাজী শামসুদ্দীন সাহেবের নিকট

কৃতজ্ঞ। তিনি তাঁহার মূল্যবান রেখা দ্বারা বহু উপকারী বিষয় জ্ঞাত করাইয়াছেন। তাঁহার ধ্বনি বিষয়ক গবেষণার পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় পরিশিষ্টের অন্তর্ভুক্ত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। শাব্দিক বা খুঁটিনাটি সমালোচনা ও উহার সন্নিবেশের সংক্ষিপ্ততার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বাদ দেওয়া হইল।

বান্দা মুহাম্মদ শফী আফাল্লাহু আনহু
১০ই জিলহজ্জ ১৩৮১ হিঃ

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে-কিরামের অভিমত

দারুল উলুম দেওবন্দ

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও সরদারে দোজাহান হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর প্রতি দরূদ শরীফ পেশ করিতেছি। নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেবের দলীলযুক্ত বিস্তারিত লেখা দারুল উলুম দেওবন্দে পৌঁছিয়াছে। ইহা দারুল উলুমের উলামা ও উস্তাদগণের এক মজলিসে পড়িয়া শোনান হইয়াছে; মুফতী সাহেব ফিকাহ্র দৃষ্টিতে নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে যে তাহ্কীক (গবেষণা) করিয়াছেন এবং সাবধানতার দিক লক্ষ্য রাখিয়া মাসআলাটির যে মীমাংসা করিয়াছেন-উহা ফিকাহ্র মূলনীতি ও বিধান হিসাবে বিশুদ্ধ। বর্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলী সমকালীন আলিমদের পর্যালোচনা বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের তাহকীক ও মতামতের আলোকে এই মীমাংসা অতি উত্তম যে, সমাজে মাইক ব্যবহারের দরুন যে সকল ক্ষতি (এই কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে) হইয়া থাকে উহার কারণে নামাযে মাইক ব্যবহার মাকরূহ (তান্জিহী) কিন্তু ঘটনাক্রমে বা অপারগ অবস্থায় মাইকওয়ালা নামাযে অংশ গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে অত্র কিতাবে বিস্তারিতভাবে আলোচিত ফিকাহ্র মাসআলাসমূহ ও মূলনীতি হিসাবে নামায জায়েয হইবে না; এবং পুনরায় আদায় করার প্রয়োজন হইবে না। যদি না নামায ভঙ্গকারী কোন কাজ পাওয়া যায়; আল্লাহ্ পাক

আমাদের ও সকল মুসলমানের পক্ষ হইতে মুফতী সাহেবকে প্রতিদান দান করুন। (আল্লাহ তাআলা সর্বাধিক জ্ঞাত।)

স্বাক্ষর

ছায়্যেদ মাহদী হাসান,গুফিরা লাহু

মুফতি, দারুল উলুম দেওবন্দ

স্বাক্ষর

১। জওয়াব বিশুদ্ধ

হুসাইন আহমাদ মাদানী

(গুফিরা লাহু)

মুহাম্মদ তায়্যেব

মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

৩। অস্পষ্ট

নায়েবে মুহতামিম দারুল উলুম দেওবন্দ

জওয়াব ঠিক,

৪। মুহাম্মদ ইব্রাহীম,

গুফিরা লাহু।

মাইক ব্যবহারের মাসআলা বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়ে বর্তমান কালের আলিমগণের বিভিন্ন মতামত প্রকাশ হইতে চলিয়াছে। যেহেতু ইহার সম্পর্ক নামাযের সাথে বেশী। কাজেই আলিমদের এই মতভেদ মুসলমানদের জন্য বেশী উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনাব মুহতারম মাওলানা মুফ্তী মুহাম্মদ শফী সাহেব এই বিষয়ে অত্যন্ত উপকারী ও বিস্তারিত কিতাব লিখিয়াছেন। আমি ইহার আদ্যোপ্রান্ত শুনিয়াছি এবং মুফতী সাহেবকে অন্তর হইতে এই দোয়া দিয়াছি যে, তাঁহার অন্যান্য কিতাবের মত এই কিতাবটিও সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্য

কল্যাণকর হউক এবং আল্লাহ্ পাক তাহা গ্রহণ করুন "আমীন"।

স্বাক্ষর
মুহাম্মদ এ' জাজ আলী আমরোহবী;
জওয়াব ছহীহ
ছায়্যেদ হাসান
মুদাররেম দারুল উলুম দেওবন্দ

আল্লাহ্ তা'আলার নামে আরম্ভ করিতেছি; মান্যবর মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেবের (মুদ্দাজিল্লুহু) মাইক সম্পর্কিত এই কিতাবটি আদ্যোপান্ত শুনিয়াছি এবং দারুল উলুম দেওবন্দের মুফতীয়ে আমীর সাহেবের সমর্থন সূচক অভিমতও দেখিয়াছি। আমি বড়দের সহিত অভিন্ন মত পোষণ করিতেছি।

স্বাক্ষর
ফখরুল হাসান
মুদাররিন, দারুল উলুম দেওবন্দ
জওয়াবে সঠিক পথ অবলম্বন করিয়াছেন
ছায়্যদ আহমাদ আলী
নায়েবে মুফতী, দারুল উলুম দেওবন্দ
(সীলমোহর)

মাজাহেরে উলুম সাহারানপুর হইতে প্রেরিত

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহি ওয়া বারা কাতুহু।

১। আপনার কিতাব অত্র মাদ্রাসার শীর্ষস্থানীয় আলিমগণ শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত শুনিয়াছেন। বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য আলিমের মতামতও জানিয়াছেন। লাউডস্পীকারের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ না হওয়ার উপর মাইকের নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম নির্ভর শীল। ২। অধিকাংশ নির্ভরশীল

বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ যদি মাইকের আওয়াজকে বক্তার মূল আওয়াজ বলিয়া থাকে তাহা হইলে মাইকে নামায জায়েয হইবে। কিন্তু নামাযে মাইকের ব্যবহারে যে সকল ক্ষতি হইয়া থাকে উহার কারণে নামাযে মাইকের ব্যবহার নাজায়েযই থাকিবে।

২। মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নামায জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে আপনি যে আলোচনা করিয়াছেন উহার দলীল ও দৃষ্টান্তসমূহ আমাদের দৃষ্টিতে ত্রুটিপূর্ণ! ইহাতে হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আপনার বাহকের তাগাদা খুব বেশী; কাজেই অন্য সময়ে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করা যাইতে পারে। পূর্বেও আমি এই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছি।

৩। যেহেতু এক জামাআত আলিমের তাহকীক অনুসারে মাইকের নামায জায়েয, কিন্তু ইহা অদ্যাবধি সর্বসম্মত মাসআলায় পরিণত হয় নাই। এই প্রেক্ষিতে নিশ্চিতভাবে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইবে না। কিন্তু নামায গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইহাতে অধিক সাবধানতার প্রয়োজন। আলিমকুল শিরোমণি 'বাদায়ে'র গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "যদি নামায জায়েয ও ফাসেদ হওয়ার উভয় দিকই বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম প্রদান করাই শ্রেয়। যদিও জায়েয হওয়ার কারণ কয়েকটি ও ফাসেদ হওয়ার মাত্র একটি কারণ থাকে। কারণ নিশ্চিত ওয়াজিব সন্দেহের দ্বারা আদায় হয় না; কাজেই যখন সম্ভব মাইকে নামায পড়া উচিত নহে।

স্বাক্ষর
সাঈদ আহমদ
মুফতী, মাযাহেরে উলুম সাহারানপুর (ইণ্ডিয়া)
জাকারিয়া, কান্দলবি

শায়খুল হাদীস, মাজাহেরে উলুম সাহারানপুর
বাদায়ের ভাষ্য অনুযায়ী মাইকের হুকুম নিরূপণ করা যাইবে
মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ

মুলতানের মাদ্রাসাসমূহ ঃ খায়রুল মাদারেস ও কাসেমুল উলুম-এর মতামত

আমরা (খায়রুল মাদারেসের শিক্ষকবৃন্দ) এই কিতাবের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত পড়িয়াছি। মুফতীয়ে আযীম হযরত মাওলানা মুহম্মাদ শফী' সাহেব নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে যে রায় দিয়াছেন, উহা সঠিক ও উত্তম। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক আলিম একটা নূতন ক্ষতিকর বস্তু বিবেচনা করিয়া নামাযে মাইকের ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া ফতুয়া দিয়াছেন এবং এই সব ক্ষতি নিশ্চিতভাবে বাস্তবসম্মত। আমাদের আধুনিক শিক্ষিতরা অনেক সময় মাইক ব্যবহারের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেন; তাঁহারা সামান্য সুবিধা ও বাহ্যিক উপকারের তুলনায় মাইক ব্যবহারে সৃষ্ট নানাবিধ ক্ষতিকর দিক ভুলিয়া যান। হযরত মুফ্তী সাহেব এই কিতাবে বিস্তারিতভাবে এইসব অনিষ্ট ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার রায়ের সহিত সম্পূর্ণভাবে ঐকমত্য পোষণ করিতেছি যে মানুষকে নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে নিষেধ করিতে হইবে। ইহাতে হুযূরে পাক (সঃ)-এর জামানা হইতে অদ্যাবধি নামাযের যে সরল সহজ সুন্নাত তরীকা চলিয়া আসিতেছে উহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। খায়রুল কুরুন (সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যামানা) হইতে অদ্যাবধি যে নিয়মে ইমামের তাকবীর ধ্বনি মুকাব্বির দ্বারা দূর পর্যন্ত পৌঁছানো হইয়া থাকে, এখনো তাহা অব্যবহৃত রাখিতে হইবে। এতদসত্ত্বেও হযরত মুফ্তী সাহেবের এই রায়ের সাথে আমরা ঐকমত্য পোষণ করিতেছি যে, যদি কোনও নামাযের জামা'আতে মাইক ব্যবহার করা হয়, তবে তাহাদের নামায ফাসেদ বলা যাইবে না এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন দলীল ও বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের প্রমাণ বাস্তবসম্মত। এইসব দলীলের প্রেক্ষিতে আমরা এই কথা বলিতে পারি যে, তাহাদের (যাহারা মাইকে

নামায পড়িয়াছে) নামায ফাসেদ হইবে না বটে ; কিন্তু উপরে বর্ণিত নামাযের সুন্নাত নিয়ম না থাকায় সওয়াব ও বারাকাত কম হইবে।

স্বাক্ষর

বান্দা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ,
মুফ্‌তী খায়রুল মাদারেস মুলতান (পাকিস্তান),
মুহাম্মাদ ইবরাহীম
মুদাররিস খায়রুল মাদারেস „ „
জামালুদ্দীন „ „
খয়ের মুহাম্মাদ
মুহতামিম মুলতান মাদ্রাসা।

মুহাম্মদ শরীফ কাশ্মীরী, মুদাররিস খায়রুল মাদারেস মুলতান।
মুহাম্মদ হুসাইন, মুদাররিস কাসেমুল উলুম মুলতান।
মুহাম্মদ শফী, মুহতামিক কাসেমুল উলুম মুলতান।
আলী মুহাম্মদ, মুদাররিস কাসেমুল উলুম মুলতান।

হযরত মাওলানা জাফর আহমদ থানবী (রঃ)

আমি কিতাবের এই বিস্তারিত আলোচনার সর্বাংশ দেখিয়াছি। কোন কোন স্থানে লেখা পড়া যায় না, কিন্তু ভাবার্থ সুস্পষ্ট ছিল, আমার মতে এম্পলিফায়ারের আওয়াজ যখন ইমামের মূল আওয়াজ অন্য আওয়াজ বা উহার কৃত্রিম ধ্বনি নহে তখন নামাযে মাইক ব্যবহার না-জায়েয হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। এই কথাও উসূলে ফিকাহ্‌সম্মত যে, লাউড-স্পীকারের আওয়াজ যদি ইমামের আওয়াজ নাও হয় বরং মাইকের আওয়াজ হয় তবুও যেহেতু মাইক নিষ্ক্রিয় যন্ত্র, কাজেই ক্রিয়ার সম্পর্ক মাইকের সহিত হইবে না, বরং মূল কর্তার সহিত হইবে। আর তিনি হইলেন ইমাম।

ইহার পরও আর একটা আশংকা রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, মাইকের আওয়াজে 'গুলু' বা সীমা অতিক্রম রহিয়াছে। আর কোন ব্যাপারে

সীমা অতিক্রম সাধারণত বর্জনীয়। কিন্তু যেক্ষেত্রে ইমামের আওয়াজ মুক্তাদি পর্যন্ত পৌঁছেনা সেখানে আওয়াজ পৌঁছাইয়া দেওয়া সীমা অতিক্রম নহে বরং ইহাতে মকসুদ হাসিল হয় মাত্র, বিশেষ করিয়া মাইকে সহজে মকসুদ (মুক্তাদিগণকে ইমামের আওয়াজ পৌঁছাইয়া দেওয়া) হাসিল হয়। আল্লামা স্বামী 'মিহরাবে ইমামের দাঁড়ান মুস্তাহাব'—এই মাসআলায় বলিয়াছেন যে, মিহরাবও গুম্বেদ বিনা বাধায় বানানোর উদ্দেশ্য হইল ইমামের আওয়াজ বড় করা এবং ইহা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। মাইকের দ্বারা আওয়াজ বড় করা দূর পর্যন্ত পৌঁছান মিহরাব ও গুম্বিদ নির্মাণের চাইতে সহজ।

[টীকা :—নামাযে মাইকের ব্যবহার জায়েয হওয়ার জন্য দুইটি শর্ত রহিয়াছে : ১। নামাযের মূল উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্‌তাআলার প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও মনোযোগী হওয়া। কাজেই মাইক উত্তম হইত যাহাতে ইমামকে মাইকের প্রতি মুখ করিবার প্রয়োজন না হয়, কারণ ইহাতে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ ক্ষুণ্ণ হয়। আর ইহা নামাযের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। ২। মুকাব্বিরগণের যথাযথ ব্যবস্থা রাখিতে হইবে ; যাহাতে মাইক ফেল হইয়া গেলে নামাযে বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়।

স্বাক্ষর
জাফর আহম্মদ থানবী
১৫ই মুহররম, ১৩৬৯ হিঃ

দারুল উলুম ট্যাণ্ড, ইলাহ ইয়ার, সিন্ধু

আমি এই কিতাবখানা অক্ষরে অক্ষরে পড়িয়াছি। অদ্যাবধি এই মাসআলায় আমার রায় কঠিন ছিল। এই কিতাব পড়ার পর আমি ইহার সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন মত পোষণ করিতেছি।

স্বাক্ষর
আশফাক্‌র রহমান
মুফতি দারুল উলুম ট্যাণ্ড, ইলাহ ইয়ার, সিন্ধু
১০ই রমযান, ১৩৭২ হিঃ

হযরত আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ কাসারী মিসরী

মুফতী মুহাম্মদ শফীর পক্ষ হইতে প্রশ্ন : আল্লাহ্ আপনার উপর রহমত নাযিল করুন। মাইক সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? জুম'আর খুতবা ও নামাযসমূহে কিরাত ও উঠা বসার তাকবীর শুনার জন্য মাইকের ব্যবহার জায়েয কিনা? এবং মুক্তাদী লাউডস্পীকারের আওয়াজের অনুসরণ করিয়া উঠা বসা করিতে পারিবে কিনা?

বিভিন্ন কারণে এই প্রশ্নের সূত্রপাত হইয়াছে।

১. মাইকের সুদূরপ্রসারী আওয়াজ ইমামের কণ্ঠধ্বনি; না মাইকের প্রতিধ্বনি, এ ব্যাপারে মাইক ইত্যাদির বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। দ্বিতীয় অবস্থায় মুকাব্বিরের এই শর্ত পাওয়া যায় না যে, ইমামের নামাযে শামিল এমন ব্যক্তিকে মুকাব্বির হইতে হয়। আর আলোচিত অবস্থায় মাইকের আওয়াজের অনুসরণ করা ইমামের নামাযে শরীক নয় এমন ব্যক্তি কর্তৃক ইমামের তাকবীরসমূহ মুক্তাদি পর্যন্ত পৌঁছানোর মত হইবে। ফুকাহায়ে কিরাম এই অবস্থায় নামায জায়েয হওয়ার হুকুম প্রদান করেন।

২. মাইকের সুদূরপ্রসারী শব্দ ইমামের মূল আওয়াজ কিনা ইহা দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যাহা বিশেষজ্ঞরাই বলিতে পারেন। মাইকের আওয়াজ ইমামের মূল আওয়াজ না হওয়ার কথা স্বীকার করিয়া লওয়ার পর মাইকের আওয়াজ ইমামের মূল আওয়াজ হওয়া না হওয়ার উপর শরীয়তের হুকুম নির্ভর করিবে, না ইহাকে বাদ দেওয়া যাইবে? এই ধরনের মাসআলাসমূহ সাধারণত দার্শনিক তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল রাখা হয় নাই যেমন কিবলায় দিক নির্ণয় ও চাঁদ দেখা ইত্যাদি মাসআলা এই সব ক্ষেত্রে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ জ্যোতিষীদের—কথার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই, বরং যন্ত্রাদির অনুসন্ধান ও গণিতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি না তাকাইয়া সর্ব সাধারণ বুঝিতে পারে এমন প্রকাশ্য অবস্থার উপর নির্ভর

করিয়া উহার হুকুম দিয়াছেন। ফুকাহায়ে কিরাম এই সব বিষয় নবী করীম (সঃ)-এর এই কথার উপর আমল করিয়াছেন যে, "আমরা অশিক্ষিত উম্মত। এত আমরা লিখিও না হিসাবও করি না। এত মাস এত দিন (দুই-হাতের অঙ্গুলী তিনবার দেখাইয়া) এত দিন. এতদিন। অনুরূপ নবী করীম (সঃ)-এর এই কথার উপর আমল করিয়াছেন যে, চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখিয়া ইফতার কর।

৩. লাউডস্পীকারের আওয়াজ যদি ইমামের মূল আওয়াজ স্বীকার করা না হয় এবং ধরিয়া লওয়া হয় যে এই মাসআলা দার্শনিক সূক্ষ্ম গবেষণার উপর নির্ভরশীল, তাহা হইলে ইমামের নামাযে শরীক নয় এমন ব্যক্তির তাকবীর শুনিয়া উঠাবসা করা ও মাইকের আওয়াজে উঠাবসার হুকুম কি এক, না ভিন্ন হইবে কারণ মধ্যম মানুষ হইলে ক্রিয়ার সম্পর্ক মাধ্যমের সহিত হয় আর নিষ্ক্রিয় হইলে পরিচালকের সাথে ক্রিয়ার সম্পর্ক হয়। যেমন তলওয়ার, নেজা বা বন্দুক দ্বারা কেহ কাহাকেও হত্যা করিলে বন্দুক ইত্যাদিকে হত্যাকারী বলা হয় না; বরং উহার পরিচালককে হত্যাকারী বলা হয়। সুতরাং আলোচ্য বিষয়ে মাইক আওয়াজ পৌঁছানোর নির্জীব মাধ্যম বিধায় ইসলামকে মুবাল্লিগ বা প্রচারক বলা হইবে, মাইককে নয়।

৪. অনেক সময় মনে এই প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে কিরাত ও তাকবীর শুনার উদ্দেশ্যে নামাযে মাইকের ব্যবহার ইবাদতে এগুলো বা সীমাতিক্রমের শামিল। আল্লাহ্ পাক বান্দাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া সর্বস্থানে হাসিল করা সম্ভব নয় এমন কষ্ট যুক্ত কাজের হুকুম দেন নাই। সুতরাং এই ধরনের বিষয় কি সীমা অতিক্রম জাতীয় নিন্দিত, না যেসবের মধ্যে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ ব্যাপারগুলি অর্জন করার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে?

৫. কোন কোন সময় ইবাদতে এইসব যন্ত্রের ব্যবহার ক্রীড়া-কৌতুকের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। এই ধারণা কি সঠিক?

৬. কেহ কেহ বলেন, নামাযে মাইকের ব্যবহার আল্লাহ্ তা'আলার এই

বাণীর পরিপন্থী. "(হে প্রিয় নবী) আপনারা নামায বেশী জোরেও পড়িবেন না। আবার বেশী আস্তেও না, বরং ইহাতে মধ্যবর্তী পন্থা অবলম্বন করিবেন।" এই আয়াত কি উপরোক্ত বিষয়ের দলীল হইতে পারে ?

হযরত আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ জাহিদ কাসারী মিসরীর পক্ষ হইতে জওয়াব

আপনার নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাপারে আমার অভিমত হইল, আপনি (মুফতী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া) নিজেই ফতুয়ার ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ। ফতুয়ার বিষয়ে আপনার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। আপনি বিশুদ্ধ অর্থে ফকীহ বা ফিকাহ শাস্ত্রবিদ। আপনার লেখা ও অভিমত বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন। অতঃপর আওয়াজকে বড় ও সুদূরপ্রসারী করা যখন রেওয়ায়াতসমূহের চাহিদা, আর মাইক সেই চাহিদা পূরণ করে, কাজেই শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযে মাইক ব্যবহারে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। আপনার প্রারম্ভিক বক্তব্যের সারকথাও ইহাই। কারণ কিয়াস বা চিন্তার ছোট ও বড় ভূমিকা (সেগিরা ও কোবরা) স্বীকার করার পর উহার ফলশ্রুতি মানিয়া নেওয়া একটা অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। কিন্তু আমি ফতুয়া লিখার সাহস করি না। কারণ ইহা আপনার অভিজ্ঞতার মুকাবিলায় বাড়াবাড়ির শামিল হইবে। আমি আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করিতেছি যে, আমাকে এবং আপনাকে এমন কাজের তৌফিক দান করুন যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট আছেন। আপনাকে আল্লাহ্ পাক সুস্থ রাখুন এবং দীর্ঘায়ু দান করুন।

স্বাক্ষর
মুহাম্মদ জাহিদ কাসারী
মুহররম, ১৩৬৯ হিঃ

১০৪,
শারেয়ে আব্বাছিয়া
কায়রো

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ইসলাম ধর্ম

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন :

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا - اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ - وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ -

অর্থ : "আল্লাহ্ তোমাদের উপকারার্থে পৃথিবীস্থ সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ (বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও উহার উপাদানসহ) দুনিয়ার সকল বস্তু তোমাদের কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছেন; জলযানকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করিয়াছেন; ইহা তাঁহার নির্দেশে সমুদ্রে চলাফেরা করে এবং তিনিই আসমানকে যমীনে পতিত হইতে বাধা দান করিয়া রাখিয়াছেন; হাঁ যদি তাঁহার হুকুম হয় তাহা হইলে অন্য কথা।"

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً -

অর্থ : "তোমরা কি জান না যে, আল্লাহ আসমান ও যমীনের সকল বস্তু তোমাদের কাজে লাগাইয়া রাখিয়াছেন; এবং তিনি স্বীয় জাহিরী ও বাতিনী সর্বপ্রকার নিয়ামত তোমাদের উপরে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

উল্লিখিত আয়াতসমূহ দ্বারা জানা গেল যে, এই দুনিয়ার যেখানে মানুষসহ কোটি কোটি প্রকার সামুদ্রিক ও খেচর-ভূচর প্রাণী বিদ্যমান, যেখানে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির আবর্তন, আসমানসমূহের মজবুত

ও শক্তিশালী নিয়ম। বৃষ্টি ও বিজলীর মনোরম ও উপকারী দৃশ্য; আগুন পানি ও হাওয়া মাটির বিবর্তন বৃক্ষলতা ও জড় পদার্থের আকর্ষণীয় দৃশ্য; পর্বতমালা ও সমুদ্রের অত্যাশ্চর্য দৃশ্যাবলী; আল্লাহ্ তা আলা দুর্বল মানুষকে এইসব কিছুর বাদশা বানাইয়াছেন। আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টি; আসমান ও চতুর্ধাতুর সর্বশক্তি মানুষের বাধ্যগত; সকল প্রাণী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের সেবায় নিয়োজিত; যেন দুর্বল মানুষ সামান্য চিন্তা করিলেই স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারে যে, আমি এই সৃষ্টিকুলের স্রষ্টা বা মালিক নহি এবং ক্ষমতাবলে এই সব কিছুকে বাধ্য করিয়া খিদমত লইতে সক্ষম নহি। একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই এইসব বস্তুকে আমার বাধ্য ও অনুগত করিয়া দিয়াছেন।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا

فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ۝ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ

وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۝

অর্থ : "আল্লাহ্ তা আলা বলেন—তাহারা (মানুষেরা) কি দেখে না যে, আমি তাহাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়াছি; অতঃপর তাহারা উক্ত জন্তুর মালিক হইয়াছে; (মালিক হইয়াও ইহা হইতে কার্যগ্রহণ করা তাহাদের ক্ষমতাভুক্ত ছিল না) বরং আমিই ইহাদিগকে তাহাদের বাধ্য করিয়া দিয়াছি। অতএব তাহারা ইহাদের কিছু সংখ্যকের উপর সওয়ার হয় আর কিছু সংখ্যক যবাই করিয়া খায়।

যখন মানুষ এই (আল্লাহ্র দয়া ও দানের) কথা বুঝিবে তখন অবশ্যই তাহার মন এই দিকে ধাবিত হইবে যে, যিনি সৃষ্টিকুলের সবকিছু আমার জন্য বানাইয়াছেন; নিশ্চয় তিনি আমাকে কোন কাজের জন্য পয়দা করিয়াছেন। সৃষ্টিরাজির

সর্বশক্তি যে মানুষের খিদমতে লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে, সেই মানুষকে কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই এই কথা কখনো যুক্তিসঙ্গত নহে।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا

لَا تُرْجَعُونَ -

অর্থ: হে মানব জাতি, তোমরা কি মনে করিয়াছ যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমরা আমার দিকে চিরকাল প্রত্যাবর্তন করিবে না?

ইহা এমন জায়গা যেখানে পৌঁছিয়া পথভ্রষ্ট মানুষ আসিয়া যায় এবং সৃষ্টির সহিত সৃষ্টির সম্পর্ক জুড়িয়া যায়; তখন যে আমার জন্য যখন সকল কিছু সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং আমাকেও আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদত করার জন্যই পয়দা করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই মর্মে ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ -

অর্থ: "মানুষ ও জীন জাতিকে একমাত্র ইবাদতের উদ্দেশ্যে পয়দা করিয়াছি। তদ্রূপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহেও জ্ঞানবান ব্যক্তির জন্য হিদায়তের উপকরণ হইতে পারে। শেখ সাদী বলেন:

ابر وباد ومه وخورشید وفلک درکارند -
تا تو نانی بکف آری وبغفلت نخوری -
همه از بهر تو سرگشته وفرمان بردار -
شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری -

অর্থ: মেঘ, বায়ু, সূর্য ও আসমান সবই তোমার কাজে লাগিয়া রহিয়াছে, যেন তুমি এক মুষ্টি রুটি অর্জন করিতে পার, কিন্তু তাহা উদাসীনভাবে ব্যবহার করিও না, সকল বস্তু তোমার সেবার জন্য ব্যস্ত ও তোমার অনুগত;

যদি তুমি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগত না হও তাহা হইলে অন্যায় হইবে।

টীকা : বহুদিন হয় এই বিষয়ে আমি একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম। উহার কয়েকটি বয়াত এই ঃ

یہ زمین میرے لئے ہے اسمان میرے لئے -
اور ہے مصروف خدمت کل جہان میرے لئے -

এই পৃথিবী আমার জন্য আসমান এবং সারা পৃথিবী আমার খিদমতে নিয়োজিত।

حرکت افلاک وانجم دورشمسی کا نظام -
چل رہا ہے دیر سے یہ کاروان میری لئے -

নক্ষত্ররাজির জোড়া সূর্যের আবর্তন ব্যবস্থা, ধীরে ধীরে বলিতেছি এই কাফেলা আমারই জন্য।

ایک میرے دم سے ہے اس بزم عالم کا فروغ -
وقف خدمت ہے یہ سب کون ومکان میرے لئے -

বিশ্বস্ততা আমার অস্তিত্বেই আলোকিত, বিশ্বপ্রকৃতি আমার খিদমতেই নিয়োজিত।

میرے ہستی میں ہے مضمر ہستی عالم کا راز -
ہے یہ سب ایجاد و شورکن فکان میرے لئے -

আমার অস্তিত্বেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য লুকায়িত, এই সবের সৃষ্টি ও কোলাহল পরিবেশ আমারই জন্য।

کیون نہو روز ازل میں ہو چکی تقسیم کار -
میں ہو مالک دیلئے اور دوجہان میرے لئے -

রোজে আজলে কাজ বিভক্ত হইয়া গিয়াছে যে, আমি আমার প্রভুর জন্য এবং ইহকাল ও পরকাল আমার জন্য।

আল্লাহ্‌তা'আলা শুধু কাচামালই সৃষ্টি করেন নাই, প্রতিটি বস্তুকে কাজে লাগান ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র (যন্ত্রপাতি শিল্পজাত দ্রব্য) তৈরী করার জ্ঞানও তিনি মানুষকে প্রদান করিয়াছেন। সেই জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান। উহা আধুনিক বিজ্ঞান হউক কিংবা পুরাতন বিজ্ঞান হউক। বলা বাহুল্য বিজ্ঞান কোন কিছু সৃষ্টি করে না; বিজ্ঞানের কাজ হইল শুধু এতটুকুই যে আল্লাহর সৃষ্টিরাজির সঠিক ব্যবহার বিধি নির্ধারণ করিয়া দেওয়া।

হযরত আদম (আঃ)-এর ভূপৃষ্ঠে অবতরণের সাথে সাথে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অধিকার আরম্ভ হয়। মানবকুলের বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে নূতন নূতন প্রয়োজন সামনে আসতে থাকে এবং এই সব সম্পর্কে আবিষ্কারও চলিতে থাকে। এমন কি দুনিয়ার আবাদী যখন অত্যধিক বাড়িয়া গেল তখন তুফানের মত প্রয়োজনও বাড়িয়া চলিল। আবিষ্কার ও শিল্পজাত দ্রব্যের গতিধারাও চরমে পৌঁছিল; ইহা এক সৃষ্টিগত চাহিদা, যাহা স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল; এই কথাটি একজন ইউরোপীয় চিন্তাবিদ এইভাবে বলিয়াছেন যে, প্রয়োজন আবিষ্কারের মূল উৎস। ইহাতে যেমন পূর্ববর্তী লোকদের মূর্খতার কোন দলীল নাই (কারণ তখন প্রয়োজন ছিল না, আবিষ্কারও হয় নাই এমনি বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও কারিগরগণের অধিক বুদ্ধিমত্তারও কোন) প্রমাণ নাই। বিশ্বস্রষ্টা ইচ্ছামত স্বীয় সীমাহীন ধনভাণ্ডার হইতে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তাদের প্রয়োজন মাফিক অবতীর্ণ করেন। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهٗ وَمَا نُنَزِّلُهٗ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ -

অর্থ ঃ আমার নিকট সব জিনিসের ভাণ্ডার রহিয়াছে; ইহা হইতে

(যখন যাহা প্রয়োজন) নির্দিষ্ট পরিমাণ দুনিয়ায় অবতীর্ণ করিয়া থাকি। তদ্রূপ যমীন ও চতুঃধাতুর মধ্যে যে সব শক্তি জমা রাখা হইয়াছে; সেইগুলিও প্রয়োজন মত নিজ নিজ সময়ে আল্লাহ্‌র বিশেষ কৌশল অনুসারে মানুষের শিল্পকলার মাধ্যমে বাহির করেন। একজন সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি কুরআনী শিক্ষা অনুসারে আসমান যমীন ও এই সবের মধ্যকার সৃষ্টিরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তিনি বিনা দ্বিধায় বলিয়া ফেলিবেন।

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ـ

"হে পরওয়ার দিগার! আপনি এই সব অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই।" সঙ্গে সঙ্গে সে এই কথাও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে, আসমান-যমীন এবং চতুঃধাতুর তৈরী আল্লাহ্ তা'আলার কোটি কোটি প্রত্যক্ষ সৃষ্টির অনুরূপ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত দ্রব্য ও মানুষ যাহাকে নিজেদের তৈরী বলিয়া মনে করে পরোক্ষভাবে তাঁহারই সৃষ্টি। মোটকথা, দুনিয়ার সৃষ্টিকুল শিল্পজাত দ্রব্য এবং নূতন-পুরাতন আবিষ্কারসমূহ, আল্লাহ্ পাকের বৃহৎ নিয়ামত ও শক্তি সৌন্দর্যেরই প্রতিচ্ছবি; অবশ্য এইসব কিছু দেখার মত চক্ষু ও শোনার মত কানের প্রয়োজন। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন:

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ـ

অর্থ: "নিশ্চয়ই আমি "পৃথিবীস্থ সবকিছু যমীনের সৌন্দর্যের উপকরণ হিসাবে বানাইয়াছি, যেন মানুষকে পরীক্ষা করিতে পারি যে, কে ভাল আমল করে।"

আল্লাহ্ পাকের মহাশক্তির বৃহৎ নিদর্শনাবলী সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য করা ঈমানের প্রথম ধাপ। এইজন্য কুরআনে হাকীমে বিভিন্নভাবে বার বার এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে; এবং বুজর্গানে দীন নিজ নিয়মে ইহা বর্ণনা করিয়াছেন।

সারকথা এই যে, মানুষের আর্থিক উন্নতির সহিত সম্পর্কযুক্ত নূতন পুরাতন সকল আবিষ্কার আল্লাহ্ তা'আলার প্রকাণ্ড নিয়ামত। এসব তিনি

মানুষকে প্রদান করিয়াছেন। উক্ত নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়া ও উহার শুকরিয়া আদায় করা জ্ঞানীদের কাজ।

সর্বনিম্ন শুকরিয়া হইল, এই নিয়ামতসমূহকে আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে ব্যবহার না করা। সর্বদা এই কথা লক্ষ্য রাখিবে, যিনি আমাদেরকে এই সব নিয়ামত প্রদান করিয়াছেন, তিনি আমাদের নিকট হইতে ইহার হিসাবও নিবেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে :

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ -

অর্থ : "অতঃপর কিয়ামতের দীন নিশ্চয়ই তোমাদেরকে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।"

আল্লাহ্ পাকের নিয়ামত দ্বারা উপকৃত হওয়াও কৃতজ্ঞতার অংশবিশেষ, যদি না উহাতে লিপ্ত হইয়া আল্লাহ্ তা'আলাকে ভুলিয়া যায়। আমাদের পাশ্চত্য শিক্ষিতগণ বিজ্ঞানের পিছনে পড়িয়া আসমান ও যমীনকে একাকার করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু পরিণামে এই আলোই তাঁহাদের জন্য বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইল। যাহা তাহাদের হিদায়তের কারণ হইত, উহা গোমরাহীন কারণ হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা বিদ্যুৎ ও গ্যাসের পিছনে পড়িয়া এইসব শক্তির স্রষ্টা হইতে গাফিল হইয়া পড়িয়াছে। এই সম্পর্কে আকবর ইলাহাবাদী বলিয়াছেন :

چھوڑ کو بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو -
بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو -

—"ইউরোপবাসী আসমানী খোদাকে ভুলিয়া বিদ্যুৎ ও গ্যাসকে খোদা মনে করিয়া বসিয়াছে।"

ইসলাম ধর্ম এইসব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পকলা হইতে শুধু ইহাই প্রত্যাশা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলার এই নিয়ামত হইতে আল্লাহ্ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বারা নব নব আবিষ্কার করিবে; আর্থিক সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে; তবে দুইটি শর্তের আওতায় থাকিয়া এইসব করিতে হইবে : ১। আল্লাহ্ প্রদত্ত নিয়ামতকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবহার করিতে পারিবে না। ২। এই নিয়ামতে ডুবিয়া প্রকৃত নিয়ামতদাতাকে ভুলিয়া যাইবে না।

যন্ত্রপাতিকে সাধারণত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে :

১। যে সকল যন্ত্রপাতি শুধু না-জায়েয কাজের জন্য প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যেমন পুরাতন যন্ত্রপাতির মধ্যে ঢোল ও সেতার ইত্যাদি এবং নূতন যন্ত্রাদির মধ্যে ঢোল ও সেতারের মত খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের যাবতীয় যন্ত্রপাতি ; এইগুলি আবিষ্কার করা, প্রস্তুত করা, ক্রয়-বিক্রয় করা ও ব্যবহার করা সবই না জায়েয।

২। যে সকল যন্ত্রপাতি জায়েয কাজেও ব্যবহৃত হয়, হারাম কাজেও ব্যবহৃত হয়, যথা যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র, এসব ইসলামের সাহায্যেও ব্যবহৃত হইতে পারে, ইসলামের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হইতে পারে। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, মোটর, উড়োজাহাজ ইত্যাদি জায়েয না-জায়েয ইবাদত, গোণাহ্ সব কাজেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সকল যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করা প্রস্তুত করা, এবং ব্যবসা করা জায়েয কাজের নিয়তে হইলে জায়েয হইবে এবং জায়েয কাজে এইগুলির ব্যবহারেও দুরস্ত হইবে। কিন্তু হারাম ও গুণাহের কাজের নিয়তে এইগুলি প্রস্তুত করা ও ব্যবহার করা হারাম।

৩। যেসব যন্ত্র জায়েয কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সাধারণত যেগুলি খেলাধূলা ও অন্যান্য না-জায়েয কাজেই ব্যবহার হইয়া থাকে, যেমন গ্রামোফোন ইত্যাদি। হারাম কাজে এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার তো হারাম হইবেই, জায়েয কাজেও ইহার ব্যবহার মাকরুহ, যেমন গ্রামফোনে কুর-আন পাকের রেকর্ড শোনাও মাকরুহ্। কারণ যদিও ইহা মূলত জায়েয ও সওয়াবের কাজ, কিন্তু সেই যন্ত্র সাধারণত খেলাধূলা ও প্রমোদ কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে উহাতে কুরআন শোনা, কুরআন পাককে খেলাধূলায় রূপদান করার নামান্তর এবং ইহা এক প্রকার বে-আদবী।

মাইক ঃ উপরোক্ত তিন প্রকার যন্ত্রপাতির বিধান জানার পর মাইকের বিধান জানা সহজ হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ইহা প্রথম নম্বরের পর্যায়ভুক্ত না হওয়া দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল। মাইকের ব্যাপক ব্যবহারে ইহাও প্রমাণিত হইল যে মাইক তৃতীয় নম্বরেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, সুতরাং মাইক যন্ত্রপাতির দ্বিতীয় প্রকারের পর্যায়ভুক্ত হওয়া সাব্যস্ত হইল। অর্থাৎ মাইক এমন যন্ত্র যাহা জায়েয না জায়েয উভয় কাজেই সমভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব ইহার বিধান এই যে, জায়েয কাজে ইহার ব্যবহার জায়েয এবং শরা বিরুদ্ধে কাজে ইহার ব্যবহার হারাম। সওয়াবের কাজে ইহার ব্যবহারে সওয়াব হয় এবং গোণাহের কাজে ইহার ব্যবহারে গোণাহ্ হয়। যদি মাইকের মাধ্যমে কুরআন শরীফের আয়াতসমূহে অথবা ইহার তফসীরকালের আহকাম ওয়াজ নসিহত বা মুসলিম জনগণের কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ দূরবর্তী শ্রোতাদের কর্ণগোচর করা হয় তাহা হইলে উহার ব্যবহার জায়েয এমনকি সওয়াবের কাজ (নামাযে মাইকের ব্যবহারের বিধান আলাদা। পরে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা করা হইবে।) আর যদি মাইককে গান-বাদ্য অথবা মেয়েলোকের আওয়াজ দূরবর্তী স্থানে পৌঁছাইবার জন্য বা অন্য কোনও কারা বিরুদ্ধ কথা-বার্তা দূরবর্তী শ্রোতাদের শুনাইবার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে না জায়েয হইবে।

রেডিও ঃ অধিকাংশ দেশের সরকার ও জনগণের বিকৃত রুচির দরুন যদিও রেড়িওর ব্যবহার বেশীর ভাগ চরিত্র বিনষ্টকারী গান-বাদ্য ও শরীয়তবিরোধী কাজ হইয়া থাকে; কিন্তু সংবাদ পরিবেশন ও অন্যান্য উপকারী জ্ঞাতব্য বিষয়াদির প্রচারও রেডিওর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক। সুতরাং রেডিওও দ্বিতীয় প্রকার যন্ত্রপাতির পর্যায়ভুক্ত। জায়েয কাজে ইহার ব্যবহার জায়েয এবং শরাবিরুদ্ধ কাজে ইহার ব্যবহার না-জায়েয। জায়েয কাজের নিয়তে মাইক প্রস্তুত করা ও ইহার ব্যবসা করা দুরস্ত আছে। যদিও ক্রেতগণ উহাকে না-জায়েয কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে।

মাইকের ইসলামিক বিধান

উপরোক্ত বর্ণনায় জানা গিয়াছে যে, মাইক যে সকল যন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত যাহা

জায়েয না যায়েজ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় সুতরাং সাধারণ অবস্থায় জায়েয কাজে ইহার ব্যবহার জায়েয এবং শরা বিরুদ্ধ কাজে ইহার ব্যবহার না-জায়েয। কিন্তু ইবাদতে ইহার ব্যবহার জায়েয কিনা তাহা এখনও আলোচনা করা হয় নাই। নিম্নে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

ইবাদতে মাইকের ব্যবহার

এই মাসয়ালা বুঝার আগে কতকগুলি বিষয় বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক। ইবাদত দুই প্রকার : প্রথম—ইবাদতে মাকসুদায়ে আসলিয়াহ্ অর্থাৎ এমন ইবাদত যাহা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য শরীয়তে নির্দেশিত হইয়াছে (যথা নামায, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি।) ইহার উপর যে ফলাফল দুনিয়ায় প্রকাশ পায় তাহা মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, বরং ইহার বিশেষ আমল ও কার্যাবলী কুরআন হাদীসে বর্ণিত আদায় করার নির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি এবং রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সুন্নত দ্বারা প্রমাণিত নির্দিষ্ট অবস্থা ও বিধি-বিধানই হইল মুখ্য উদ্দেশ্য।

যদি উক্ত আমল ও ইবাদতের বৈশিষ্ট্য ও ফলাফল অন্যভাবে হাসিল হইয়া যায় তবুও তাহা তরক করা দুরস্ত হইবে না। আর উক্ত আমল বা ইবাদত করার পর যদি কোন ফল দেখা না দেয় তবুও বলিতে পারা যাইবে না যে, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। যেমন—রোযার সর্বজনবিদিত উপকার হইল মানুষের পশুত্ব শক্তিকে বিনষ্ট করা। যদি রোযা ছাড়াই কাহারও এইরূপ হইয়া যায় তবুও তাহার উপর রোযা ফরয থাকিবে। আযানের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মহল্লাবাসীকে নামাযের জন্য সমবেত করা; যদি কোথাও সকল মহল্লাবাসী মসজিদে উপস্থিত থাকেন তবুও আযান তরক করা জায়েয নয়। তদ্রূপ জুমআর খুতবার প্রসিদ্ধ উপকার হইল মুসলমানগণকে ইসলামের হুকুম-আহকাম শিক্ষাদান ও উপদেশ প্রদান করা। যদি কোন জুমআর মসজিদে মুসল্লীগণ সকলেই আলেম, ইসলামের অনুশাসন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে পারদর্শী হন তখনও জুমআর খুৎবা ফরযই থাকিবে। ইহা ব্যতীত জুমআ আদায় হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার ইবাদত হইল—যাহা কোনও (মূল) ইবাদতের মাধ্যম হওয়ার

দরুণ ইবাদত হিসাবে গণ্য হইয়াছে। মূলত (ইহা) ইবাদত নহে। শরীয়তে এই শ্রেণীর ইবাদতের নির্দিষ্ট কোন নিয়ম-পদ্ধতি নাই। বরং পৃথিবীর যাবতীয় কাজ কর্ম ও পানাহার করা, নিদ্রা যাওয়া, জাগ্রত হওয়া, কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকলা ইত্যাদি প্রতিটি কারবার যদি ইবাদতের মাধ্যম হিসাবে করা হয় তাহা হইলে এইসব কাজই ইবাদত বলিয়া গণ্য হইবে ; যদি না কোনও কাজে শরা বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করা হয়। যদি মূল ইবাদত এই মাধ্যম ছাড়া অন্য উপায়ে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে প্রথম মাধ্যমটির আর প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

যেমন—হজ্জ একটি মুখ্য ইবাদত। কুরআন-হাদীসে ইহার বিশেষ নিয়ম-বিশেষ কাজ, তথা—হজ্জের ফরয, ওয়াযিব ও সুন্নতের বিস্তারিত বর্ণনা করা হইয়াছে। এইক্ষেত্রে হজ্জের নির্দিষ্ট কার্যাবলীই মুখ্য উদ্দেশ্য। বিশ্ব মুসলিম সম্মেলনের দ্বারা অর্জিত হজ্জের আমল ও কাজের প্রতিফল অথবা হজ্জের সমস্ত অনুষ্ঠানে পরিলক্ষিত আল্লাহ্ প্রেমের বহিঃপ্রকাশ, ইহার কোন একটিকেও হজ্জের মুখ্য উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারেনা। সুতরাং এইসব ফায়দা মক্কা শরীফ ভিন্ন অন্য শহরে বা রাজ্যে অথবা হজ্জের নির্দিষ্ট দিনের বাহিরে অথবা হজ্জের বিশেষ অবস্থা ও তরীকা ভিন্ন অন্য তরীকার মাধ্যমে অর্জিত হয় তাহা হইলে হজ্জ আদায় হইবে না। কাজেই অত্র উম্মতের এজমা বা সর্বসম্মত মতে হজ্জের যেসব নিয়ম শরীয়তে বর্ণিত হইয়াছে উহা আদায় করাই ফরয। ইহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধনের অধিকার কাহারও নাই। কিন্তু হজ্জের ফরয ও ওয়াযিব ব্যতীত আরও কিছু কাজ রহিয়াছে যাহা ইবাদতে মাকসুদাহ্ বা মুখ্য ইবাদত নয় বরং ইবাদতের মাধ্যম বা উপায় হিসাবে ইবাদত বলিয়া মনে করা হয় ; যেমন—হজ্জের জন্য টাকা সংগ্রহ করা, সফরের প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগাড় করা, হজ্জ বুকিং অফিসে যাওয়া এবং তথাকার উপদেশ ও শর্তাবলী পুরণ করা, অতঃপর বিমান অথবা জলযানে আরোহণ করে জিদ্দা পৌঁছা। অতঃপর সফরের ব্যবস্থা করিয়া মক্কা শরীফ প্রবেশ করা। এই সকল কাজই ইবাদত। কিন্তু এইগুলি ইবাদতে মাকসুদাহ্ নহে। সুতরাং যদি কেহ মক্কা শরীফে অবস্থান করে, অথবা অন্য

কেহ তাহার যাবতীয় কাজ-কর্ম সম্পাদন করিয়া তাহাকে সহজে মক্কা শরীফ পৌঁছাইয়া দেয় তাহা হইলে তাহার আর হজ্জে যাওয়ার প্রাথমিক কাজগুলি কিছুই করিতে হইল না কিন্তু এই জন্য তাহাকে এই কথা বলা যাইতে পারেনা যে, যদি তুমি উপরোক্ত কাজ না করিয়া আস তোমার হজ্জ হইবে না, বা হজ্জ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অনুরূপ নামায একটি ইবাদতে মাকসুদাহ্। ইহার জন্য হাঁটিয়া মসজিদে যাওয়া নামাযের মাধ্যম হিসাবে ইবাদত। অবশ্য যদি কেহ মসজিদের হুজরায় অবস্থান করে তাহা হইল যেহেতু মূল ইবাদত নামায; মাধ্যম (হাঁটিয়া মসজিদে যাওয়া) ছাড়াই আদায় হইয়া গেল। কাজেই ইবাদতে গায়রে মাকসুদাহ তাহার জন্য আর রহিল না।

ইবাদতে মাকসুদাহ ও গায়ের মাকসুদার পার্থক্য অনুধাবনের পর এই সম্পর্কিত ইসলামী বিধানের পার্থক্য বুঝাবার চেষ্টা করুন। ইবাদতে গায়রে মাকসুদার ব্যাপারে শরীয়তে বেশ অবকাশ রহিয়াছে। ইহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম পদ্ধতি বাধ্যতামূলক নহে। ইহাতে কোন কমানো ও বাড়ানো কোন অপরাধ নহে যদি মূল ইবাদতে কোন প্রকার কর্তন-বর্ধন না হয়। কালের প্রয়োজনে ও স্থানের বিভিন্নতার দরুন ইহাতে পরিবর্তন পরিবর্ধনেও কোন গুনাহ্ হইবে না; যদি না এই পরিবর্তন কোনও ইসলামী হুকুমের খেলাপ হয়। যেমন—হজ্জের সফরে যদি উটের পরিবর্তে মোটর গাড়ী, রেলগাড়ী ও বিমান ইত্যাদিতে সফর করা হয়, তাহা হইলে ইহা নিঃসন্দেহে দুরস্ত হইবে। ইহাকে বেদআত বলা যাইতে পারে না। কারণ এই সফর মূল ইবাদত নহে, বরং মূল ইবাদত হজ্জের মাধ্যম বা উপকরণ মাত্র। আল্লামা শাতবী কিতাবুল এ'তেসামে এই বিষয়টি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'যদি কেহ আকাশে উড়িয়া অথবা পানির উপর চলিয়া হজ্জব্রত পালন করিতে যায় তাহা হইলে তাহাকে বেদআতী বলা যাইবে না। তদ্রূপ যদি যুদ্ধের কাজে তীর ধনুকের পরিবর্তে রাইফেল, কামান, ট্যাংক ও বোমা ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে কোন বাধা বিপত্তির কারণ নাই বরং (কালের বিবর্তনে) ইহার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং ইহা পছন্দনীয় হাত্তিয়ার। কারণ, তীর চালনা করা কোন মূল ইবাদত নহে, বরং ইহা মূল ইবাদত জিহাদের মাধ্যম বা উপকরণ মাত্র। আর এই উপকরণ কালের প্রয়োজনের সাথে সাথে

পরিবর্তিত হইতে পারে। এই বিষয়টি সম্পর্কে কতিপয় গবেষক আলেম বর্ণনা করিয়াছেন যে, হাদীস শরীফে মূল ধর্ম বিষয়ে নূতন কিছু সৃষ্টি বা যোগ করাকে বেদআত বলা হইয়াছে। অবশ্য ধর্ম রক্ষার প্রয়োজনে কোন নূতন উপায় অবলম্বন করা (যদি শরা বিরুদ্ধ না হয়) বেদআত পর্যায়ভুক্ত নহে; ইহা ইবাদতে গায়রে মাকসুদার অন্তর্ভুক্ত (যাহা মূলে ইবাদত নহে)। শুধু মূল ইবাদতের উপকরণ হিসাবে ইহাকে ইবাদত বলা হইয়া থাকে। ইবাদতে মাকসুদার বিধান ইহা হইতে সম্পূর্ণ সতন্ত্র। ইবাদতে মকসুদাহ্ যেমন স্বয়ং মুখ্য উদ্দেশ্য তেমনিই শরীয়ত অনুসারে বর্ণিত এই ইবাদতের অবস্থা এবং আকার-আকৃতি ও উদ্দেশ্য নিজের মন মাফিক ইহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন করাও দুরস্ত নহে। ইহাতে কম বেশী করা উভয়ই হারাম।

যেমন যোহরের নামায চারি রাকআতের স্থলে তিন রাকআত পড়াও অপরাধ, পাঁচ রাকআত পড়াও ভীষণ অপরাধ। শুধু রাকআতের কম-বেশী করাই নয় নামাযের আকৃতি ও তারতীব ইত্যাদিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তনেরও অনুমতি নাই। নামাযের জন্য দাঁড়ান, বসা, রুকু ও সেজদার যে অবস্থা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে ইহার বিপরীত করাও অপরাধ। হজ্জের প্রতিই লক্ষ্য করুন, হজ্জের সফরে এতটুকু অবকাশ রহিয়াছে যে ইচ্ছা করিলে হাঁটিয়াও যাইতে পারে। আবার ইচ্ছা করিলে উট, মোটর গাড়ী, বিমান ইত্যাদিতে সওয়ার হইয়াও যাইতে পারে। কিন্তু হজ্জের ফরয ওয়াযিবে এরূপ করা চলিবে না। যেমন—বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে দৌড়ের বেলায় পায়ে হাঁটিয়া তাওয়াফ ও দৌড়ের পরিবর্তে বিমানযোগে তাওয়াফ করাই দৌড়ান দুরস্থ হইবে না। এমনকি শরা সম্মত ওজর ব্যতীত হজ্জের ফরজ ওয়াযিব এইরূপ করা দুরস্ত নহে।

গৌণ ইবাদতে মাইকের ব্যবহার

উপরি উক্ত বিষয়াদির জানার পর শরীয়তের মূলনীতি অনুসারে এই কথা জানা সহজ হইয়া পড়িল যে, ইবাদতে গায়রে মাকসুদাহ্ গৌণ বা ইবাদত যথা—ওয়াজ, বয়ান ও পড়াশুনা ইত্যাদি কাজে মাইকের ব্যবহার দুরস্ত আছে;

যেমন—হজ্জের সফরে মোটর গাড়ী, বিমান ইত্যাদিতে আরোহণ করা, যুদ্ধে ট্যাংক বা বোমা ব্যবহার করা জায়েয আছে। এখন প্রশ্ন হইল ইবাদতে মাকসুদায় মাইক ব্যবহার কি জায়েয কিনা। অবশ্য ইবাদতে মাকসুদাহ্ মধ্যে একমাত্র নামাযেই মাইক ব্যবহারের কথা উত্থাপন করা যাইতে পারে। রোযা, যাকাত বা হজ্জের কোন রোকানে মাইক ব্যবহারের প্রশ্নই উঠেনা, সুতরাং নামাযে মাইকের ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা। তাহা বর্ণনা করাই এই পুস্তিকা প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাজেই মাসয়ালাটি একটু বিস্তারিত ও স্পষ্টভাবে আলোচনা করা দরকার।

নামাযে মাইকের ব্যবহার

মাইক একটি নূতন আবিষ্কৃত যন্ত্র হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সঃ) ও প্রথম চার খলীফার যুগে ইহার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং নামাযে মাইকের ব্যবহার জায়েয নাজায়েয হওয়ার বিধান স্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যাইতে পারে না। বস্তুত শরীয়তে মূলনীতির আলোকে ইহার মীমাংসা হইতে পারে। ইবাদতে মাকসুদাহ্ সম্পর্কিত শরীয়তের মূলনীতির প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, সমস্ত ইসলামী ইবাদতের ভিত্তি সহজ সরল নিয়ম-কানুনের উপর রচিত হইয়াছে। এই সরলতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল যাহাতে উক্ত ইবাদতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহরের, গ্রামীন নির্বিশেষে প্রতি মুসলমান নাগরিক ও গরীব-ধনী সর্বকালে এবং সকল দেশে অতি সহজে সমভাবে আদায় করিতে পারে। এইজন্যই ইবাদত আদায়ের বেলায় মানুষের শৈল্পিক ও কারিগরী প্রভাব বিবর্জিত প্রাকৃতিক বস্তুরাজি অধিক ব্যবহার করা হইয়াছে। দর্শন, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতিবিদ্যা ও বিজ্ঞানের সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম বিষয় অথবা এই জাতীয় নূতন পুরাতন যন্ত্রপাতির উপর কোন ইসলামী ইবাদত নির্ভরশীল রাখা হয় নাই। বরং ইবাদত আদায়ের জন্য এই সব বিতর্কে জড়িত হওয়াকে পছন্দ করা হয় নাই।

নামাযের সময় নির্ধারণ ইসলামে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নামায জায়েয হওয়া, বিনষ্ট হওয়া ও মাকরূহ হওয়া ওয়াক্তের উপর নির্ভরশীল। ইহাও স্পষ্ট ব্যাপার যে নামাযের সময় নির্ধারণ শীতে গ্রীষ্মে ইহার পরিবর্তন, স্থানের

বিভিন্নতার দরুণ ওয়াক্তের বিভিন্নতা, গণিতশাস্ত্রের মাসয়ালা, পঞ্জিকা তৈয়ারীর নিয়মে ওয়াক্তকে প্রতিটি কাল ও স্থানের জন্য হিসাব করিয়া নির্ধারণ করা যাইতে পারে। মুহাম্মদ (সঃ) ও তাঁহার পরবর্তী যুগে অংকশাস্ত্রের বহু বিশেষজ্ঞ বর্তমান ছিলেন। কিন্তু ইসলামী শরীয়ত ইহার প্রতিলক্ষ্য না করিয়া নামাযের নির্ধারণকে সূর্যাস্ত সূর্যোদয় এবং ইহার ছায়া হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল রাখিয়াছে (এই পদ্ধতি প্রতিটি শিক্ষিত, অশিক্ষিত ঘড়িওয়ালা অভিজাত নাগরিক ও সর্বহারা গরীব গ্রামীন সকলেই নিজ নিজ স্থানে হিসাব ছাড়াই চাক্ষুসভাবে চিনিয়া লইতে পারে। চাঁদ দেখার মাসয়ালাও অনুরূপ উহার উপর রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নির্ভরশীল। ইহাও গণিতশাস্ত্রেরই ব্যাপার। গণিতের নির্ধারিত নিয়মের মাধ্যমে রোযা হজ্জ ইত্যাদির তারিখ নির্ধারণ করা যাইত। কিন্তু নবী করীম (সঃ) মুসলমানগণকে ইহা হইতে বিরত থাকিয়া শুধু চাঁদ দেখার উপর উক্ত বিষয়টি নির্ভরশীল রাখার ইরশাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم
فاتموا عدة شعبان ثلثين -

অর্থঃ হে মুসলমানগণ! তোমরা চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখিয়া ইফতার বা ঈদ কর। যদি কোনও কারণে চাঁদ সন্দেহপূর্ণ হইল অথবা মোটেই দেখা গেল না, তাহা হইলে সাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করিয়া সাবান শেষে রমযান আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে।''

তদ্রূপ মক্কা শরীফ হইতে দূরবর্তী বিভিন্ন দেশে কেবলার দিক নির্ণয় করা জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়। রসূল (সঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণ কথা ও কাজের দ্বারা এই কথা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন যে, ইহাতেও গণিতের হিসাব-নিকাশ জনিত সূক্ষ্ম বিষয়ে জড়িত হওয়ার কোনও প্রয়োজন নাই। শহরের দৈর্ঘ ও প্রস্থের হিসাব-কিতাব ছাড়াই সাদাসিদাভাবে বস্তীর নিকটবর্তী বিভিন্ন মসজিদের অনুসরণ করিয়া কেবলা নির্ণয় করত অন্যান্য মসজিদ নির্মাণ করিবে। এইভাবে এক বস্তী হইতে অন্য বস্তীতে বিভিন্ন মসজিদের নির্মাণকার্য চলিবে

অথবা চতুর্দ্দিক নির্ণয় করিয়া সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও অন্যান্য প্রকাশ্য নিদর্শাবলীর দ্বারা কেবলা নির্ণয় করিবে। সাহাবাগণ যখন অনারব বিভিন্ন দেশ বিজয় করেন তখন এই সোজা নিয়মে মসজিদসমূহ নির্ণয় করিয়াছেন। অংকশাস্ত্র ও জ্যোতিবির্দ্যা বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে এই বিষয়ে সাহায্য গ্রহণের কথা কোথায়ও বর্ণিত হয় নাই। সেইকালে গণিতশাস্ত্রও জ্যোতিস্কবিদ্যার প্রচলন ছিল না, বা এই বিষয়ে শিক্ষিত লোক ছিলনা বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই, এইরূপ মনে করার কোন কারণ নাই। বস্তুত এইসব বিষয়ে বহু বিশেষজ্ঞ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও দশনের সূক্ষাতি সূক্ষ্ম বিষয়কে ইসলামের সহজ সরল পথে জনসাধারণের মন মানকিসতার উপর বোঝা মনে করিয়া পরিত্যাগ করা হইয়াছে। নামাযের সময় হইলে মহল্লা বাসীদের একত্রিত করা ও জামায়াতের সময়ের সংবাদ জানাইবার জন্য সে আমলে বহু যন্ত্র বিদ্যমান ছিল এবং উহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে আযানের চাইতে সুন্দরভাবে এই প্রয়োজন সমাধা করিতে পারিত। যেমন ঘন্টি বাজান ইত্যাদি। আর রসুল (সঃ) এর নিকট এই ধরনের কিছু প্রস্তাব করা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কোনটিই পছন্দ করিলেন না ; আল্লাহতায়ালা ফেরেস্তা দ্বারা আযানের শব্দগুলির শিক্ষা দান করিলেন। ইহাই চিরকালের জন্য সুন্নত বলিয়া গণ্য হইল। বর্তমান যুগে ঘড়ি, ঘন্টি, মাইক, রেডিও ও টেলিফোন ইত্যাদি সংবাদ সরবরাহের অসংখ্য যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হওয়া সত্বেও বিশ্ব মুসলমানের এজমা বা সর্বসম্মত মতে নামাযের জন্য আযানই সুন্নত তরীকা। শুধু ঘড়ির সময়কে আযানের স্থানাভিষিক্ত করা যাইতে পারে না এবং কোনও মুসলমান এই কথা মানিয়াও লইতে পারে না যে, মুয়াজ্জিন স্বীয় কামড়ায় বসিয়া মাইকে আযান দিবে আর ইহার হরণগুলি মিনারে লাগান থাকিবে, যাহাতে সর্ব স্থানে আওয়াজ পৌছাইয়া যায়। এমনকি ধর্ম বিষয়ে সামান্য জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিও আযানের সুন্নত নিয়মকে ছাড়িয়া দেওয়া সহ্য করিবে না।

সেই নামাযে শব্দ করিয়া কিরআত পড়িতে হয়, উহাতে মুক্তাদিগণের কিরআত শুনান উদ্দেশ্য। এই জন্য মুক্তাদিগণের সংখ্যানুপাতে নিজের মাঝারি ধরণের শক্তি দ্বারা আওয়াজ বড় করাই ইমামের প্রতি নির্দেশ।

যদিও শেষ কাতার পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছা জরুরী নহে, তবু ইমামের উঠা বসার তকবীরের আওয়াজ শেষ কাতার পর্যন্ত পৌঁছা জরুরী ; যেন মুক্তাদিরা ইমামের সাথে উঠা বসা করিতে পারে।

এই জন্যই যখন মুসল্লিগণের কাতারগুলি দূরবর্তী স্থানে পৌঁছিয়া যায় তখন মাঝে মাঝে মুকাব্বের নিয়োগ করিতে হয়। মুকাব্বের ইমামের তাকবীর বলার সময় সজোরে তকবীর বলিয়া পিছনের কাতারগুলিকে ওয়াকিফহাল করিবে। এই নিয়ম রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জামানা হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। এবং উম্মতগণ ইহার উপর আমল করিতেছেন। এখন লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, মাইক আবিষ্কারের পর পিছনের কাতারগুলিকে ওয়াকিফ করার প্রয়োজন। পুরান সুন্নত নিয়মের স্থানে মাইকের দ্বারা সমাধা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কল্যাণকর, না পুরাণ সুন্নতানুসারে আমল করাই উত্তম বিবেচিত হইবে।

নামাযে মাইক ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক

১। উপরি উক্ত ইসলামী মূলনীতি অনুসারে নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে মাকসুদায় মাইকের মত যন্ত্রপাতি বাদ দিয়া সুন্নত তরীকায় নামায পড়িতে থাকাই উত্তম। তাছাড়া নামাযে মাইক ব্যবহারের মাধ্যমে আওয়াজ অতি সহজে দূর পর্যন্ত পৌঁছান গেলেও তাতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর দিকও রহিয়াছে।

প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা হইল প্রায়ই এই যন্ত্রটি বিকল হইয়া যায়। কখনও মেশিন নষ্ট হইয়া যাওয়ার দরুণ কখনও বা বৈদ্যুতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ার ফলে, আবার কখনও অন্যান্য কারণে মাইক নষ্ট হইয়া যায়। ফলে একদিকে কয়েক মিনিটের জন্য বক্তৃতা বন্ধ রাখা হয়। অন্যদিকে কতক লোক মাইক ঠিক করার জন্য দৌড়াইতে আরম্ভ করে। কিন্তু নামাযে মাইকের ব্যবহার হইলে বিকল হওয়ার পর কে ঠিক করিবে বা কিভাবে করিবে? সকলেই ত নামাযে শরীক থাকিবে। কথার কথা যদি ঠিক করার ব্যবস্থা করিয়া রাখাও হয়, তাহা হইলেও এই সময়ে নামায ত আর মুলতবী রাখা যাইবে না। তখন নামাযের অবস্থা কি হইবে? স্পষ্ট যে, যখন উঠা বসার তকবীর ধ্বনি

শেষ কাতারসমূহে মাইকের মাধ্যমে পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করা হয় তখন মাঝে মাঝে মুকাব্বেরগণের ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় না। সর্ত-কতামূলক যদি কোথায়ও মুকাব্বের নিযুক্ত করাও হয় তবুও মুকাব্বেরগণ সাধারণভাবে মাইকের উপরে নির্ভরশীল হইয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। মাইক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া মুকাব্বের যখন জানিতে পারিবেন তখন হয়ত ইমামের নামাযের কয়েক তকবীর বা কতিপয় ফরজ আদায় হইয়া গিয়াছে। এমতা-বস্থায় পিছনের কাতারগুলির নামাযীদের অবস্থা কি হইবে? হয়ত ইমাম তখন সেজদায় কোন মুক্তাদী রুকুতে আবার কেহ বা দাঁড়ান অবস্থায়। ফলে এই ধরনের গোলমালের দরুণ অধিকাংশ লোকের নামায বিনষ্ট হইয়া যাইবে ১৩৯০ ও ৭১ হিজরীতে মদীনা শরীফে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর মসজিদে আমি (মূল গ্রন্থকার) স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে, বিভিন্ন নামাযে বার বার মাইক বিনষ্ট হইয়াছে। তখন হজ্জের সময় হাজার হাজার লোক নামাযে শরীক ছিলেন, তাহারা মাইক বিনষ্ট হওয়ার পর ইমামের অবস্থা না জানিতে পারিয়া উল্‌টা পাল্‌টা কি যে করিয়াছে এবং কিভাবে মুসলমানগণের নামায বিনষ্ট হইয়াছে তাহার উপস্থিত লোকেরা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা সাধারণত বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন ও তাড়াহুড়া প্রিয় হইয়া থাকেন। কোন কিছুর এক উপকারিতা সামনে আসিলে ইহার পিছনে লাগিয়া যান। অথচ ইহার অভ্যন্তরে যে অন্যান্য ক্ষতিকর দিক রহিয়াছে তাহা হইতে চক্ষু বন্ধ করিয়া ফেলেন। আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ এখনো এই ধরনের অন্ধ অনুকরণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। মূল বিষয়সমূহে পয়গম্বরসুলভ সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করা এবং কোন কিছু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় ইহার লাভ লোকসানের মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা প্রতিটি মুসলমানের নীতি হওয়া উচিত, আজ আমরা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছি। এই জন্যই আমাদের যুবকদের জোর-দাবী যখন মাইক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং সহজে ইহা দ্বারা আমাদের নামায সম্পূর্ণ হইতে পারে; তখন ইহা কেন সদ্ব্যবহার করা হইবে না? কিন্তু সামান্য চিন্তা করিয়া কথাগুলি বুঝা উচিত যে (ক) কোন মুসলমান এই কথা বলিতে

পারিবে না যে, মাইক ছাড়া নামায দুরস্ত হইবে না এবং ১৪শ বছর ব্যাপী মুসলমানরা যেমন নামায আদায় করিয়াছে সেইগুলি রক্ষারও কারো দুঃসাহস হইবে না। (খ) মাইকে নামায পড়া বেশী সওয়াব বলিয়া দাবী করার দুঃসাহসও কোন জ্ঞানবান মুসলমান করিতে পারে না। কারণ ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই দাঁড়ায় হযরত মুহাম্মদ (সঃ) তাঁহার সাহাবীগণ ও পূর্ববর্তী উম্মতের নামাযসমূহ এতটা ফাজলত সম্পন্ন ছিল না। মাইক আবিষ্কারকগণ ইসলাম ধর্মের উপর এই অবদান রাখিলেন যে, তেরশ বছর পর নামাযের সওয়াব পরিপুর্ণতা লাভ করিল। (ইহা করা বিরুদ্ধ কথা) (গ) অবশ্য এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, মুকাব্বেরের মাধ্যমে জামাতের ব্যবস্থা করার তুলনায় মাইকের মাধ্যমে অতি সহজে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে (ঘ) কিন্তু উক্ত সহজতার মুকাবেলায় অন্যান্য গোলমাল ছাড়াও যদি নিম্নোক্ত অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করা হয় তাহা হইলেও মাইক বাদ দিতে হয়—যেমন, নামাযের মধ্যে যদি মাইক বিনষ্ট হইয়া পড়ে তাহা হইলে অসংখ্য মানুষের নামায বিনষ্ট হইবে। সর্ব সাধারণের মজলিসে এমন লোকও থাকে যাহারা এই কথাটুকু উপলব্ধি করতে পারেনা যে, তাহার নামায নষ্ট হইয়াছে এবং তাহাকে উহা পুনরায় পড়িতে হইবে। আবার অনেকে বেখেয়াল হন যে, জানা সত্ত্বেও কাযা করিবার প্রতি কোন গুরুত্ব দেন না। সুতরাং এই অনিশ্চিত সহজতার জন্য এই ধরণের অসুবিধা ও গোলমাল মানিয়া লওয়ার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

৩। ইহা সকলের জানা কথা যে, নামাযে 'খুশু-খুজুর' (আল্লাহর ভয়ে ভীত ও বিনম্র হওয়া) প্রতি কুরআন হাদীসে বহু তাগিদ আসিয়াছে। বাস্তব ক্ষেত্রে ইহাই নামাযে রুহ বা প্রাণ। শুধু বিষয় প্রদর্শের জন্য নামাযে বহু আদাব বা সুন্নত প্রবর্তন করা হইয়াছে। একাগ্রতার পরিপন্থী হওয়ায় অনেক কিছু নামাযে মাকরূহ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইমাম গাজ্জালী (রঃ) এর মতে খুশু বা বিনয় নামাযের ফরজ পর্যায়ভুক্ত। হাদাসের ইমাম ইবনে জুমী এই মাসয়ালার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "আল খুশু ফিসালাত" নামাযে বিনয় শীর্ষক একটি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা অতি পরীক্ষিত কথা যে, যখন ইমামের এই

চিন্তা থাকে যে আমার শব্দ মাইকে পৌঁছিতেছে কিনা তখন নামাযে মাইকের ব্যবহারের দরুণ খুশু বা বিনম্রতা কিনা নষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া রুকু ও সেজদার সময় যখন মাইক ইমামের সামনে থাকে না তখন মাইকে শব্দ পৌঁছিতেছে কিনা সেই চিন্তার দরুণ নামাযে খুশু না থাকা স্বাভাবিক ব্যাপার। হ্যাঁ, যদি দুইটি মাইকের ব্যবস্থা থাকে একটি দাঁড়ান অবস্থার আওয়াজ গ্রহণের জন্য এবং অপরটি সেজদা ও বসা অবস্থার জন্য অথবা অত্যন্ত শক্তিশালী একটি মাইকের ব্যবস্থা করা হয় যাহা সর্ব অবস্থার শব্দই গ্রহণ করিতে পারে; তখন হয়ত খুশু বিনষ্ট নাও হইতে পারে। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ মসজিদে এ ধরণের ব্যবস্থা হয় না বা হইতে পারে না। তখন ইমাম হয়ত প্রতিটি কথা মাইকের প্রতি মুখ রাখিয়াই বলার চেষ্টা করিবেন। আর ইহাতে তাঁহার নামাযে খুশু বিনষ্ট হইবে; অন্যথায় কোন তকবীর শেষ কাতারসমূহে পৌঁছিবে আবার কোনটি পৌঁছিবে না। ফলে পিছনের কাতারসমূহের নামায ত্রুটিপূর্ণ হইবে।

৪। ইহাও একটি গভীর চিন্তার বিষয় যে, ইসলামী ইবাদতসমূহে এই কথার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, প্রতিটি শ্রেণী ও প্রতিটি অবস্থার মানুষ যেন সমানভাবে ইবাদত করিতে পারে। বিশেষ করিয়া হজ্জ আদায়ের বেলায় এই মমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে; এই দিক লক্ষ্য করিয়াই এই রকমের জন্য এমন পোষাক নির্ধারণ করা হইয়াছে যাহা প্রতিটি গরীব ধনী সকলেই সমভাবে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়। যদি সমাজে মাইকের প্রচলন হয় এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে উহাকে ভাল মনে করা হয় তাহা হইলে ধনীরাই ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিত। গরীব সমাজ নামাযের বেলায়ও ধনীদের পিছনে থাকিয়া যাইবে। কোন কোন মসজিদকে মসজিদের আমীর বলা হইবে। বাদশাহ ও ফকীরকে একই কাতারে দাঁড় করাইয়া দেওয়া যাহা নামাযের বড় বৈশিষ্ট্য ছিল উহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এখানেও আমীর গরীবের পার্থক্য ও বৈষম্য পরিলক্ষিত হইতে থাকিবে। আর ইহা শরীয়ত বিরুদ্ধ ব্যাপার।

৫। একটি বড় অসুবিধা ইহাও রহিয়াছে যে, কোথায়ও বা স্বল্প দূরত্বে দুই বা ততোধিক মসজিদ রহিয়াছে সব মসজিদেই নামাযে মাইক ব্যবহার হইতেছে। তখন এক মসজিদের ইমামের আওয়াজ অন্য মসজিদের ইমামের শব্দের সহিত প্রতিধ্বনিত হইবে। কখনও কখনও উঠা বসার তকবীরসমূহে এরূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে যে এই "আল্লাহু আকবর আমাদের ইমামের না অন্য ইমামের তাহা কিছু বুঝা যাইবে না। এইরূপ হওয়ার শুধু আশংকাই নয়, বরং এই ধরনের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। করাচীতে আমি (মূল গ্রন্থকার) "বাবুল ইসলাম" মসজিদে নামায পড়িয়া থাকি। ইহার সামান্য দূরে আরামবাগের পশ্চিম কোণে একটি মসজিদ রহিয়াছে। উভয় মসজিদেই জুমার নামায হইয়া থাকে। প্রতি সপ্তাহে এইখানে দেখা যাইতেছে যে, বাবুল ইসলামে জুমার নামায প্রথমে আরম্ভ হইয়া যায়। আরামবাগে তখন খুতবার পূর্বেকার ওয়ায অথবা খুতবা পড়িতে থাকে বাবুল ইসলামের মুসল্লিমের জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে যে, এখন তাহাদের কি অসুবিধার সৃষ্টি হইতে থাকে। একদিকে নিজেদের ইমাম কিরআত পড়িতেছেন অপর দিকে পাশের মসজিদের কখনও বয়াত কখনও ওয়াজ অথবা খুৎবার আওয়াজ ইহার সহিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিশেষত তখন প্রবল জোরে হাওয়া প্রবাহিত হইতে থাকে তখন ইমামের কিরআত এই মসজিদের ইমামের ওয়ায, খুৎবা কিংবা কিরআতের সাথে একাকার হইয়া যায়। একটুকু শুকুর করিবার বিষয়ে যে, উভয় মসজিদেই শুধু ওয়ায ও খুৎবার মাইক ব্যবহৃত হইয়া থাকে, নামাযে ব্যবহৃত হয় না। তদুপরি নামাযের সময় পূর্বাপর নির্ধারণ করাও হইয়াছে। নতুবা আওয়াজের ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সংঘর্ষের ফলে উভয় মসজিদের কোনটিতেই কাহারও নামায হইত না। "বাবুল ইসলামে" রমযান মাসে ফজরের নামায কিছু আগে পড়া হইয়া থাকে। ইহা হইতে বেশ দূরে আসলাম রোডের এক মসজিদে তখন কোন মৌলবী সাহেব ওয়াজ করেন। অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার এই যে, মাইকের হর্ণ মসজিদের মীনারের উপর লাগান। এই সময় চতুর্দিকেই একটা নিরিবিলি পরিবেশ বিরাজ করে। কাজেই ওয়াজের আওয়াজ আমাদের মসজিদে পর্যন্ত পৌঁছায়। অনেক সময় এমন হইয়াছে যে, আমাদের ইমামের সঙ্গে

ওয়াযের শব্দের মধ্যে মিলাইয়া গিয়াছে। আমাদের ইমাম কি পড়িতেছেন; কিছুই বুঝা যায়না। এই অসুবিধা কখন একদিকে নামায ও অপর দিকে ওয়ায হইতেছে তখনকার ব্যাপার। নামাযকে ওয়ায হইতে পৃথক করিয়া লওয়া কঠিন ব্যাপার নয়। যদি কোন মসজিদে একই সময়ে মাইকের মাধ্যমে নামায পড়া হয় তাহা হইলে এমন বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইবে যাহাতে হয়ত কোন মসজিদে কোন মুসল্লীর নামায হইতে সহীহ্ হইবে না।

বাবুল ইসলাম ও আরামবাগ নিকটস্থ মসজিদ। বাবুল ইসলাম হইতে আসলাম রোডের মসজিদ বেশ দূরে হওয়া সত্ত্বেও আওয়াজের সংঘর্ষে এই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যদি বলা হয় যে, ইহা মাইকের ত্রুটি নয় বরং যথাস্থানে ব্যবহারের ত্রুটি। যেমন হরণ এত উচ্চস্থানে বা এমনভাবে লাগান হইয়াছে যাহাতে আওয়াজ বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। যথাযথ ব্যবস্থা করিলে এই অসুবিধা দূরীভূত করা যায়। যদি মুসলমান সর্ব সাধারণের মধ্যে ইহা অনুভূতি শক্তি পুরাপরি বিদ্যমান থাকে এবং সকল সামাজিক কর্তৃপক্ষের মনে নিজেদের আওয়াজে অন্য মসজিদের মুসল্লীগণের পেরেশান না করার ফিকির থাকে তাহা হইলে উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি মানিয়া নেওয়া যায়। কিন্তু আজকাল মুসলমানদের যে অবস্থা, তাহা সকলের জানা আছে উল্লেখিত মসজিদসমূহের ব্যাপারে মসজিদের ব্যবস্থাপকদের নিকট এই বিষয়ে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কোন সুফল হয় নাই। এমনকি বারবার এইদিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে তিক্ততা বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। কাজেই ধৈর্য ধারণ করা হইয়াছে। এইসব ঘটনা যাহা আমাদের উপর ঘটিয়া গেল আল্লাহ্ না করুন যদি নামাযে মাইকের প্রচলন ব্যাপক হইয়া যায়, তাহা হইলে অনেক মহল্লার মসজিদগুলি এত নিকটবর্তী যে, সেখানে দুই বা ততোধিক মসজিদের আওয়াজ একত্রিত হইয়া এক আশ্চর্য তামাশায় পরিণত হইবে। এই আধুনিক ও মন মোহিনী জীবন দুর্বিসহ হইয়া দাঁড়াইবে। এখানে দুইটি দিক রহিয়াছে; একদিকে উপরে উল্লিখিত গোলমাল; অপর দিকে নামাযে মাইকের উপকারিতা।

১। যেমন মাইকের মাধ্যমে নামায পড়িলে ইমামের কিরআত শেষ

কাতারসমূহ শুনা যাইবে, যাহা শরীয়তে প্রয়োজনীয় ব্যাপার নহে এবং পিছনের কাতারসমূহের লোকেরা ইমামের কিরআত না শুনিলেই তাহাদের নামাযে বিন্দুমাত্র ত্রুটি পূর্ণ হইবে না (২) মুকাব্বেরের তুলনায় মাইকের মাধ্যমে উঠা বসার তকবীর শেষ কাতারসমূহে পৌঁছাইতে সহজ হয়। এখন উপরোক্ত একাধিক অসুবিধা ও মাইকের একটি মাত্র উপকারিতা তুলনা করিয়া কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি নামাযে মাইক ব্যবহার করাকে ভাল বলিতে পারেন না।

(২) ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের সর্বসম্মত বিধান এই যে, কোন বিষয়ে মুজতাহিদগণের মধ্যে অথবা আলেমগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে সেখানে সাবধাণতার দিক হইল মতভেদ হইতে বাহিরে থাকার চেষ্টা করা অর্থাৎ আমল করিবার বেলায় এমন পন্থা অবলম্বন করা যাহাতে সকল আলেমের মতে আমল সঠিক বলিয়া গণ্য হয়। হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (রঃ) নিজের সকল এই নিয়ম পালন করিতেন এবং অন্যদেরকেও অনুরূপ পরামর্শ প্রদান করিতেন। নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে আমাদের গবেষণা তবু অভিমত হইল নামায বিনষ্ট হইবে না। কিন্তু এখনও অনেক আলেমের গবেষণা এবং তাহাদের ফতোয়া হইল মাইকের শব্দ বক্তার মুল শব্দ নহে। আর তাই নামাজে ইহার অনুসরণ করিলে নামাজ কায়েম হইবে। সুতরাং ফেকাহ শাস্ত্রের স্বীকৃত বিধান অনুসারে এইরূপ বস্তুত (মাইক) হইতে বাঁচিয়া থাকা উচিৎ ; যাহাতে কোন কোন হক্কানী আলেম নামায ফাসেদ হওয়ার অভিমত প্রকাশ করেন। ইহাতে আমাদের নামাজও ফাসেদ হওয়ার আশংকা থাকিবে না।

সার কথা : শরীয়তের মূলনীতি ও যুক্তি অনুসারে নামাজে মাইকের ব্যবহার সমীচীন নহে। ইহা হইতে বিরত থাকা উচিৎ। বড় বড় জাতে সহজ সরল সুন্নাত তরিকা অনুসারে মুবাব্বেরের মাধ্যমে শেষ কাতারসমূহে তাকবীর পৌঁছাইতে হইবে ইহাও ছওয়াব ও বরকত যুক্ত এবং গোলমাল মুক্ত উভয় পন্থা। এই পদ্ধতিও গ্রহণ করা উচিত।

অবশ্য মুকাব্বেরের নিয়ম সাধারণ মানুষের বিশৃংখলার দরুণ খারাপ হইয়া

পড়িয়াছে। অধিকাংশ জামাতে প্রথম হইতে মুকাব্বেরের ব্যবস্থা করা হয় না। ফলে লোকেরা ইচ্ছামত তকবীর বলিতে থাকেন। কোন কাতারে একাধিক লোক মুকাব্বের হইয়া বসে। আবার কোন কাতার বিলকুল মুকাব্বের শূন্য থাকে। কোথাও ছেলেরা অনিয়মে তকবীর বলিতে আরম্ভ করে। ফলে নামায ত্রুটিপূর্ণ হয়; অথচ প্রতি তিন-চার কাতার পর কাতারের ডান ও বাম দিকে দুইজন মুকাব্বের নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এবং অন্যান্যদের বলা হইবে যেন আর কেহ মুকাব্বের না হয়। মাইকের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব দেওয়া হয় মুকাব্বের নিয়োগের প্রতি ইহার এক তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ গুরুত্ব দেওয়া হইলে অত্যন্ত সুশৃংখলভাবে নামায সম্পন্ন হইবে।

এখন সূক্ষ্মদৃষ্টিতে করার মত গুরুত্বপূর্ণ একটি মাসয়ালা রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, যদি কেহ অপারগ অবস্থায় বা অজ্ঞতাবশত অথবা শুধু নিজের মতে মাইকের মাধ্যমে নামায পড়িয়া ফেলিল তখন এই নামায শুদ্ধ হইবে না ফাসেদ হইবে? এই বিষয়ে শুরু হইতে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা দরকার। এই দিক লক্ষ্য করিয়া এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইতেছে।

মাইকের আওয়াজে নামায পড়িলে কি ফাসেদ হইবে

কুরআন মজিদ ও হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর শিক্ষাসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত ধর্মীয় প্রয়োজনের উপর নিশ্চয়ই পরিব্যাপ্ত ও নিশ্চয়তা বিধানকারী। দুনিয়ায় যত পরিবর্তনই আসুক না কেন, বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক না কেন, নূতন নূতন যতো যন্ত্রপাতিই আবিষ্কৃত হউক এবং ইহার দরুণ যত মাসয়ালারই সূত্রপাত হউক, কুরআন-হাদীসের আলোতে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের বর্ণিত মূলনীতি এইসব কিছুকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। বর্তমানে মুফতীগণের কাজ হইল, নবাগত মাসয়ালার মূলবস্তু অনুধাবন করিয়া সেই সকল সর্বসম্মত মূলনীতির মাধ্যমে ইহার সমাধান বাহির করা। বর্তমানে মাইকের মাসয়ালাকে কোন মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করা এবং ইহার বিধান বাহির করার ব্যাপারে

চিন্তা-ভাবনা করা এবং বুঝিয়া শুনিয়া কাজ করার প্রয়োজন। কাজেই ইহাতে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার।

নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কিত মাসয়ালা দেখা দিলে উপরি উক্ত কারণে আলেমগণের মধ্যে একাধিক মতের সৃষ্টি হয়। কেহ কেহ নামায জায়েয হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেন, আবার কেহ কেহ নামায ফাসেদ না হওয়ার ফতোয়া দেন। দেওবন্দ দারুল উলুমের প্রধান মুহাদ্দিস হযরত মওলানা হোসাইন মদনী নামায ফাসেদ হওয়ার ফতোয়া দান করেন। নিম্নবর্ণিত কারণে তিনি এই ফতোয়া প্রদান করেন ঃ

১। যে ব্যক্তি জামাতে শরীক নহে তাহার অনুসরণ করিলে নামায ফাসেদ হইবে। কাজেই যে ব্যক্তি জামাতে শামিল নহে সে যদি ইমামের ভুল সংশোধন করেন তাহা হইলে ইমামের জন্য এই লোক বা সংশোধনী গ্রহণ করা জায়েয হইবে না। গ্রহণ করিলে নামায ফাসেদ হইয়া যাইবে।

২। ফোকাহায়ে কেরামগণের মতে যে ব্যক্তি ইমামের নামাযে শরীক এবং জামাতের মুকাব্বের। তাহার জন্য স্বীয় "তাকবীর দ্বারা তাকবীরে তাহরীমা ও ইবাদতের নিয়ত করা জরুরী। যদি শুধু অন্যদেরকে আওয়াজ পৌঁছাইবার নিমিত্ত তাকবীর বলে তাহা হইলে এই মুকাব্বের এবং তার আওয়াজে যারা নামায পড়িতেছিল কারও নামায দুরস্ত হইবে না।

৩। মাইকের শব্দ বক্তার মুল শব্দ নহে, বরং ইহার প্রতিধ্বনি ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিয়াছেন যে, প্রতিধ্বনি বক্তার মুল আওয়াজ নহে। কাজেই যদি গম্বুজ অথবা পাহাড় ইত্যাদির উপর সেজদার আয়াত তিলাওয়াত করে এবং অন্য কেহ তাহার মুল আওয়াজ শুনিল না বরং ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহা হইলে তাহার উপর সেজদা তিলাওয়াত জরুরী নহে। কারণ সেজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হইল সেজদার আয়াত কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষের মুখ হইতে শুনা। প্রতিধ্বনি মানুষের মুখের আওয়াজ নহে ; কাজেই সেজদা ওয়াজিব হইবে না।

৪। উল্লিখিত কারণে মাইকের আওয়াজও যেহেতু ইমামের মূল আওয়াজ নহে বরং ইহার প্রতিধ্বনির মত এবং মাইক প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষও নয়, নামাযেরও শরীক নয় এবং মাইকের পক্ষে ইবাদত করার বা নামাযের কোন প্রশ্নই তকবীরে তাহরীমার নিয়ত করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। সুতরাং ইহার আওয়াজ দ্বারা নামাযে উপকৃত হইলে এবং ওঠা বসায় উক্ত আওয়াজের অনুসরণ করিলে নামায ফাসেদ হইবে।

দারুল উলুম দেওবন্দের এই ফতোয়া হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দেদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর নিকট প্রেরণ করা হইল। যেহেতু তিনি পূর্বেই ফতোয়া দিয়াছেন যে, নামাযে মাইক ব্যবহার নিষেধ। কিন্তু যদি কেহ মাইকে নামায পড়িয়া ফেলে তখন নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম অত্র ফতোয়া মাফিক বর্তমান দেওয়া হইল। "এই জওয়াব প্রসঙ্গে 'আমার অভিমত' শিরোনামে তিনি নিম্নলিখিত প্রতিবেদন লিখেন ঃ

"যদি এই কথা প্রমাণিত হয় যে, মাইক হইতে বক্তার মূল শব্দ ধ্বনিত হয় না, বরং ইহার প্রতিধ্বনি শোনা যায়, তাহা হইলে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম সম্বলিত ফতোয়া শুদ্ধ। অবশ্য এই অভিমত ধারণা মাত্র। আর কোন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞের গবেষণা দ্বারা এই ধারণা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে; কিন্তু যদি এই কথা প্রমাণিত হয় যে, বক্তার মূল শব্দ ধ্বনিত হয় তাহা হইলে বিভিন্ন গোলমালের দৃষ্টিকোণ হইতে নামাযে মাইকের ব্যবহার নিষেধ করা হইবে। যদি কেহ মাইকে নামায পড়িয়া ফেলে তাহা হইলে নামায ফাসেদ হইবে না। আর যদি মাইকের শব্দ বক্তার মূল আওয়াজ হওয়া না হওয়া কোনটিই প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে মাদানী সাহেবের ফতোয়া মাফিক মাইকের নামায ফাসেদ হইবে। মূল আওয়াজ দূরবর্তী স্থানে পৌঁছা প্রথম হইতেই দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য। এখন যন্ত্রের মাধ্যমে মূল আওয়াজ দূরে পৌঁছিল কিনা ইহাতে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। কাজেই সন্দেহের দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস দূরীভূত হইবে না। সুতরাং মূল আওয়াজ দূরে না পৌঁছার হুকুমই বলবৎ থাকিবে।"

আশরাফ আলী, থানা ভবন, ৫।১২।৪৬ হিজরী।

মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ নহে বরং ইহার প্রতিধ্বনি এই কথার উপরে নির্ভর করিয়া উক্ত ফতোয়াতে নামায ফাসেদ হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ, না ইহার প্রতিধ্বনি গবেষণা সাপেক্ষ ব্যাপার। কাজেই তিনি (থানবী সাহেব) যে সকল প্রতিষ্ঠান অথবা বিশেষজ্ঞদের দ্বারা এই বিষয়ে গবেষণা সম্ভব তাঁহাদের নিকট এই বিষয়ে মতামত চাহিয়া পত্র লিখেন। তিন যায়গা হইতে উত্তর আসিল। কিন্তু উত্তরসমূহের মধ্যে মতভেদ ছিল।

১. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসার সাইয়েদ সিব্বির আলী দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ।

২. হায়দরাবাদের কোন আলেম লিখেন যে, মাইকের শব্দ বক্তার শব্দের প্রতিধ্বনি।

৩. ভূপাল হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক চিঠির উত্তরে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে অক্ষম বলিয়া প্রকাশ করেন।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) এই তিনটি চিঠির প্রতিবেদনের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু মূল বিষয় পরিষ্কার হইল না। সুতরাং এই গবেষণার পরও তাঁহার ফতোয়া হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রঃ)-এর ফতোয়ার অনুরূপ রহিল। অতঃপর হযরত থানবী (রঃ) উল্লিখিত মাসয়ালা সম্পর্কে "আন মাকালাতুল মুফিদাহ্ ফিল আলাতিন হাদিসা" নামক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ইহাতেও তিনি নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কিত মাসয়ালায় নামায ফাসেদ হওয়ার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এই সঙ্গে তিনি ইহাও লিখেন যে, এই সিদ্ধান্ত নিজ জ্ঞান অনুসারে লিখা হইল। যদি কাহারও এ ব্যাপারে এর চাইতে বেশী বা এর বিপরীত গবেষণালব্ধ অভিমত থাকে তাহা হইলে তিনি নিজ গবেষণা অনুযায়ী আমল করিবেন; যদি আমাদেরকেও জ্ঞাত করেন তাহা হইলে আল্লাহ্‌র নিকট সওয়াব পাইবেন।

আশরাফ আলী, থানা ভবন, ১৫।১।৫৭ হিজরী।

১৩৪৯ হিজরীতে আমাকে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার মুফতী নিযুক্ত করা হয়। এই সময় মাইকের ব্যবহার আরও ব্যাপক হইয়াছিল। চতুর্দিক হইতে মাইক সম্পর্কে প্রশ্নাবলী আসিতে লাগিল। কাজেই এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং আমি ১৩৫৭ হিজরীতে এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করি। ইহাতে দেওবন্দের হযরত মাদানী (রঃ)-এর পূর্ববর্তী ফতোয়া এবং ইহার বিশুদ্ধতার প্রতি হযরত থানবী (রঃ)-এর সমর্থন বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পুস্তিকাটি স্বয়ংসম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে।

দেওবন্দ, সাহারানপুর ও থানা ভবনের আলেমগণ সকলেই অত্র পুস্তিকার সহিত একমত প্রকাশ করেন। কিন্তু পুস্তিকাটি শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (রঃ)-এর নিকট পেঁছাইলে (তখন তিনি ডাবিলা জামেয়া ইসলামিয়ার সদর মুদাররেস) তিনি ইহা পাঠ করিয়া আমাকে একটি পত্র লিখেন। উহাতে তিনি মাইকে নামায ফাসেদ হওয়ার বিধান সম্পর্কে দ্বিমত প্রকাশ করিলেন। তাহার চিঠিটি হুবহু উল্লেখ করা হইল :

হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানীর চিঠি

বেরাদরে মুকাররাম জনাব মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব, সালাম বাদ সমাচার এই যে, আপনার ১৩৫৭ হিজরীর লিখা পুস্তিকায় নামাযে মাইকের ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়টি পড়িয়াছি। মাসায়াল্লাহ খুব পরিশ্রমের সহিত সুন্দরভাবে বইটি লিখা হইয়াছে। তবুও কোন কোন স্থানে পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন :

১। এই কথা নিশ্চিত করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীন অথবা ইবাদতে— সীমাতিক্রম করা নিষিদ্ধ ব্যাপার। রসূলুল্লাহ্ (সঃ) হইতে বর্ণিত আছে, "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তায়ালা ক্লান্ত হন না যতক্ষন না তোমরা ক্লান্ত হও।"

এই কারণেই বড় বড় ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করিয়া মাশায়েখে জীবন চরিতে ইবাদতের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেগুলি কখনও দোষণীয় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। কারণ তাঁহারা সকল প্রকার ক্ষতিকর দিক হইতে

সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। এবং তাহাদের উদ্দেশ্য সঠিক ছিল।

২। নাপাকি হইতে পাক হওয়া সংক্রান্ত মাসায়ালায় শুধু সন্দেহ ও ধারণার উপর ভিত্তি করা অথবা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা নিশ্চয়ই অপছন্দনীয় ব্যাপার। অবশ্য মনে রাখা উচিত যে, হারাম দুই প্রকার :

(ক) গুণগত হারাম (বেওয়াসফিহি) (খ) আনুষঙ্গিক কারণে হারাম (লেকাসাবিহি)।

প্রথমটিতে এই ধরনের বাড়াবাড়ি সীমাতিক্রমের পর্যায়ভুক্ত। দ্বিতীয়টিতে সন্দেহ ও আশংকা বাঁচিয়া থাকা সাবধাণতা ও তাকওয়ার পরিচায়ক। হাফেজ ইবনে তাইমিয়াও তাঁহার ফতোয়ায় অনুরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। সহিহ্ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে :

الحلال بين و الحرام بين و بينها مشتبهات -

"হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট এবং উভয়ের মধ্যবর্তী বিষয় সন্দেহজনক।" নতুবা ইমামগণ মাশায়েখে কেরামগণ হইতে বর্ণিত তাকওয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকসমূহ সন্দেহজনক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ্র মাসয়ালার অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই কথা সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, নাপাকি ও পবিত্রতার মাসয়ালায় শরীয়তে যে ক্ষমার অবকাশ রহিয়াছে, সুদ ইত্যাদির মাসয়ালায় বিন্দুমাত্রও ইহার অবকাশ নাই। মোট কথা, এই বিষয়ে কিছু শর্তাবলীর প্রয়োজন রহিয়াছে।

৩। হাদীস ও ফিকাহ্ শাস্ত্র-মতে যখন এই কথা মানিয়া লওয়া হইয়াছে যে, আসল, খুৎবা ও কিরআত ইত্যাদিতে শ্রোতা ও মুক্তাদিগণকে শুনাইবার উদ্দেশ্যে আওয়াজ বড় করিতে হইবে এবং শরীয়ত যখন এ ব্যাপারে ব্যবস্থাও করিয়াছে, তখন আওয়াজ দূরে পৌঁছিবার কোন নূতন পদ্ধতিকে (যাহা মোবাহ বা কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব) কোন্ নীতির মাধ্যমে না জায়েয বলা হইবে? কোন কিছু হযরত রসূল করীম (সঃ)-এর যুগে ছিল না বলিয়া নিষিদ্ধ হইতে পারে না। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ আযানে জওককে বিদআতে

হাসানা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। ফতোয়ায়ে শামীর বর্ণনা মতে ইহা বনু উমাইয়্যার বিদআত নহে বরং হযরত উমর ফারুক (রাঃ)-এর জুমার শেষ খুতবা সম্পর্কে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে.

فلما ذقل على المنبر و سكت المؤذنون -

অর্থাৎ "হযরত উমর (রাঃ) যখন মিম্বরে বসিলেন এবং মুয়াজ্জিনগণ চুপ হইলেন" —এখানে পরিষ্কারভাবে বুঝা গেল যে হযরত উমর (রাঃ) এর সময় কয়েকজন মুয়াজ্জিন একসাথে আযান দিতেন এবং ইহাকে আযানে জওক বলা হয়। অথচ ইহা রসূল করীম (সঃ)-এর জামানায় ছিল না। ইহা দেখিয়া শায়খ আবুল হাসান সিন্দি (রঃ) এই মাসয়ালা সম্পর্কে সতর্ক করিয়াছেন যে, ইমাম যখন মিম্বরে বসিবে এবং মুয়াজ্জিনগণ আযান দিতে শুরু করিবে তখন ক্রয় বিক্রয় হারাম হইয়া যাইবে। এখানে (المؤذنون) শব্দটি বহু বচনাকারে বলা হইয়াছে। ইহার স্বপক্ষে ইমাম জুহরী (রঃ)-এর হাদীস রহিয়াছে। হযরত সালাম বিন আবি মালেক কুরাজী হইতে বর্ণিত আছে. তাঁহারা হযরত উমর (রাঃ) এর জামানায় জুমআর নামায পড়িতেন। যখন হযরত উমর (রাঃ) বাহির হইয়া মিম্বরে বসিতেন এবং মুয়াজ্জিনগণ আযান দিতেন ...। অনুরূপ বর্ণনা ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-ও তাঁহার শিষ্যগণ হইতেও বর্ণিত আছে।

(আইনী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২১১ পৃঃ)

মৃত্যুরোগ জনিত ঘটনার তকবীর পৌছানোর ব্যাপারে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এর ঘটনা রহিয়াছে। এ ক্ষেত্রে ধারণা করা হইতে পারে যে, খুৎবা ও নামাযের কিরআতের বেলায় অন্যের মাধ্যমে আওয়াজ দূরে পৌছাইবার ব্যবস্থা কেন গ্রহণ করা হয় নাই। সামান্য চিন্তা করিলে বুঝা যায়, যে এখানে এইরূপ করিলে বিশেষ উদ্দেশ্য বিনষ্ট হইত। যেমন—যদি কয়েকজন একসাথে খুৎবা বা কিরআত পড়ে তাহা হইলে ইমামের খুৎবা ও কিরআত শ্রবণে (যাহা জরুরী) বিঘ্ন ঘটিত। একাধিক ধ্বনির সংঘর্ষে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হইত যাহার সাথে খুৎবা ও নামাযের কোন কার্যক্রম থাকিত না। একের পর অন্যের পড়ার বেলায় এক কিরআত কয়েকটি কিরআত এবং এক খুৎবা

করেকটি খুৎবায় পরিণত হইত। এই অবস্থা মুসল্লীদের প্রতি সহজ হওয়ার পরিবর্তে কঠিন হইয়া দাঁড়াইত। আর ইহা সামান্য ব্যাপার নয়। রসূলুল্লাহ (সঃ) এর ইরশাদ হইল, তোমাদের যে কেহ ইমাম হইবে সে যেন সংক্ষিপ্তকারে নামায আদায় করে। (হযরত মুয়াজ (রাঃ) দুই-এক পারা সম্বলিত বড় বড় সূরা এক রাকায়াতে পড়িয়া ফেলিতেন। এই ব্যাপারে রসূলুল্লাহ (সঃ) সমীপে নালিশ হইলে তিনি হযরত মায়াজকে ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন যে, হে মুয়াজ, তুমি কি মুসলমানগণকে জামাত হইতে বিতাড়িত করিতে চাও?) বলা বাহুল্য, মাইকে এই ধরনের অসুবিধার কোনও সম্ভাবনা নাই বরং মাইকের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে দূরবর্তী স্থানে আওয়াজ পৌঁছাইতে পারে। যেমন ওয়াজ ইত্যাদির মাহফিলেও প্রায়ই এই ধরনের ব্যবস্থা হইতেছে। অবশ্য বাহ্যত মাইক ব্যবহার অনেকটা খেলাধূলার মত মনে হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে মাইক ব্যবহার না জায়েয হওয়ার দলীল দেওয়া যায় না। কারণ প্রথম অবস্থায় প্রতিটি নূতন বস্তুই এরূপ মনে হইয়া থাকে। এখন মাইকের ব্যবহার ধীরে ধীরে ব্যাপক হইতে চলিয়াছে। ইহার ব্যবহার ব্যাপক হওয়ার পর আওয়াজ মাইক হইতে আসিতেছে বলিয়া কাহারও খেয়ালও হইবে না।

৪। মাইকের আওয়াজ বক্তার মুল আওয়াজ, না উহার নকল এখনও ইহার মীমাংসা হয় নাই। এই জন্য ইহা ব্যবহার না করাটা পরহেজগারী বলা যাইতে পারে কিন্তু ইহাতে নামাযে মাইক ব্যবহারকে নাজায়েয বলা যাইতে পারে না। এখানে নামাযে শামিল নয় এমন বস্তুর অনুসরণ করা হইতেছে" কথাটিও আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। মুকাব্বেরের আওয়াজ শুনিয়া উঠাবসা করাতে প্রকৃতপক্ষে ইমামের অনুসরণ করা হয়, মুকাব্বেরের অনুসরণ করা হয় না। অবশ্য কোনও এক হিসাবে রূপক অর্থে অনুসরণের কথা বলা হয়। শুধু এই কথার দ্বারা এই দাবীর উপর দলীল প্রদান করা যে, মুকাব্বেরের নামায সহীহ্ হওয়া না হওয়ার উপর মুক্তাদিগণের নামায সহীহ্ হওয়া না হওয়া নির্ভরশীল এই কথাটি আমার বুঝে আসে না। আমি এই কথা বলিতে চাই না যে, মাসয়ালাটি ফিকাহ্ শাস্ত্রে মওজুদ নাই। নিশ্চয়ই ফিকাহ্র কিতাবে

আছে। আমি নিজে না বুঝার কথা বলিতেছি। আমার উদ্দেশ্য ইহাও নয় যে, না বুঝা আমার কথার দলীল। লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ। আমি কি, আর আমার বুঝ-ই বা কি? এই কথা বলার আমার উদ্দেশ্য হইল এই যে, মাইকে নামায সংক্রান্ত বিষয়টির হুকুম সম্পর্কে মন পরিষ্কার হইল না। এবং ফিকহের দিকে মন ধাবিত হইল। এখানে শেখ আবুবকর এর একটি কথা মনে পড়িল, তাহা হইল এই যে, ইজতিহাদ দেখিবে, অথচ উহাতে নূর বিদ্যমান নাই। নিশ্চয়ই উহা গোপনীয় বিদআত। মাইকের উক্ত মাসয়ালায় নূর অনুভূত হইতেছে না। কিন্তু নূর মওজুদ হওয়া বা না হওয়ার মীমাংসা করা আল্লাহ্ ওয়ালাদের কাজ। আমাদের মত লোকের কাজ নয়। আপনি যেহেতু আপনার পুস্তিকা সম্পর্কে কিছু লিখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছেন, সেই জন্য কিছু লিখা হইল।'' (শিব্বির আহমাদ উসমানী তাবীল ১৭।২।৫৮ হি।)

আমি (মূল গ্রন্থকার) হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর নিকট হযরত মাওলানা শিব্বির আহমদ উসমানী (রঃ) এই অভিমত ও মতভেদের কথা আলোচনা করিলাম। তিনি কহিলেন যে, যখন উসমানী সাহেব এখানে (থানাভবন) আসিবেন তখন সামনা-সামনি তাঁহার সহিত আলোচনা করা হইবে। এই ঘটনা ১৩৫৮ হিজরীর। অতঃপর অনবরত এমন অবস্থার সৃষ্টি হইল যে, এই মাদ্রাসায় হযরত মাওলানা থানবীর সহিত হযরত মাওলানা উসমানীর একত্রে আলোচনার সুযোগই হইল না। ১৩৬২ হিজরীতে হযরত থানবী (রঃ)-এর ইন্তেকাল হইয়া গেল। ১৩৬৭ হিজরীতে আমি করাচী এবং মাওলানা উসমানী পূর্ব হইতেই এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। এইদিকে এখানে শহরের বড় বড় জামায়াতসমূহে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হইল। ঠিক এই সময় মক্কা মদীনা শরীফে সকল নামায মাইকের মাধ্যমে হইতে লাগিল। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের হাজীগণ যাহারা মাইকে নামায ফাসেদ হওয়ার কথা শুনিয়াছেন, তাহারা মুসকিলে পড়িলেন। ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকা হইতে এই মর্মে অসংখ্য প্রশ্ন আসিতে লাগিল। তখন মাওলানা উসমানী আমাকে কহিলেন যে, আমি বাস্তবে আপনার ফতোয়ার

বিরোধিতা করি না। এইজন্য অদ্যাবধি আমার মতে ফতোয়া দেই না এবং কখনও মাইকে নামায পড়ি না। কিন্তু আমার মত চিঠিতে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহাই রহিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে এই বিষয়ে পূর্ণ গবেষণা করা উচিত। হযরত মাওলানা উসমানীর চিঠিতে মতভেদের কারণ যদিও ফিকাহ্‌র ঐ মাসয়ালাটি ছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া নামায ফাসেদ হওয়ার ফতোয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার মতভেদ মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ হউক চাই না হউক উভয় অবস্থাতেই ছিল। কিন্তু যেহেতু ফতোয়ার আলোচনাকে এই কথার উপর নির্ভরশীল রাখা হইয়াছে যে, মাইকের আওয়াজ ইমামের মূল শব্দ নহে, বরং ইহার নকল ও প্রতিধ্বনী বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। কাজেই এই বিষয়ে পূর্ণ গবেষণা করা সমীচিন বলিয়া মনে করিয়াছি।

আল্লামা থানবী যে যুগে এই গবেষণা করিয়াছিলেন, তখন মাইকের ব্যাপক ব্যবহার ছিল না এবং বহু বিশেষজ্ঞের এই বিষয়ে পূর্ণ তথ্য জানা ছিল না। ভুপালের জওয়াব ইহার সত্যতা প্রমাণ করিতেছে। দ্বিতীয়ত সেখানে (থানা ভবন) বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করাও মুসকিল ছিল। এই কারণেই হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তাহকীক করার পরও এই বিষয়ে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। কিন্তু করাচী কেন্দ্রস্থল, এবং এখানে সকল বিষয়ের বিশেষজ্ঞ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের নিকট হইতে তথ্যটি সংগ্রহ করা খুবই সহজ। অতএব আমি উসমানী সাহেবের কথামত রেডিও ও ধ্বনীতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে লিখিত প্রশ্নের মাধ্যমে এই বিষয়ে তাহকিক করিলাম। এখানে সকলে একমত হইয়া বলিলেন যে, মাইকের মাধ্যমে বক্তার মূল আওয়াজ দূরবর্তী স্থানে পৌঁছিয়া থাকে। ইহা মূল আওয়াজের নকল বা প্রতিধ্বনী নয়। কিন্তু হযরত থানবী (রঃ) সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে হায়দরাবাদের একজন বিশেষজ্ঞ লিখিয়াছিলেন যে বৈদ্যুতিক মাইকের মূল শব্দ দূরে পৌঁছে না। বরং ইহার প্রতিধ্বনি পৌঁছিয়া থাকে এবং আকাশবাণীর

দিল্লীর এক বয়ান হইতেও অনুরূপ বুঝা গিয়াছিল। সুতরাং এক প্রকার সন্দেহ রহিয়া গেল। এই সন্দেহ দূর করিবার অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে থানবী (রঃ) সাহেবের সংগ্রহ করা জওয়াবসমূহ এবং আকাশবাণীর বয়ানের বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ নকল বর্তমান বিশেষজ্ঞদের নিকট হস্তান্তর করিয়া পূর্ববর্তী গবেষণাসমূহ ও বর্ণনারাজী সামনে রাখিয়া এই বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলাম। তাঁহারা পুনর্বিবেচনার পরও তাঁহাদের পূর্ববর্তী রায় বিশুদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিলেন এবং বক্তার মূল আওয়াজ ভিন্ন অন্য কিছু দূরে পৌঁছার কথা চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এই কথা নূতন পুরাতন বার বার প্রশ্নোত্তরের সারাংশ এবং তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় সংগৃহীত আরও গবেষণালব্ধ তথ্যাবলী অত্র পুস্তিকার প্রথম পরিশিষ্টে সংযোজন করা হইয়াছে।

হযরত উসমানীর (রঃ) নির্দেশে আমি একদিন রেডিও ও ধ্বনিতত্ত্ব বিভাগের শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞদের নিকট অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম। অপর দিকে বর্তমান যুগের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম ও মুফতী সাহেবদের সহিত ধারাবাহিক আলোচনা ও পত্রালাপ চলিতে থাকিল। স্বয়ং হযরত মাওলানা উসমানী (রঃ) সাহেবের সহিত মাসয়ালাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। আলোচনা শেষ না হইতে এই বুজুর্গও হঠাৎ ১৪।২।৬৯ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন)। এই ঘটনা আমার সাহস ভাঙিয়াছিল এবং বহুদিন পর্যন্ত এই কাজ মুলতবী রহিল। এই সময়ের মধ্যে মুফতী সাহেবদের কিছু গবেষণা ও জওয়াব পাওয়া গেল। প্রয়োজনের তাগিদে পুনরায় এই মাসায়ালাটি সম্পর্কে লেখার জন্য বন্ধুবান্ধবগণ অনুরোধ করিলেন। এই জন্য মাসয়ালাটির পূর্ণ ইতিহাস বর্ণনার পর বারংবার গবেষণা বহু বৎসরের চিন্তা-ভাবনা এবং বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের সহিত মত বিনিময়ের পর আমি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করিয়া তাহা আরজ করিতেছি। এই সিদ্ধান্তেও বিশ্বের কয়েকজন সেরা ওলামা ও মুফতীদের সহিত মৌখিক

আলোচনাক্রমে উপনীত হইতে পারিয়াছি। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন হযরত মাওলানা সফর আহমদ থানবী (রঃ); হযরত মাওলানা মোঃ হাসান সাহেব, মুহতামিম জামেয়া আশরাফিয়া, লাহোর; হযরত মাওলানা মোঃ ইদ্রিস সাহেব, শায়খুল হাদীস, জামেয়া আশারাফাবাদ, লাহোর। হযরত মাওলানা খায়ের মুহাম্মদ, মুহতামিম মাদ্রাসা আয়রুল মাদারেস; মুলতান; হযরত মাওলানা আতহার আলী, সদর জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ। আল্লামা যাহেদ কাওসারী, মুফতীয়ে আজম, ফিলিস্তিন ও মিসর; শায়খ আমজাদ জাহাদী, কাজী ইরাক ও তুর্কিস্তান।

আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রার্থনা এই যে, আমাকে যেন সঠিকভাবে ফতোয়া লিখার তৌফিক দান করেন এবং ভুল ত্রুটি হইতে হেফাজত করেন।

নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে আমার শেষ রায়

এই মাসয়ালার দুইটি অংশ রহিয়াছে। এক অংশ হইল নামাযে মাইকের ব্যবহার কেমন? ইহার উত্তর অত্র পুস্তিকায় পিছনে লিখিয়াছি যে, ইহার ক্ষতি উপকারিতা হইতে অনেক বেশী। মাইক ব্যবহারের পাঁচটি মারাত্মক ক্ষতির কথা বিস্তারিতভাবে লিখা হইয়াছে। সুতরাং নামাযে মাইক ব্যবহার না করা উচিত এবং অনুরূপ ফতোয়া দেওয়া উচিত। মাসয়ালাটির দ্বিতীয় অংশ হইল; যদি কেহ প্রয়োজন অথবা অপারগ অবস্থায় বা নিজের মতে মাইকের মাধ্যমে নামায পড়িল তখন নামায কি শুদ্ধ হইবে না ফাসেদ হইবে? এই বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা এবং ওলেমায়ে কেরামদের সহিত পত্রালাপের পর আমার শেষ রায় হইল এই যে, তাহার নামায ফাসেদ হইবে না। কারণ পূর্ব ফতোয়ায় নামায ফাসেদ হওয়ার কারণ এই কথা ছিল যে, মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ নহে, বরং ইহার প্রতিধ্বনিমাত্র। বলা-বাহুল্য, ইহা কোন ফিকাহ্ শাস্ত্রের মাসয়ালা নহে, বরং নিছক আধুনিক বিজ্ঞানের মাসয়ালা। আর বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণের নিকট হইতে ইহা জানা যাইতে পারে। প্রথমত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা

থানবী (রঃ) যখন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের নিকট ইহার তাহ্‌কীক তলব করিলেন তখন শুধু হায়দরাবাদের এক জওয়াবে লিখা হইয়াছিল যে মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ নহে বরং ইহার অনুরূপ প্রতিধ্বনি। এতদ্‌ভিন্ন ভূপালের জওয়াব মুল আওয়াজ হওয়া-না-হওয়া সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছিল। এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জওয়াবে দৃঢ়ভাবে বলা হইয়াছিল যে মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ। বর্তমানে পাকিস্তানের করাচী, বাংলাদেশের ঢাকা প্রভৃতি স্থানের বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে পুনরায় তাহকীক করার সময় সকল শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞের একই কথা যে, মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ। সুতরাং এই আওয়াজের অনুসরণ ইমামেরই অনুসরণ বলিয়া মানিতে হইবে, এইজন্য নামায ফাসেদ হওয়ার কোন কারণ নাই।

২। সাধারণ ইসলামী বিধান পর্যালোচনা করিলে বিস্মিতভাবে জানা যায় যে, যে সকল মাসয়ালা বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, কিংবা জ্যোতিষশাস্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত শরীয়ত এই সবের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া শুধু বাহ্যিক দিকের উপর বিচার-বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছে। যাহা প্রতিটি শিক্ষিত, অশিক্ষিত, শহুরে গ্রামীণ লোক, কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ ও হিসাব ছাড়াই অতি সহজে অবগত হইয়া আল্লাহ্‌ তায়ালার ফরযসমূহ আদায় করিতে পারে। চাঁদ দেখা চন্দ্রোদয় স্থানের বিভিন্নতার আলোচনায় জ্যোতিষী ও গণিত শাস্ত্রবিদের গবেষণা এবং কেবলার দিক নির্ণয়ের বেলায় জ্যোতিষ্ক বিদ্যার ব্যবহারকে উক্ত কারণেই ইসলামী মাসয়ালাসমূহের বুনিয়াদ হিসাবে গণ্য করা হয় নাই। চাঁদের মাসয়ালা চাঁদ দেখার উপর এবং কেবলার দিক নির্ণয় করা শহরের নিকটবর্তী মসজিদসমূহের উপর নির্ভরশীল রাখা হইয়াছে। অথচ গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা রসূলুল্লাহ (সঃ) ও তাঁর পরবর্তী যুগে বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল।

ইসলামের এই নীতি অনুযায়ী আলোচিত মাসয়ালার দুইটি সিদ্ধান্ত বাহির হয়। প্রথমত মূল ইবাদতে এই ধরনের যন্ত্রের ব্যবহার অপছন্দনীয়। এই পুস্তিকার শুরুতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত যদি কেহ মূল ইবাদতে এইসব যন্ত্র ব্যবহার করিয়া বসে, তাহা হইলে মূল ইবাদত শুদ্ধ হওয়া বা বাতিল হওয়া তখনো যান্ত্রিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নহে। বরং বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতেই উহা শুদ্ধ কিংবা বাতিল হইবে। যেমন—যদি কেহ জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে কেবলার দিক নির্ণয় করে তাহাকে বলা হয় শরীয়ত মত ইহা ঠিক হওয়া-না-হওয়ার মাপকাঠি জ্যোতির্বিদ্যার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়সমূহ নহে। শহরের নিকটবর্তী মসজিদসমূহের সাথে উহার মিল হওয়া-না-হওয়ার বিচারেই শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় হইবে।

উল্লেখিত নিয়মানুসারে মাইকের মারফত সর্বসাধারণের বাহ্যিক দৃষ্টি-কোণ হইতে বক্তার মূল আওয়াজই বলা হইবে যদিও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ না হওয়াই প্রমাণ করে। কারণ বক্তার মূল আওয়াজ এবং মাইকের আওয়াজে পার্থক্য সর্বসাধারণ তো দূরের কথা বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞরাও পরিষ্কারভাবে জানিতে পারেন নাই। এইজন্যই তাহাদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ রহিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই ধরণের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্ম ব্যাপার, যাহা বিশেষজ্ঞদের বুঝাও মুসকিল, ইসলামী বিধান উহার উপর নির্ভরশীল হইতে পারে না। বস্তুত এইসব বিধানের বেলায় মাইকের বাহ্যিক শব্দকে বক্তার মূল শব্দই গণ্য করা হইবে।

মাইকের মাসয়ালা ফিকাহ্‌র খুটিনাটি বিষয়ের উপর কিয়াস করা দুরস্ত নহে।

৩। এই পুস্তিকার ২৬ পৃষ্ঠায় লিখিত মাইকে পড়া নামায ফাসেদ (বিনষ্ট) হওয়ার তৃতীয় কারণ এই যে, মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ গণ্য না করার বেলায় নামায ফাসেদ হওয়ার ফতোয়া ফিকাহ্‌র অন্যান্য মাসয়ালার উপর কিয়াস করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। যেমন ইমামের নামাযে শরীক নহে এমন ব্যক্তি ইমামকে লোকমা দিল এবং ইমাম উহা গ্রহণ করিলেন, অথবা নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া তিলওয়াত করা হইল। এইরূপ অবস্থায় ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ নামাযে বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণ করাকারীকে ইমাম ও মুক্তাদি সকলের নামায ফাসেদ করিয়া গণ্য করিয়াছেন। মাইকের শব্দ

বক্তার মূল শব্দ না হওয়ার বেলায় যেহেতু মাইক নামাযে শামিল হইবার বস্তু নয়, কাজেই উহার মাধ্যমে নামায পড়লে নামাযের বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণের দরুন নামায ফাসেদ হওয়া উচিত। কিন্তু এই কিয়াস শুদ্ধ নহে। কারণ যে দুইটি বস্তুর মধ্যে কিয়াস করা হইতেছে, কিয়াসের শর্ত হইল উভয় বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য থাকিতে হইবে। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দৃষ্টিপাত করিলে উভয় বস্তুর মধ্যে বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাজেই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা দুরস্ত নহে। কারণ লোকমা দাতা জমায়াতে শরীক হওয়ার যোগ্য স্বাধীন মানুষ, অথচ নামাযে শামিল না হইয়া সে লোকমা দিতেছে। অপর দিকে মাইক নামাযে শরীক হওয়ার অযোগ্য প্রাণহীন যন্ত্র। স্বাধীন মানুষের কাজ তাহার প্রতি আরোপিত হয় ; কিন্তু প্রাণহীন যন্ত্রের কাজ উহা চালনাকারীর কাজ বলিয়া গণ্য। বন্দুকের গুলি অথবা তীরের আঘাতে যদি হত্যাহত হয়, তাহা হইলে শরীয়তের দৃষ্টিতে এবং সামাজিক বিচারে গুলি বা তীর চালনাকারীর অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়। গুলি বন্দুক অথবা তীর ও তলোয়ারের প্রতি কাহার খেয়ালও হয় না। ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণের সর্বস্বীকৃত বিধান হইল যে কোনও স্বাধীন কাজ কর্তার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়, উহা তাহার কাজ বলিয়া গণ্য করা হয়। আর যদি প্রাণহীণ যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় তাহা হইলে এই কাজ যন্ত্র চালনাকারীর কাজ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়।

সুতরাং ইমামের নামাযে শরীক নহে এমন ব্যক্তির লোকমা গ্রহণের ফলে ইমামের নামায ফাসেদ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাণহীন মাইকের আওয়াজ অনুসরণ করিলেও নামায ফাসেদ হইবে এই কথা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ মাইক প্রাণহীণ মাধ্যম। ইহার আওয়াজ ইহাতে আওয়াজ প্রদানকারী ইমামেরই আওয়াজ। সুতরাং ইহার অনুসরণে নামায বিনষ্ট হইবে না। অবশ্য কুরআন শরীফ দেখিয়া কিরআত পড়িলে নামাযের বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণের দরুন নামায ফাসেদ হওয়ার প্রেক্ষিতে মাইকের সাহায্যে (যাহা নামাযের বহির্ভূত) নামায পড়িলেও নামায বিনষ্ট হওয়ার কথা বলা যাইতে পারে। কিন্তু

কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িলে নামাযে ফাসেদ হওয়ার মাসয়ালাটি সর্বসম্মত নয়। যাহাদের মতে ফাসেদ হইবে, তাঁহারা বলেন যে, যদি বেশী পরিমাণ কিরআত কুরআন দেখিয়া পড়া হয় বা শিক্ষা দান বা শিক্ষা লাভ মূলক কাজ পাওয়া যায় তাহা হইলে নামায বিনষ্ট হইবে। মাইকের আওয়াজে উঠাবসার বেলায় অধিক আমল দূরে থাকুক নামাযের আমল ছাড়া সামান্য আমলও পাওয়া যায় না।

একটি সন্দেহের জওয়াব

কোন কোন আলেম নামাযে মাইক হইতে উপকৃত হওয়াকে কুরআন শরীফ দেখিয়া কেরাত পড়ার উপর কেয়াস করতঃ বলিয়াছিলেন যে, এখানে নামাযের বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণ করার কারণে নামায ফাসেদ হইবে। তাঁহাদের প্রতিবেদন নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

প্রকাশ থাকে যে, মাইকে ইমামের আওয়াজ শুনিয়া তাহা অনুসরণ করা নামায বহির্ভূত কাহারও ইসারা ও তালীমের অনুযায়ী আমল করার শামিল। মাইকের শব্দ ইমামের অবিকল শব্দ হউক বা না হউক যখন ইমামের শব্দ আমরা মাইকের মাধ্যমে শুনিতে পাইলাম তখন নামায বহির্ভূত এই মাইকের আওয়াজ অন্যকে শিক্ষাদান বা অন্যের নিকট পৌঁছাইবার ব্যাপারে মাধ্যম হইল। তাই মাইককে নিজের আওয়াজ অন্যের নিকট পৌঁছানেওয়ালা বলা শুদ্ধ হইবে এবং ইহার ইশারা অনুসারে কাজ করা নামায বহির্ভূত কাহারও নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত হইবে। আর এই জন্য নামায বিনষ্ট হইবে।

এই সন্দেহের উত্তর এই যে, কোন পুস্তক কিংবা দেয়ালের লেখা দ্বারা উপকৃত হওয়ার সাথে মাইকের তুলনা ঠিক হইবে না। কারণ মাইক কুরআন পড়িতেও পারে না, দেখাইতেও পারে না। এইক্ষেত্রে পাঠক হইলেন ইমাম সাহেব। মাইক শুধু ইমামের আওয়াজ দূরে পৌঁছাইয়া দেয়। যদি যে কোনও বস্তুর যে কোন প্রকার প্রবেশকে নামাযের বহির্ভূত বস্তু হইতে

সাহায্য গ্রহণ করা পর্যায়ভুক্ত করিয়া নামায বিনষ্টকারী বলিয়া গণ্য করা হয়। তাহা হইলে মাইকবিহীন ইমামের আওয়াজ বাতাসের মাধ্যমে (যাহা নামায বহির্ভূত জিনিস) আমাদের নিকট পৌঁছে উহাতেও নামায ফাসেদ হওয়ার কথা। অথচ কোনও আলেম এই ধরণের অভিমত পোষণ করেন না। ইহা হইতে জানা গেল যে নামায বহির্ভূত যে কোন বস্তু হইতে সাহায্য গ্রহণ করিলে নামায বিনষ্ট হয় না বরং যে বস্তু (মাধ্যমে) ক্রিয়ার কর্তা হইতে পারে উহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করিলে (যদি উহা নামায বহির্ভূত হয়) নামায ফাসেদ হয়। আর সে মাধ্যম শুধু মাধ্যমই, শরীয়তের দৃষ্টিতে বা সাধারণভাবে উহার দিকে ক্রিয়ার সম্পর্ক হয় না; এইরূপ মাধ্যম হইতে সাহায্য গ্রহণ করিলে নামায বিনষ্ট হয় না। কারণ এই অবস্থায় মূলত নামাযের বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণ হয় না। বরং নামাযের বাহিরের জিনিসের মাধ্যমে ইমামের আওয়াজ শুনা হয় যেমন দুর্বল চক্ষু বিশিষ্ট লোক চশমা ছাড়া পরিষ্কারভাবে দেখে না। সে যদি চশমা দ্বারা কোন ঘটনা দেখে অথবা চাঁদ দেখিয়া সাক্ষী দিয়ে তখন একথা বলা যাইবে না যে, লোকটি ঘটনা স্বচক্ষে দেখে নাই। তদ্রূপ মাইকে বক্তৃতাদানকারী কোন বক্তার সম্মুখ হইতে তাহার কথা শুনিয়া এইরূপ সাক্ষী দেওয়া যাইবে যে, আমি নিজের কানে অমুক বক্তার অবিকল কথা শুনিয়াছি। যেমন দুরবীক্ষণ যন্ত্র বা চশমা দ্বারা দেখা মানে মূল ঘটনা স্বচক্ষে দেখা তেমন মাইকের মাধ্যমে শুনাও ইমামের মূল আওয়াজ শুনা। এইসব মাধ্যম বেকার বস্তুরাজি বিশেষ। এইসবের সাথে ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং মাইকের আওয়াজের অনুসরণ করা নামাযের বহির্ভূত বস্তুর অনুসরণের পর্যায়ভুক্ত নহে। এবং ইহাতে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম দেওয়া যাইতে পারে না।

মাইকের মাসয়ালাকে সিজদায়ে তিলাওয়াত ও প্রতিধ্বনির মাসয়ালার উপর কিয়াস করা দুরস্ত নহে

৪। তৃতীয় কারণ এই যে, মাইকের আওয়াজকে প্রতিধ্বনির উপর কিয়াস

করাও দুরস্ত নহে। কারণ প্রতিধ্বনির মাসয়ালা সিজদায়ে তিলওয়াতের অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কেহ সিজদার আয়াত মূল কারীর মুখ হইতে শুনার পরিবর্তে গম্বুজ অথবা কূয়ার প্রতিধ্বনি হইতে শুনে, তাহা হইলে তাহার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু এই ব্যাপারে কোথাও ফিকাহ্ ইমামগণের স্পট অভিমত পাওয়া যায় নাই যে, যদি কোন মুক্তাদী ইমামের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনিয়া উঠা বসায় ইমামের অনুসরণ করে তাহা হইলে নামায ফাসেদ হইবে। আর সেজদায়ে তিলাওয়াতের মাসয়ালার উপর এই মাসয়ালাকে কিয়াস করা এই জন্য দুরস্ত নহে যে, তিলওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার পন্থা স্বতন্ত্র। ফিকাহশাস্ত্রবিদ বলেন, আয়াতে সিজদার সহীহ্ তিলাওয়াত করিলে বা সহীহ্ তিলাওয়াত শুনিলে সিজদা ওয়াজিব হইবে। বাদায়ের কথামতে প্রতিধ্বনিকে তিলাওয়াত বলা যায় না। যদি কেহ পাগলের মুখ হইতে সিজদার আয়াত শুনে সিজদা ওয়াজিব হইবে না। কারণ পাগল তিলাওয়াতের যোগ্য ব্যক্তি নহে এবং তার তিলাওয়াত সহীহ্ নহে (বাদায় ১ম খণ্ড ১৮৬ পৃ:)। কিন্তু মাইকে নামাযের মাসয়ালাটি ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কারণ মুক্তাদীর জন্য ইমামের অনুসরণ করা ইমামের সহিত রুকু সেজদা করা প্রথম হইতেই ওয়াজিব; মুকাব্বেরের আওয়াজ শুনা এবং তাহা অনুসরণ করা ওয়াজিব হওয়ার কারণ নহে। বরং মুকাব্বেরের আওয়াজ শুধু ইমামের উঠা বসার সংবাদ দেয়, ইমামের উঠা-বসার সংবাদ সাধারণভাবে ইমামের আওয়াজ দ্বারা হয়। কখনও সামনের কাতার দেখিয়া হয় কখনও ছায়া ইত্যাদির দ্বারা হয়, আবার কখনও মুকাব্বেরের সজোর শব্দে হয়, আবার কখনও মাইকের আওয়াজ দ্বারা হয়। মোটকথা এখনে ইমামের সহিত এক্তেদা করার কারণে তাহার অনুসরণ করা যে ওয়াজিব হইয়াছিল সেই হিসাবে ইমামেরই অনুসরণ করা হয়। মুকাব্বের বা মাইকের আওয়াজ শুনার উপর অনুসরণ ওয়াজিব হওয়া নির্ভরশীল নহে। কাজেই সেজদা ওয়াজিব হওয়ার বেলায় প্রতিধ্বনির মূল্য না দেওয়া এক কথা এবং প্রতিধ্বনি দ্বারা ইমামের উঠা-বসা সংবাদ জানিয়া উঠাবসা করা অন্য কথা।

যার কথা এই যে বৈজ্ঞানিক আহ্বান ছাড়াও যদি মাইকের আওয়াজকে ইমামের মূল আওয়াজ না মানা হয়, বরং ইমামের আওয়াজের প্রতিধ্বনি অব্যক্ত করা, তবুও ইমামের আওয়াজের প্রতিধ্বনির অনুসরণ করিলে নামায ফাসেদ হয় না। কাজেই ইহার উপর কিয়াস করিয়া মাইকের নামাযকে ফাসেদ বলা কিভাবে সহীহ হইবে ?

৫। বর্তমান কালের কোন কোন মুফতীর ফতোয়ায় মাইক ব্যবহারকে নিম্নলিখিত আয়াতের পরিপন্থী হওয়ায় না জায়েয বলা হইয়াছে। আয়াতটি হইল এই যে,

ولا تجهر بصلوتك ولا تخافت بها

অর্থ : অতি জোরে বা অতি আস্তে নামাযের কিরআত ইত্যাদির শব্দ করিও না।' এই ফতোয়া ঠিক নহে। কারণ উক্ত আয়াতে কিরআতের মধ্যবর্তিতা ও সুন্নত নিয়মের শিক্ষাদান করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, যদি কেহ অতি জোরে বা আস্তে কিরআত পড়ে তাহা হইলে তাহার নামায বিনষ্ট হইবে। কোনও মযহাবের কোন ইমামই এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেন নি। কাজেই উক্ত আয়াতকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করিয়া মাইকের নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম দেওয়া ঠিক নহে। দ্বিতীয়ত মাইক ব্যবহারকে উল্লিখিত আয়াতে পরিপন্থী বলা ঠিক হইবে না। কারণ মাইক দ্বারা ছোট, বড়, মাঝারী যেরূপ ইচ্ছা আওয়াজ করা যায়। এই সব কারণে নামাযে মাইক ব্যবহার করিলে নামায ফাসেদ হইবে না কিংবা পুনরায় পড়িতে হইবে না। পরিশেষে আরজ এই যে আমার ন্যায্য গবেষণা ও জ্ঞানানুসারে এই মাসয়ালা লিখা হইল। যদি কাহারও ইহার বিপরীত অন্য কোন পন্থা বিশুদ্ধতর বলিয়া জানা থাকে তাহা হইলে তিনি অন্য আলেমগণের নিকট তাহকীক করিয়া আমল করিবেন।

বান্দা মুহাম্মদ শাফী'
আফাল্লাহু আনহু, করাচী।
১০।৮। ১৩৭২ হিঃ
২৫। ৪। ১৯৫৩ ইং

গ্রন্থকারের আরজ

কিতাবের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় ছিল এই যে, নামাযে মাইক ব্যবহার করিলে নামায ফাসেদ হয় না। ইহার সমর্থনে আমি এই কিতাবে পাঁচটি শব্দ বর্ণনা করিয়াছি। প্রথমবার ছাপার সময় স্থানীয় বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের গবেষণায় নিশ্চিতভাবে জানা গিয়াছিল যে, মাইকের আওয়াজ কথকের মূল আওয়াজ এই অবস্থায় নামায ফাসেদ হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। ইহা ছাড়া অবশিষ্ট কারণ যেগুলিতে মাইকের শব্দ কথকের মূল শব্দ না হওয়ার বেলায়ও নামায ফাসেদ না হওয়ার প্রমাণাদি ছিল, সেইগুলি সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় নাই। কিতাবটি প্রকাশের পর কয়েকজন আলেমের এমন সব লিপি পাওয়া গেল যাহাতে শীর্ষস্থানীয় ধ্বনি বিশেষজ্ঞদের বয়ান দ্বারা মাইকের শব্দ কথকের মূল শব্দ না হওয়ার কথা প্রমাণ করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার কিতাবের উপর কিছু সমালোচনাও করা হইয়াছে। এইজন্য উক্ত দলীলসমূহের বিস্তারিত বর্ণণায় প্রয়োজনীয়তা দেখা অনুভব হয় এবং তাহা প্রথম পরিশিষ্টাকারে লিখা হইল। আর ধ্বনি বিশেষজ্ঞদের সম্পূর্ণ লেখা দ্বিতীয় পরিশিষ্টে সংশোধন করা হইল।

বান্দা মোহাম্মদ শফী
আফাল্লাহু আনহু

প্রথম পরিশিষ্ট

১৩৭২ হিজরীতে করাচী হইতে প্রকাশিত নামাযে মাইক ব্যবহার সম্পর্কে আমার সর্বশেষ কিতাবে এ সম্পর্কে পূর্ববর্তী ফতোয়া পুনর্বিবেচনা করিয়া লিখা হইয়াছিল যে, যদিও নানাবিধ গোলমালের কারণে নামাযে মাইক ব্যবহার করা সমীচিন নহে; উহা হইতে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু যদি কেহ এমন স্থানে জামায়াতে শরীক হইয়া বসে সেখানে মাইকের মধ্যে ইমামের আওয়াজ শুনিয়া মুক্তাদীগণ উঠাবসা করিয়া থাকে। তাহা হইলে তাহার নামায ফাসেদ হইবে না। এই নূতন গবেষণার কিছু যুক্তি বা দলীল অত্র কিতাবে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়া প্রকাশনার

পূর্বে দেওবন্দ, সাহারানপুর, খায়রুল মাকারেম মুলতান, জামেয়া আশরাফিয়া লাহোর প্রভৃতি বড় বড় মাদ্রাসাসমূহের বিশিষ্ট আলেমগণের নিকট তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করার জন্য পাঠাইলাম। তাঁহারা গভীরভাবে কিতাবটি পাঠ করিয়া মূল ফতোয়ায় আমার সহিত যখন ঐক্যমত পোষণ করিলেন তখন কিতাবটি প্রকাশ করা হইল এবং সেই আলেমগণের অবিকল প্রতিবেদনও কিতাবের সহিত প্রকাশ করা হইয়াছিল। উক্ত দলীলসমূহের মধ্যে একটি ইহাও ছিল যে, মাইকের শব্দ কথকের (বক্তার) মূল শব্দ না হওয়ার প্রেক্ষিতে নামায ফাসেদ হওয়ার কথা ছিল। মূল আওয়াজ হওয়া না হওয়া আধুনিক বিজ্ঞান বিষয়ক ব্যাপার। এইজন্য পূর্ববর্তী ফতোয়া লিখার সময় হাকীমুল উম্মাত হযরত থানবী (রঃ) বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে তাহকীক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এই বিষয়ে মতভেদ ছিল। সুতরাং অত্র কিতাবে লিখার সময় শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে সরকারীভাবে তাহকীক করিলাম। তাহারা সকলে একমত হইয়া বলিলেন, মাইকের শব্দ বক্তার (কথকের) মূল শব্দ। কাজেই উল্লিখিত কিতাবে যে চারটি কারণে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম বিবেচনা করা হয় নাই, তন্মধ্যে প্রথম কারণ এই ছিল যে, আধুনিক গবেষণা দ্বারা মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ হওয়ার কথা প্রমাণিত হইয়াছে; কাজেই নামায ফাসেদ হওয়ার মূল ভিত্তিই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়া আরও তিনটি কারণ লিখিয়াছিলাম যেগুলিতে ইমামের মূল আওয়াজ না হইলেও নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম দেওয়া যায় না। এই তিনটি যুক্তি উক্ত কিতাবের ২৫পৃঃ হইতে ২৮পৃঃ পর্যন্ত বিস্তারিত লিখা হইয়াছে। এইগুলি পুনরায় দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে। প্রকাশনার পূর্বে এই কিতাবটি শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের নিকট পাঠাইয়াছি। তাঁহারা ইহার সত্যতা স্বীকার করায় আমি নিশ্চিত হইয়াছি। প্রকাশের পরও হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানের আলেমগণের নিকট পুনরায় কিতাবটি পাঠান হয় তাঁহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক আলেম করাচীর বিশেষজ্ঞদের বৈজ্ঞানিক গবেষণালব্ধ অভিমতের সাথে একমত হইলেন না। এমনকি তাঁহারা অন্যান্য

ধ্বনি বিশেষজ্ঞদের অভিমত উদ্ধৃত করিলেন যে, মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ নহে; বরং বহু পরিবর্তন সাধিত হয়।

এব্যাপারে হযরত মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ (রঃ) এর পুত্র মাওলানা হাফিজুর রহমান দিল্লীস্থ আসিনিয়া মাদ্রাসা হইতে একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠাইলেন। হাজারার হরিপুর হইতে মাওলানা কাজী শামসুদ্দীন একটি চিঠি পাঠাইলেন (ইহা দ্বিতীয় পরিশিষ্টে উল্লেখ করা হইয়াছে)। এই দুইটি চিঠির মূল বক্তব্য ছিল এই যে, "মাইকের শব্দ বক্তার মূল শব্দ নহে। মোট কথা জানা গেল যে, আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের রায়ও এই বিষয়ে এক নহে।" এই দুইটি পত্রে আমার কিতাবের উপর কিছু সমালোচনাও ছিল। এই সমালোচনার কারণ কোনও ক্ষেত্রে আমার লিখার সংক্ষিপ্ততা ছিল। আবার কোনও ভুল বুঝাবুঝির দরুন সমালোচনা হইয়াছে। আমি এইসব গভীরভাবে লক্ষ্যও করিয়া দেখিয়াছি; এবং যাহা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা সংশোধন করিয়াছি। যেখানে তাহাদের ভুল ধরা পড়িয়াছে উহার জওয়াব লিখিয়া কিতাব লম্বা করা ভাল মনে করি নাই। অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয় হইল মূল মাসয়ালা। যদি কথার কথা হিসাবে বিজ্ঞানের এইকথা মানিয়া লওয়া হয় যে, বক্তার মূল আওয়াজ মাইক হইতে শোনা যায় না, তাহা হইলে মাইকের নামায ফাসেদ হইবে কিনা? এই সম্পর্কে আমি মূল কিতাবে লিখিয়াছিলাম যে, তখনও নামায ফাসেদ হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ইহার দলীলসমূহের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। কারণ, আধুনিক তাহকীক নামায ফাসেদ হওয়ার ভিত্তিই বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বর্তমানে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মতভেদ ব্যাপারটি পুনর্বিবেচনার বিষয়ে পরিণত করিয়াছে। কাজেই সে সব প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া বলা হইয়াছে যে, মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ হউক বা না হউক নামায ফাসেদ হইবে না—সেইগুলি পুনরায় পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত দলীলসমূহের বিস্তারিত আলোচনা মূল কিতাবের ২৬ পৃষ্ঠায় ৩ নম্বরে শিরোনামায় লিখা হইয়াছে সেখানে ফিকাহর কিছু মাসয়ালা উল্লেখ করিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করা

হইয়াছে। মাইকের মাসয়ালার পূর্ণ হকিকত বুঝিবার নিমিত্তে এখানে ফিকাহ্‌র উক্ত মাসয়ালাসমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হইল। ইহাতে বিষয়টি পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হইবে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) গণের আমলে মাইক ছিল না। কাজেই কুরআন হাদীসের ইহার সুস্পষ্ট হুকুম নাই। ইমামগণের জামানায়ও ছিল না ; কাজেই তাহাদের কিতাবেও ইহার স্পষ্ট হুকুম নাই। বর্তমানে ওলামায়ে কেরাম ও মুফতী-গণের জন্য ইসলামের এই নীতি কাজে লাগিতে পারে যে, কুরআন সুন্নত ও ইমামগণের কালামে এমন নজীর অনুসন্ধান করিবে যাহা দ্বারা মাইকের আওয়াজের হুকুম জানা যাইতে পারে।

পরবর্তীকালের ফকীহ্‌গণের মধ্য হইতে আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী 'রসুল মুহতার' কিতাবে এবং তাঁহার এক রেসালা বা পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, বড় জামায়াতে যেখানে এই প্রথা প্রচলিত আছে যে, ইমামের তকবীর কোন মুক্তাদী (মুকাকের) স্বজোরে বলিতে থাকে ; পিছনের কাতারের নামাযীগণ পর্যন্ত ইমামের আওয়াজ না পৌঁছায় তাহার আওয়াজে রুকু সেজদা ইত্যাদি করিয়া থাকে, এই মুকাব্বেরের জন্য শর্ত হইল মুকা-ব্বের প্রথমে তকবীরে তাহরীমার নিয়ত করিবে, এবং এই সঙ্গে সঙ্গে স্বজোরে তাকবীর বলার উদ্দেশ্য হইবে পিছনের কাতার সমূহকে ওয়াকেফ করা। যদি মুক্তাদীদেরকে ইমামের অবস্থার সংবাদ পৌঁছিবার জন্য তাক-বীর বলিয়া থকে, তকবীরে তহরীমার নিয়ত করে না থাকে তাহা হইলে এই মুকাব্বেরের নামায আদায় হইবে না। কারণ তকবীরে তাহরীমা ফরয। আর এই ফরয নিয়তবিহীন আদায় হয় না। যখন তাহার নামায সহীহ হইল না, তখন সে নামাযের বহির্ভূত ব্যক্তি হইল। সুতরাং যাহারা তাহার তকবীর শুনিয়া তকবীরে তাহরীমা বলিয়াছে তাহারা নামাযে শরীক নহে, এমন ব্যক্তির অনুসরণ করিয়াছে বিধায় তাহাদের নামাযও সহীহ হইবে না। এইখানে আল্লামা ইবনে আবেদীন (রঃ) এবং

হামাবী ও অন্যান্যরা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া গিয়াছেন যে, এই মাসয়ালায় নামায ফাসেদ হওয়ার ভিত্তি এই বিধানের উপর রাখিয়াছেন যে, নামাযে শরীক নহে এমন ব্যক্তির অনুসরণ করিলে নামায ফাসেদ হইবে। ইহা আলোচিত মাসয়ালার নিকটতম মাসয়ালা, যাহা মাইকের মাসয়ালার মূল ভিত্তি হইতে পারে। যাহারা মাইকের নামাযকে ফাসেদ বলেন, মাসয়ালাটি তাঁহাদের দলীল। সুতরাং ইহার পূর্ণ বিশ্লেষণ ও তাহকীক করিলে মাইকের মাসয়ালা সহজে জানা যাইবে।

এইক্ষেত্রে তাহাকীক করার এই যে, উক্ত মাসয়ালাটি এবং ইহার মৌলনীতি স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমামগণ হইতে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে, না তাঁহাদের কোন ইশারা হইতে পরবর্তী ওলামাগণ বাহির করিয়াছেন ? যদি মুজতাহিদগণ হইতে বর্ণিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সকলে ইহাতে একমত, না কোন প্রকার মতভেদ আছে। আর যদি পরবর্তী ওলামাগণ বাহির করিয়া থাকেন তাহা হইলে ইহা কি সর্বসম্মত, না ইহাতেও মতানৈক্য রহিয়াছে। আর মুজতাহিদ ইমামগণের এই গবেষণা কোন নছের (আল্লাহর তায়ালায় স্পষ্ট নির্দেশ) সহিত সংশ্লিষ্ট। তাহাদের গবেষণা কারণ কি ? এবং তাঁহাদের এই নছ শরীতের কোন দলীলের উপর নির্ভরশীল ? এই সব উদঘাটন করিয়া মাসয়ালাটি পরিষ্কারভাবে জানার পর দেখিতে হইবে যে, মাইকের মাসালার সহিত মুকাব্বেরের মাসয়ালা সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা

আল্লামা শামী "তাম্বীহু জাবিল আফহাম আল আহ্কামি তাবলীগে সাকফাল ইমাম শীর্ষক কিতাবে এই মাসয়ালাটি লিখিয়াছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন যে, এই মাসয়ালা (নামাযের বহির্ভূত বাস্তব অনুসরণে নামায ফাসেদ হওয়া) ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কিংবা অন্য ইমাম হইতে বর্ণিত নহে। পরবর্তী ওলামাদের মধ্যেও শুধু হামাবী বা শায়খুস্ শুয়ুখ গজী (রঃ) এর বয়াত দিয়া লিখিয়াছেন। তাঁহার স্বামীর ভাষা এই যে, হামাবী ভিন্ন আর কাহাকেও এই মাসয়ালার বর্ণনা করিতে দেখি নাই। রাসায়েল ইবনে আবেদীন (ফরাসী ১৪০ পৃঃ।

অবশ্য মাসয়ালার ভিত্তি নামাযে নামাযের বহির্ভূত ব্যক্তির অনুসরণ করিলে নামায ফাসেদ হইবে, বিধানটির বহু দৃষ্টান্ত ফিকাহ্‌র কিতাবে মওজুত রহিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে বহু দৃষ্টান্তে ফিকাহ্‌দের নিকট নামায ফাসেদ হয় না। কাজেই নামাযের বাহিরের ব্যক্তির অনুসরণ করিলে নামায ফাসেদ হওয়ার কথা সকল ক্ষেত্রে ঠিক নহে। বরং এই কথা তাহ্‌কীক করা প্রয়োজন যে, কোন কারণের উপর ভিত্তি করিয়া নামাযের বহির্ভূত ব্যক্তি বা বস্তুর অনুসরণে নামায ফাসেদ হওয়ার বিধান হইয়াছে। এই কারণ কোথায় পাওয়া যায় আর কোথায় পাওয়া যায় না এবং মাইকের আওয়াজেই এই কারণ পাওয়া যায় কিনা। সুতরাং সর্বাগ্রে ফিকাহ্‌র সেইসব মাসয়ালার আলোচনা করি যাহাতে নামাযের বহির্ভূত ব্যক্তির অনুসরণ অবধারিত হয় এইসব মাসয়ালার ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণের একাধিক অভিমত রহিয়াছে। আমরা সেই বহুবিধ বর্ণনা করিব। এই ধরনের মাসয়ালা বহুল পরিমাণে রহিয়াছে তন্মধ্যে প্রয়োজন মাফিক কয়েকটি আলোচনা করা হইয়াছে।

১। নামাযীকে নামাযে শরীক নহে এমন কেহ সালাম করিল। নামাযী হস্ত দ্বারা কিংবা মাথায় ইশারা করিয়া জওয়াব দিল। ২। নামায বহির্ভূত ব্যক্তি নামাযীকে টাকা দেখাইয়া বলিল, ইহা কি খুঁটি না নকল নামাযী? ইশারা করিয়া জওয়াব দিল। ''শরহে মুনিয়া' গ্রন্থে আল্লামা হালাবী লিখিয়াছেন যে, উভয় মাসয়ালায় নামায ফাসেদ হয় নাই। (তবে মাকরূহ হইবে)
৩। নামাযের বাইরের কোন লোক নামাযরত কোন ব্যক্তিকে বলিল, সামনে অগ্রসর হোন। এই কথা বলার উদ্দেশ্য হইল তাহাকে সামনে দিয়া ইমাম বানান এবং নিজে মুক্তাদি হওয়া। ইহার পর নামাযরত লোকটি আগে বাড়িয়া গেল।

৪। কোন লোক জামাতে শরীক হওয়ার নিমিত্ত এমন সময় আসিল যখন সামনের কাতার পরিপূর্ণ, পিছনের কাতারে সে একা, তখন তাহার উচিত সামনের কাতার হইতে একজনকে টানিয়া পিছনে আনা এবং যাহাকে টানিতেছে তাহার উচিত পিছনে চলিয়া আসা। এখানেও নামায বহির্ভূত ব্যক্তির অনুসরণ হইতেছে অথচ ইহাতে নামায ফাসেদ হইবে না। (শামী ১ম

খণ্ড ৫৩৩ পৃঃ ৫। কাতারের মাঝে খালি জায়গা ছিল উহা পূরণ করার জন্য এক ব্যক্তি উহাতে ঢুকিল পার্শ্বের নামাযীরা ডানে বামে সরিয়া তাহাকে জায়গা দিল। এখানেও ইমাম নয় এমন ব্যক্তির অনুসরণ পাওয়া যাইতেছে। এই দুইটি মাসয়ালায় ফিকাহর শাস্ত্রবিদগণের নানা মত থাকিলেও বিশুদ্ধ মতে নামায ফাসেদ হইবে না। এই তিনটি মাসয়ালায় যাহারা নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম করেন না, তাঁহারা এই কারণ পেশ করেন যে, এখানে নামায বহির্ভূত ব্যক্তির অনুসরণ হয় না, বরং হযরত রসূলে করীমের (সঃ) নির্দেশের অনুসরণ করা হয়। তিনি এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, ১। কাতারের মধ্যকার খালি জায়গা পূরণ কর। ২। কাতারের পেছনে একা দাঁড়াইওনা। ৩। যদি দুই জন লোক হয় তবে এইভাবে জামায়াত করিবে যে, একজন সামান্য সম্মুখ ভাগে দাঁড়াইবে, অপর জন (মুক্তদি) তাহার ডান পার্শ্বে সামান্য পিছনে দাঁড়াবে। ইহা রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নির্দেশ কাজের মাধ্যমে বা মৌখিকভাবে তিনি আমাদের প্রতি এই নির্দেশ করিয়াছেন। তাহ্তাবী শরহে দুরারে গ্রন্থে অনুরূপ লিখিয়াছেন। (১ম খণ্ড ২৪৭ পৃঃ।)

উপরোক্ত মাসয়ালায়গুলি সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদদের অভিমতের সারাংশ হুবহু নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

(১) ولو ورد المصلى السلام بيده او برأسه او طلب منه شئى فاومى برأسه اوعينيه او حاجبيه اوقال نعم اولا فان صلوته لا تفسد بذالك كبيرى شرح منيه -

(২) وكذا لو اراه انسان درهما وقال اجيد هو فاومى بنعم اولا لعدم العمل الكثير فى جميع ذالك -

(৩) وفى احكام القران للحلوانى ولا بأس للمصلى ان يجيبه برأسه ذكره الزاهدى -

(۴) وذکر عن کتاب المتجانس ولو قیل للمصلی تقدم فتقدم -

(۵) اور دخل فرجة الصف احد فتجانب المصلی توسعة له فسدت صلوته لانه امتثل غیر امر الله تعالی فی الصلوة وینبغی ان یمکث ساعة ثم یتقدم برأیه قال یعنی نفسه فالاجابة بالرأس او بالید مثله انتهی -

(۶) وقد یفرق بانها لیس فیها امتثال امر شرح منیه مجتبائی ص-۴۲۱ اور علامه شامی نے اپنی رسالہ تنبیه میں شرح منیه کی یه عبارت لکھنے کے بعد لکھا ھے - والصرح یه ان الاجابة بالرأس لا بأس بها ص-۱۳۰ اور بحر الرائق میں لکھا ھے - لو یعرف ان احدا من اهل المذهب نقل الفساد فی رد السلام بالید بحر ج ۲ ص ۹ اور درمختار میں یه جزئیات تین جگه لکھے هیں ایک باب الامامه میں اور دوجگه مفسدات صلوة باب الامامة میں یه جزئیات نقل کرکے لکھا ھے -

(۷) لکن نقل المصنف وغیره عن القنیة وغیرها ما یخالفه ثم نقل تصحیح عدم الفساد فی مسئلة من جذب من الصف فتاخر فهل ثمه فرق فلیحرر ... ...
اس پر علامه شامی اور طحطاوی کی تحقیقات حسب ذیل هیں -

(۸) قال - ط - قوله (ما يخالفه) من فساد الصلوة به لانه امتثل امر الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لا ينطق عن الهوى (قوله فليحرر) حرر الشر بنبلالى فى شرح الوهبانية فانه بعد ما ذكر الحديث الذى ذكره الشارح قال وبه يندفع ما نقل عن كتاب سيمى المتجانس فانه اذا قيل لمصل تقدم فتقدم او دخل فرجة الصف احد فتجانب المصلى توسعة له فسدت صلوته لانه امتثل امر غير الله فى الصلوة لان امتثاله انما هو لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضر ما نلشر بنبلالى وما نقل عن التنبية انما هو عين ما عن المتجانس حلبى اقول لو قيل بالتفصيل بين كونه امتثل امر الشارع فلا تفسد وبين كونه امتثل امر الداخل مراعاة لخاطره من غير نظر الى امر الشارع فتفسد لكان حسنا - طحطاوى على الدر ج ا ص-۲۶۷ -

(۹) علامه شامی نے بهی اس جگه مصنف کا قول منسح سے نقل کیا هے که لو جزبه اخر فتاخر الاصح لا تفسد صلوته -

(۱۰) اور بحر الرائق باب الامامة میں بهی اس مسئله میں اختلاف نقل کرنے کے بعد لکها والاصح انه لا تفسد الصلواة بحر ج ا ص ۳۷۴ -

১। মুসল্লী যদি হাত বা মাথার ইশারায় সালামের জওয়াব দেয় অথবা তাহার নিকট কিছু চাওয়া হইলে সে মাথা, চক্ষু বা ভ্রূ দ্বারা ইশারা করিল অথবা ইশারায় হাঁ বা না বলিল তবে ইহাতে তাহার নামায ফাসেদ হইবে না।"—কবিনরী শরহে মুনিয়া।

২। অনুরূপ কেহ যদি মুসল্লীকে দেরহাম দেখাইয়া বলে যে, ইহা কি ভাল? তদুত্তরে সে ইশারা করিয়া হাঁ বা না বলিল তবে নামায ফাসেদ হইবে না। কারণ এইসব ক্ষেত্রে আমলে কামীর বা অধিক কাজ পাওয়া যায় নাই।

৩। হাশওয়ালী (রঃ) এর 'আহকামুল কুরআন' বর্ণিত আছে; মাথার ইশারায় জওয়াব দেওয়াতে মুসল্লীর কোন ক্ষতি নাই। জাহেদী এই কথা লিখিয়াছেন।

৪। কিতাবুল মুত্যজান হইতে লিখা হইয়াছে, যদি মুসল্লীকে বলা হয় যে, সামনের দিকে বাড়ুন তখন সে সামনের দিকে আগাইল।

৫। অথবা কাতারের ফাঁকা স্থানে কেহ প্রবেশ করিল তখন আশে পাশের মুসল্লীরা তাঁহার যায়গা করিয়া দিবার জন্য সরিয়া দাঁড়াইল ইহাতে তাহাদের নামায বিনষ্ট হইবে। কারণ তাহারা নামাযের আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নির্দেশের অনুসরণ করিয়াছে। তবে কিছুক্ষণ পর নিজ মতে আগে বাড়া উচিত। (ইহাতে নামায বিনষ্ট হইবে না।) আর মাথাও হাতের ইশারায় জওয়াব দেওয়ার বিধান অনুরূপ।

৬। কখনও এইভাবে পার্থক্য করা হয় যে, এখানে কাহারও অনুসরণ নাই। (শরহে মুনিয়া মুজতাবারী ৪২১ পৃঃ।)

আল্লামা শামী 'তামীহ' নামক কিতাবে শরহে মুনিয়ায় উপরোক্ত ভাষ্য উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেন এই কথা সুস্পষ্ট যে, মাথার ইশারায় কোন ক্ষতি নাই। বাহরুর রায়েকের ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, হাত দ্বারা সালামের জওয়াব দিলে নামায বিনষ্ট হইবে' এইকথা কোন মাযহাবের অনুসারী উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া বর্ণনা নাই।' 'হুবরুল মুখতার' গ্রন্থে এই মাসয়ালাটি তিন জায়গায়

উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমামত অধ্যায়ের এক স্থানে এবং নামায ফাসেদ হওয়ার অধ্যায়ের দুই জায়গায়। ইমামত অধ্যায়ের মাসয়ালাটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে।

৭। মুসান্নিফ (রঃ) ও অন্যান্যরা কিনইয়া ইত্যাদি কিতাব হইতে ইহার বিপরীত করিয়াছেন। অতঃপর লিখিয়াছেন কাহাকে কাতার হইতে টানা হইলে এবং সে পিছনে সরিয়া আসিলে তাহার নামায ফাসেদ হয় না। তবে এই মাসয়ালা এবং ৪ ও ৫ নম্বরে বর্ণিত মাসয়ালার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কিনা তাহা নির্ণয় করা প্রসঙ্গে আল্লামা শামী ও তাহতাবী লিখিয়াছেন :

৮। তাহতাবী বলিয়াছেন, দুররুল মুখতারের ('না' ইউখালিকুহু) কথাটির অর্থ হইল, ৪ ও ৫ নম্বরে যে, নামায বিনষ্ট হওয়ার কথা বলা হইয়াছে ; মুসান্নিফের (রাঃ) অভিমত অনুযায়ী নামায ফাসেদ হইবে না। কারণ সে আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের নির্দেশের অনুসরণ করেন নাই। তিনি রসূল (সঃ)-এর ভাষায় বর্ণিত আল্লাহ্র নির্দেশই অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ রসূল (সঃ) নিজ থেকে কিছু বলেন না। শরলাব্লালী শরহে ওয়াহবানীয়ার কথার উপরে লিখিয়াছেন ; তিনি শারেহ কর্তৃক লিখিত হাদীসটি নকল করার পর বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা মুতাজানিন হইতে নকলকৃত (৪/৫ নম্বরে লিখিত) কথাটি খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ ইহাতে আল্লাহ্র হুকুম মান্য করা হইয়াছে। সুতরাং ইহাতে নামায বিনষ্ট হইবে না। মূলত শরলাবলালী কিন্ইয়া ও মুতাজানিসের অভিমত অভিন্ন। তাহতাবী বলেন, কথাটি এইভাবে খুলিয়া বলিলে ভাল হইত যে, তিনি আল্লাহ্র হুকুম হিসাবে আগে বাড়ে বা সরিয়া দ'াড়ায় তবে নামায বিনষ্ট হইবে না। আর যদি সেই লোকের খাতিরে (আল্লাহ্র হুকুমের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া) করে তবে নামায বিনষ্ট হইবে।" (তাহতাবী আলাদ্দুর, প্রথম খণ্ড, ২৪৭ পঃ।)

৯। আল্লামা শামীও ও মিন্হ হইতে মুসল্লিফের এই অভিমত উল্লেখ করিয়াছেন যে যদি কেহ মুসল্লীকে পিছনের কাতারে আসিতে টানিল এবং সে পিছনে চলিয়া আসিল এই ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম বিধান হইল নামায ফাসেদ হইবে না

১০। বাহ্‌রুর রায়েকের ইমামত অধ্যায়ে এই মাসয়ালা। সকলকে একাধিক অভিমত উল্লেখ করে লেখা হইয়াছে যে, "বিশুদ্ধতম অভিমত হইল নামায ফাসেদ হইবে না।

অতঃপর বাহারুর কায়েকের ইমামত অধ্যায়ে লেখা হইয়াছে (পৃঃ ১১৭) কাতারের মধ্যখানে খালি যায়গা দেখিয়া বহিরাগত ব্যক্তি যখন উহাতে প্রবেশ করিবে তখন নামাযীদের ডানেবামে সরিয়া যাওয়া উচিত (৩৭৫ পৃঃ) এখানে কিনয়া ও কিতাবুল মুতাজানিসের মাসয়ালাদ্বয় সম্পর্কে দুররে মুখতার গ্রন্থে মুসান্নিফের পক্ষ হইতে নামায ফাসেদ না হওয়ার কথা বিশুদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করার পর তিনি নিজে কোন মীমাংসা করেন নাই। কারণ ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণকে এব্যবস্থায় আরও চিন্তা-ভাবনা করার দাওয়াত দিয়াছেন। এবং শরবলালী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিয়াছেন যে, উপরোক্ত অবস্থায় নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম সহীহ নহে কারণ এখানে আগন্তুকের নয় বরং হযরত রসূলে পাক (সঃ) এর নিজের অনুসরণ হইয়াছে।

তাহতাবী অত্যন্ত সুন্দর ফয়সালা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ডানে বামে সরিবার সময় আগন্তুকের খাতিরে সরিলে নামায ফাসেদ হইবে কারণ ইহাতে গায়রুল্লাহর নির্দেশের অনুসরণ পাওয়া গিয়াছে। আর যদি নামাযী এই নিয়তে সরে যে, আল্লাহতায়ালা ও তাহার রসূলে পাক (সঃ)-এর নির্দেশ হইল যখন কেহ কাতারে ফাঁক দেখিয়া ঢুকিতে চায় তখন ডান-বামে মুসল্লীরা তাহাকে যায়গা করিয়া দিবে। অনুরূপ যদি পিছনের কাতারে শুধু মাত্র একজন মুসল্লী হয় তখন যে সামনের কাতার হইতে একজনকে পিছে আসার ইঙ্গিত করার পর লোকটি যদি পিছনে চলিয়া আসে এমতাবস্থায় যে আল্লাহ্‌র হুকুম মনে করিয়া পিছনে সরিয়া আসিলে তাহার নামায বিনষ্ট হইবে না। আর যদি সেই ইঙ্গিতকারীর খাতিরে পিছনে আসে তবে নামায ফাসেদ হইবে। আল্লামা শামীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত মাওলানা আসরাদ আলী থানবী (রাঃ) তাহ্‌তাবীর এই ফয়সালাকে সুন্দর সমাধান বলিয়া আখ্যায়িত করি-

য়াছেন। (ইমদাদুল ফাতাওয়া ১ম খণ্ড দ্রঃ) অনুরূপ আল্লামা শামী দুর-মুখতার গ্রন্থে নামায ভঙ্গকারী বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত মাসয়ালা সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "আমরা নামায ফাসেদ না হওয়া সম্পর্কিত শহবন-লাবির অভিমতকে প্রাধান্য দান করিয়াছি।"

দুররুল মুখতার গ্রন্থে নামায ভঙ্গকারী বিষয়ের আলোচনার শেষাংশে তৃতীয় দফা এই মাসয়ালাটি উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে,

اما لو قيل تقدم او دخل فرجة الصف)
فوسع له فورا فسدت صلوته ذكره الحلبى وغيره خلافا
لما مر عدم الفساد وهو المعتمد - طحطاوى ج ا ص ٢٧٢

অর্থঃ যদি নামাযের বাহিরের কোন লোক নামাযীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার কথা বলে সে যদি অগ্রসর হয় অথবা কাতারে ফাঁক দেখিয়া যদি ঢুকিয়া পড়ে এবং তাহাকে নামাযীরা জায়গা করিয়া দেয় তবে তাহাদের (নামাযীদের) নামায ফাসেদ হইবে বলিয়া হালাবী প্রমুখ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বাহ্যের রাখে উদ্ধৃত অভিমতের খেলাফ। আর আমাদের মতে উহাই (নামায ফাসেদ না হওয়া) নির্ভরযোগ্য। তাহ্তাবী ১ম খণ্ড ২৭২ পৃঃ। উপরোক্ত পাঁচটি মাসয়ালায় নামাযী নামাযে শরীক নয় এমন ব্যক্তির কথায় নড়া চড়া করিয়াছে। বিশিষ্ট ফকীহ্গণের অভিমত হইল সব কয়টি মাসয়ালায়ই নামায বিনিষ্ট হইবে না।

মাইক

ফিকাহ্র এইসব দৃষ্টান্ত দেখিয়া আলোচ্য বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে যে, মাইকে নামায পড়িলে নামায ফাসেদ হওয়ার কোন কারণ নাই। বহু বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মতানুসারে মাইকের আওয়াজ অবিকল বক্তার আওয়াজ হওয়ার অবস্থায় নামায ফাসেদ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। আর যদি অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের অভিমত অনুসারে মাইকের আওয়াযকে কথকের অবিকল শব্দ বলা না হয়, তখন নামায ফাসেদ হওয়ার কারণ হিসাবে

বলা যাইতে পারে যে, মাইকের শব্দের অনুসরণে ইমামের অনুসরণ হয় না বা নামায বহির্ভূত ব্যক্তির আওয়াযের অনুসরণ করা হয়। কিন্তু উপরোক্ত মাস্‌আলাসমূহে আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে, ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণের বিশুদ্ধ মতে যেখানে গায়রুল্লাহ্‌র নির্দেশের অনুসরণ মকসুদ নয়, যেখানে নামাযে শরীক নহে এমন ব্যক্তির কথায় বা ইশারায় উঠা বসা করার দরুন নামায ফাসেদ বলা ঠিক নহে। বলা বাহুল্য মাইকের মাধ্যমে ইমামের তাকবীরে তাহরীমা ও উঠা বসার তাকবীরগুলি শুনিয়া ইমামের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম তামিল করা ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য নহে। ইমাম হইতে দূরে থাকার কারণে ইমামের অবস্থা জানা নাই; মাইক তাহাকে জানাইয়া দিতেছে যে, ইমাম এখন তাকবীরে তাহরীমা বলিয়াছেন, রুকূতে গিয়াছেন, সিজদায় গিয়াছেন। মাইকের আওয়াযে ইমামের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হইয়া নামাযী আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুম পালন করিতেছে। কাজেই ইহাতে নামায ফাসেদ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। এই বিষয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন:

واركعوا واسجدوا (রুকূ কর ও সিজদা কর) এবং নবী করীম (স:) ইরশাদ করেন: انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا — بخارى و مسلم

"অনুসরণের জন্য ইমাম বানান হইয়াছে; তিনি যখন রুকূ করিবেন তোমরাও রুকূ করিবে আর তিনি যখন সিজদা করিবেন, তোমরাও সিজদা করিবে।"

'হালাবী শরহে মুনিয়া' গ্রন্থে তাহ্‌তাবী ও শামী শরহে দুররুল মুখতারে স্পষ্ট ভাষায় লিখিয়াছেন, যে ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহ্‌র অনুসরণ মক্‌সুদ নহে, সেখানে শুধু নামাযে বহির্ভূত ব্যক্তির অনুসরণের দরুন নামায ফাসেদ হয় না। মাইকের আওয়াযে উঠা বসাতে আল্লাহ্‌ তা'আলার হুকুমের অনুসরণই উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণের মতে মাইকের নামায ফাসেদ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

স্বয়ং আল্লামা শামী মুকাব্বির বা মুবাল্লিগ সম্পর্কিত তাম্বিহ্‌ নামক তাঁহার

৪—

রিসালা বা পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, "যদিও নামাযের বাহিরের আওয়ায শুনিয়া তাকবীরে তাহরীমা বলাকে হামাবীর উদ্ধৃতির মাধ্যমে নামায বিনষ্টকারী বলা হয়েছে, কিন্তু ইহার সাথে সেই পুস্তিকায় এই কথাও লিখিয়াছেন যে,

و نقل عن ذالك الكتاب ان الاجابة بالرأس بيدها ولو
ارمن صرح بخصوص مسئلتنا سوى ما مر عن الحموى وهذا
الفراع اشبه بها من غيره لان الاجابة فيهما بالفعل -

অর্থাৎ শরহে মুনিয়া সেই কিতাবুল মুতাজানিস হইতে এই কথাও নকল করিয়াছেন যে, হাত অথবা মাথার ইশারায় কোন কথার জওয়াব দেওয়া কাহারও কথায় সামনে বা পিছনে হাঁটিয়া আসার মত। সুতরাং ইহাও নামায বিনষ্টকারী হওয়া উচিত, কিন্তু মুনিয়া গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারী মুতাজানিস কিতাবের উক্ত কথা উদ্ধৃত করিয়া উহাকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, উক্ত কথা দুইটির মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা যায় যে, মাথা বা হাতে ইশারা করাতে অন্যের হুকুম অনুসরণ করা হয় না। মুনিয়ার ব্যাখ্যা তাঁর কথাগুলি নকল করিয়া আল্লামা শামী বলিয়াছেন যে, ফুকাহায়ে কিরামগণের স্পষ্ট বাণীসমূহে এই কথা প্রমাণ করে যে, মাথা বা হাতের ইশারায় জওয়াব দেওয়াতে কোন ক্ষতি নাই। আলোচ্য মাস্'আলায় অর্থাৎ নামায বহির্ভূত মুকাব্বিরের আওয়াযে উঠা-বসা করা নামায বিনষ্টকারী হওয়া হামাবী ভিন্ন আর কাহারও নিকট হইতে বর্ণিত হইতে দেখা যায় না। মাইকের মাস্'আলা হাত বা মাথায় ইশারা করার মাস্'আলার সহিত অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ সেখানেও মুখে কাহারও কথায় জওয়াব দেওয়া হয় না বরং কাজের দ্বারা। আল্লামা শামীর বর্ণনায় প্রথমত এই কথা জানা গেল যে, নামায বহির্ভূত মুকাব্বিরের তাকবীর শুনিয়া নামায পড়াতে নামায বিনষ্ট হওয়ার কথা মুজতাহিদগণ হইতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত নাই এবং পরবর্তী ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের মধ্যে শুধু হামাবী (রঃ) ইহাকে নামায বিনষ্টকারী বলিয়া লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়ত হামাবীর কথা দলিলের দিক দিয়া এমন মজবুত নয় যে, উহাতে অন্য মতের অবকাশ নাই বরং তিনি এই মাস্'আলাকে হাতে বা মাথায় ইশারা করার মাস্'আলার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যাহাতে

নামায জায়েয হওয়ার হুকুম স্পষ্ট ও প্রবল। আর মুকাব্বির (আওয়ায বুলন্দকারী) মানুষ হওয়ার ক্ষেত্রে এই সব কথা ; কিন্তু মুকাব্বির প্রাণহীন যন্ত্র (মাইক) হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপার আরও সহজ। উহার আওয়ায শুনিয়া নামাযে উঠাবসা করাকে মোটেই নামায বিনষ্টকারী বলা যাইতে পারে না। কারণ এখানে মাইকের নয় বরং ইমামেরই অনুসরণ করা হইতেছে।

উপরোক্ত পাঁচটি মাস্'আলা এমন যে, নামাযী তাহার নামাযে শরীক নহে এমন ব্যক্তির জওয়াব দিল বা অনুসরণ করিল অথচ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ ইহাকে নামায বিনষ্টকারী বলিয়া গণ্য করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আরও একটি মাস্'আলা হইল, কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া (কুরআন শরীফ সামনে খুলিয়া রাখিয়া বা হাতে নিয়া দেখিয়া পড়া কিংবা মিহরাবে লিখা কুরআনের আয়াত বা সূরা দেখিয়া পড়া) এখানেও নামায বহির্ভূত বস্তু হইতে সাহায্য গ্রহণ করা ও উহার অনুসরণ করা হইতেছে, এবং ইহা মাইকের সহিত বেশী সামঞ্জস্য-পূর্ণ ; কারণ এখানেও মাইকের মত প্রাণহীন কুরআন হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে। এই ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অভিমত হইল নামায ফাসেদ হইবে। তিনি দলিল স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, হযরত রসূলে করীম (সঃ) আমাদেরকে ইমামতি করার সময় কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) এবং হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন—উক্ত মাস্'আলায় নামায ফাসেদ হয় না। অবশ্য হানাফী ইমামদ্বয় (রঃ) ইহুদী-নাসারার সহিত সামঞ্জস্যতার দরুন ইহাকে মাকরুহ্ বলিয়াছেন। তাঁহাদের প্রমাণ হইল, ইমাম বুখারী (রঃ)-এর জমাতুল বাবে এবং অন্যান্য হাদীসবিদ সনদ সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ)-এর খাদিম হযরত জানওয়ান (রাঃ) তারাবীহের নামাযে তাঁহার ইমামতি করিতেন এবং কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতেন, তদুপরি আল্লামা আঈনী সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত

আনাস (রাঃ) নামায পড়িতেন এবং তাঁহার এক গোলাম কুরআন শরীফ নিয়া পিছনে দাঁড়াইতেন, তিনি যখন কোন আয়াতে ভুল সন্দেহ করিতেন তখন সেই গোলাম কুরআন শরীফ খুলিয়া তাহার সামনে ধরিতেন এবং তিনি দেখিয়া তেলাওয়াত ঠিক করিয়া নিতেন। (উমদাতুলকারী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২৫)।

ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হওয়ার দুইটি কারণ হানাফী ফকীহগণ বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমত ইহাতে আমলে কাসীর (নামায বহির্ভূত অধিক কাজ) পাওয়া যায়; কুরআন হাতে নিয়া দাঁড়ান ও পাতা উল্টাইয়া পড়াতে দর্শক তাহাকে নামাযী বলিয়া মনে করিবে না এবং ইহাই আমলে কাসীরের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা। দ্বিতীয় কারণ হইল, এই অবস্থায় নামাযের বাহির হইতে শিক্ষা গ্রহণ করা হইতেছে এবং ইহা স্বয়ং আমলে কাসীর (যাহা নামায ভঙ্গকারী)। যদি কেহ নামায পড়ার সময় কুরআন শরীফ খুলিয়া সামনে রাখে, পাতা না উল্টাইয়া পড়ে অথবা মিহরাবে লিখা আয়াত পড়ে তবে প্রথম কারণ অনুযায়ী নামায ফাসেদ হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় কারণ অনুযায়ী নামায ফাসেদ হইবে। মবসূত ইত্যাদি কিতাবে দ্বিতীয় কারণের প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

যদি কাহারও কুরআন মুখস্থই না থাকে এবং সে নামাযে শুধু দেখিয়াই পড়ে, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর অভিমত অনুযায়ী কেবলমাত্র তখনই নামায ফাসেদ হওয়ার বিধান প্রযোজ্য হইবে। আর যদি কুরআন মুখস্থ আছে, কিন্তু প্রয়োজনে সাহায্য গ্রহণের জন্য কুরআন শরীফ খুলিয়া সামনে রাখিয়া থাকে তবে ইমামগণের সর্বসম্মত অভিমত হইল নামাজ ফাসেদ হইবে না। এই মাস্আলা সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসানে কিরামগণের ভাষ্য নিম্নে উল্লেখ করা হইল :

শামসুল আইম্মা সরখসীর মাবসূত কিতাবে বলা হইয়াছে :

واذا قرء فى صلوته من المصحف فسدت صلوته
عند ابى حنيفة رح وعند ابى يوسف ومحمد صلوته

تامة ويكره وقال الشافعى لا يكره لحديث زكوان
انه كان يؤمها فى رمضان وكان يقرأ من المصحف
ولانه ليس الاحمل المصحف بيده و النظر فيه ولو حمل
شيئا اخر لم تفسد صلوته الا انهما كرها ذالك لانه تشبه
باهل الكتاب ولابى حنيفة طريقان احدهما ان حمل
المصحف وتقليب الاوراق والنظر فيه و التفكر فيه عمل
كثير وهو مفسد للصلوة كالرمى بالقوس وعلى هذا
الطريق يقول اذا كان المصحف موضوعا بين يديه او قرأ
بما هو امكتوب على المحراب لم تفسد صلوته والاصح
ان يقول انه تلقن من المصحف فكانه تعلم من معلم
وذالك مفسد لصلوته - مبسوط - ص—২০১ ج ১

অর্থাৎ নামাযে কুরআন শরীফ দেখিয়া কিরআত পড়িলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে নামায ফাসেদ হইবে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে নামায মাকরূহ হইবে। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলিয়াছেন, মাকরূহ হইবে না। ইহার দলীল হযরত যকওয়ান (রাঃ)-এর হাদীস। তিনি রমযানে তাঁহার (হযরত আয়েশার) ইমামতি করিতেন এবং কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়িতেন। এই ক্ষেত্রে নামায ফাসেদ না হওয়ার আর একটি কারণ হইল, এখানে কুরআন শরীফ হাতে লওয়া ও উহাতে দৃষ্টিপাত ছাড়া আর কোন আমল নাই, যদি অন্য কোন বস্তুও হাতে লইত, তবুও নামায বিনষ্ট হইত না। তবে ইহাতে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য হওয়ার দরুন ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ইহাকে মাকরূহ বলিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে নামায বিনষ্ট হওয়ার দুইটি কারণ রহিয়াছে। ১। কুরআন শরীফ হাতে লওয়া, পাতা উল্টান, উহাতে দেখা ও চিন্তা করা অধিক আমল এবং

কামান হইতে গোলা নিক্ষেপ করার মত ইহা নামায ভঙ্গকারী। এই হিসাবে কুরআন শরীফ সামনে রাখা হইলে বা মেহরাবে লিখা আয়াত পড়িলে নামায ফাসেদ হইবে না। বিশুদ্ধতর অভিমত এই যে, এখানে কুরআন শরীফ হইতে কিরআত হাসিল করা হইতেছে, ইহা মুয়াল্লিম হইতে শিক্ষা গ্রহণের শামিল এবং ইহা নামায ভঙ্গকারী। (মাবসূত ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০১)

বাহরুর রায়েকে বিস্তারিতভাবে এই মাসয়ালাটি লিখার পর বলা হইয়াছে :

انما التشبيه الحرام باهل الكتاب فيما كان مذموما وفيما يقصد به التشبه كذا ذكره قاضى خان فى شرح جامع الصغير فعلى هذا لو يقصد التشبه لا يكره عند هما -
بحر ص—١١ ج ٢

অর্থাৎ ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) আহলে কিতাবদের সামঞ্জস্যতার দরুন যে মাকরূহ বলেন, ইহা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। যদি মন্দ কাজের সামঞ্জস্যতা হয় এবং তাহা উদ্দেশ্য হয়, তবে নামায মাকরূহ হইবে। কাজী খান শারহে জামেউস্ সগীরেও অনুরূপ লিখিয়াছেন। এই দৃষ্টিকোণ হইতে আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য বিধান উদ্দেশ্য না হইলে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট মাকরূহ হইবে না। (বাহরুর রায়েক ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১)

জায়লায়ী কানজুদ্দাকায়েকের ব্যাখ্যা গ্রন্থে মাবসূতের উল্লিখিত বর্ণনা উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেন :

القران وقرأه من مكتوب من غير حمل المصحف قالوا لا تفسد صلوته لعدم الامرين تبيين (زيلعى ج ١)

অর্থাৎ যদি কুরআন মুখস্থ থাকে এবং কুরআন হাতে না নিয়া সামনের লেখা দেখিয়া পড়ে, তবে ফকীহগণ বলিয়াছেন যে, নামায ফাসেদ হইবে না। কারণ

নামায ভঙ্গকারী কারণ দুইটি এখানে বিদ্যমান নাই।

(জাইলায়ী, ১ম খণ্ড)

অনুরূপ আল্লামা ইবরাহীম হালবী শরহে মুনিয়ায় এই সব বিস্তারিত বর্ণনা করার পর লিখিয়াছেন :

هذا اذا لم يكن حافظا لما قرأه فان كان حافظا له
لا تفسد بالاجماع - كبيرى ص ٤٢٣

অর্থাৎ নামাযে পঠিত কিরআতের হাফিজ না হইলে এই হুকুম। (অর্থাৎ নামায ভঙ্গ হওয়া) আর যদি উহার হাফেজ হয় তবে সর্বসম্মত মতে নামায ফাসেদ হইবে না। (কবীরী ৪২৩ পৃ: ।)

বাহরুর রায়েকে বর্ণিত আছে :

وقال الرازى قول ابى حنيفة محمول على من لم يحفظ
القرآن ولا يمكنه ان يقرأه الا من المصحف فاما الحافظ
فلا تفسد صلوته فى قولهم جميعا وتبعه على ذلك
السرخسى فى جامع الصغير على ما فى النهاية وابو نصر
الصفار على ما فى الذخيرة معللا بان هذه القراءة مضافة
الى حفظه لا الى تلقنه من المصحف وجزم به فى فتح القدير
والنهاية والتبيين وهو وجه كما لا يخفى -

অর্থাৎ রাযী (রঃ) বলিয়াছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) নামাযে ফাসেদ হওয়ার কথাটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে, যে কুরআন শরীফ না দেখিয়া পড়িতে পারে না। আর হাফেজ হইলে সর্বসম্মত অভিমত হইল—নামায ফাসেদ হইবে না। আল্লামা সরখ্সী ও আবূ নাসর সাফ্ফার এই ব্যাখ্যায় রাযীর (রঃ) অনুসরণ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার এই কিরআত কুরআন হইতে নয় বরং হেফজ হইতে পড়িয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। ফাতহুল কাদীর, নেহায়া ও তাবয়ীনে নিশ্চিতভাবে এই কথা বলা হইয়াছে এবং ইহাই উত্তম।

ইমাম রাযী (রঃ) মুন্তাকায় (শরহে মুয়াত্তা) হযরত জাকওয়ানের হাদীস উল্লেখ করার পর লিখিয়াছেন :

قال مالك لا باس ان يؤم نظرا من لا يحفظه منتقى ٢١٠ ج١

ইমাম মালিক (রঃ) বলিয়াছেন, হাফেজ নয়, এমন ব্যক্তি কুরআন দেখিয়া ইমামতি করিতে কোন ক্ষতি নাই। (মুনতাকী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০)

ইবনে কুদামা হাম্বলি মুগনীতে লিখিয়াছেন :

او قال موفق قال احمد لا باس ان يصلى بالناس القيام
وهو ينظر فى المصحف

মুওয়াফ্‌ফাক বলিয়াছেন যে, ইমাম আহমদ (রঃ) বলিয়াছেন : কুরআন শরীফ দেখিয়া দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের ইমামতি করাতে কোন ক্ষতি নাই…।

মুগনী এখানে নামায জায়েয ও ফাসেদ হওয়া সম্পর্কে হযরত সাহবায়ে কিরাম (রাঃ) ও তাবেয়ীগণের বিভিন্ন উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাকে এই মাস'আলা সম্পর্কে তাঁহাদের মতভেদ ও প্রত্যেকের দলীলসমূহ স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা নামায ফাসেদ বলিয়াছেন, তাঁহাদের কারণও জানা গিয়াছে যে, নামাযের বাহির হইতে শিক্ষা গ্রহণ অথবা কুরআন শরীফ দেখিয়া পড়া (যাহা বাহির হইতে শিক্ষা গ্রহণের শামিল) নামায ফাসেদ হওয়ার কারণ। ইহা আমলে কাসীর। এখানে এই কথাও জানা গিয়াছে যে, অজানা কথা নামাযে বাহির হইতে জানা ও ভুল সংশোধন করিয়া নেওয়ার মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। প্রথমটি আমলে কাসীর (অধিক আমল) হিসাবে নামায ভঙ্গকারী, আর দ্বিতীয়টি আমলে কাসীর না হওয়ায়, নামায ভঙ্গকারী নহে। এই পার্থক্য সুস্পষ্ট করার জন্য আর একটি মাস্‌আলা পেশ করা হইতেছে :

لو اشتبه على المريض اعداد الركعات والسجدات

لنعاس يلحقه لا يلزمه الاداء) ولو اداها بتلقين غيره
ينبغي أن يجزيه كذا في القنية ـ

قال في الشامي تحته قد يقال انه تعليم وتعلم وهو مفسد
كما اذا قرأ من المصحف او علمه انسان القراءة وهو
في الصلواة ـ قلت وقد يقال انه ليس بتعليم وتعلم بل هو
تذكير واعلام فهو كاعلام المبلغ بانتقالات الامام
فتامل رد المحتار ص ـــ ٣:٧ ج ١

অর্থাৎ ঝিমানীর দরুন কোন রুগ্ন ব্যক্তি যদি নামাযের রাকাত বা সিজদার সংখ্যায় সন্দেহে পতিত হয় তবে ইহা আদায় করা জরুরী নহে। আর যদি অন্যের সাহায্যে আদায় করে তবে জায়েয হওয়া বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ কিন্‌ইয়ায় বর্ণিত আছে, আল্লামা শামী দুররুল মুখতারের উপরোক্ত প্রতিবেদনের টীকায় লিখেন, কখনও বলা হয় যে, ইহা শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা গ্রহণ করার শামিল এবং ইহা নামাযে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মত বা কুরআন দেখিয়া পড়ার মত নামায ভঙ্গকারী। আল্লামা শামী বলেন যে, ইহা শিক্ষা দেওয়া বা শিক্ষা গ্রহণ নহে বলিয়াও বলা হয়, বরং ইমামের উঠা বসার সংবাদদাতার মত ইহা স্মরণ করাইয়া দেওয়া মাত্র।

(শামী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭১৩)

মাইক

এখন ফিকাহর দৃষ্টিকোণ হইতে মাইকের নাস্‌আলার চিন্তা করিলে দেখা যাইবে যে, এখানে তা'লীমের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ মাইক হইতে কিছু শিক্ষালাভ করা যায় না। বরং যে মুক্তাদী পূর্ব হইতে ইমামের আওয়ায শুনিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মতে তাঁহার অনুসরণের চিন্তায় আছে। মাইকের দ্বারা সেই ব্যক্তি জানিতে পারিল যে, ইমাম এখন তাকবীর বলিয়াছে,

তখন সে ইমামের অনুসরণ করার নিয়তে তাকবীর বলিয়া থাকে। বড় জোর ইহাকে তাযাক্কুর বা অন্যের কথা শুনিয়া নিজের (কোন কথা মনে আসা) বলা যাইতে পারে। মূলত ইহা তাজাক্কুরও নহে, বরং যে আওয়াজের অপেক্ষায় ছিল উহা সন্ধান লাভ করিল মাত্র। সুতরাং ইহাকে আমলে কাসীরে গণ্য করা অযৌক্তিক এবং মানুষের কথার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।

সহীহ হাদীস ও সাহাবাগণের আমলের একটি দৃষ্টান্ত

এই পর্যন্ত মাইকের মাস্‌আলার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের অভিমত নজীরসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। এখন হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর সময়ের একটি নজীর উল্লেখ করা যাইতেছে। সহীহ বুখারীর কেবলা সম্পর্কিত অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, মসজিদে কুবায় মুসল্লিগণ ফজরের নামায পড়িতেছিলেন, হঠাৎ এক আগন্তুক আসিয়া বলিল, অদ্য রাতে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর উপর কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে এবং হুযূরকে বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কা'বা গৃহের প্রতি মুখ করিয়া নামায পড়ার হুকুম দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা তখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করিয়া নামায পড়িতেছিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কা'বা গৃহের দিকে ঘুরিয়া গেলেন। এই হাদীসটি সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই হাদীস উল্লেখ করার পর আল্লামা আঈনী বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, নামাযে নাই এমন ব্যক্তি নামাযীকে তা'লীম দিতে পারে। (উমদাতুল কারী, ৪র্থ খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ।) উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, ২৪২ পৃষ্ঠায় এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে এই হাদীস দ্বারা ইহাও প্রমাণিত হয় যে, নামাযে নাই এমন ব্যক্তির কথা (বিশেষ কথা, বিশেষ ক্ষেত্রে) নামাযী ব্যক্তি নামায পড়া অবস্থায় শুনিতে পারে। ইহাতে তাহার নামাযের ক্ষতি হয় না। ইমাম তাহাবীও এই হাদীস হইতে অনুরূপ বিধান ব্যক্ত করিয়াছেন।

অনুরূপ হাফেজ ইবনে হাজার (রঃ)-ও শরহে বুখারী প্রথম খণ্ডের ৪০৩ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের নীচে আল্লামা আঈনী (রঃ)-এর মাস্‌আলা দুইটি এই হাদীস হইতে গবেষণা করিয়া বাহির করিয়া বলিয়াছেন যে, এখানে এই কথা বলারও অবকাশ রহিয়াছে যে, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা ঐ সময়কার—যখন নামাযে আমলে কাসীর ও কথা বলা জায়েয ছিল এবং ইহাও বলা যায় যে, এই ঘটনা আমলে কাসীর ও কথা বলার নিষিদ্ধকরণের পরবর্তী সময়ের। কিন্তু নামায সংশোধনের খাতিরে ইহাকে জায়েয রাখা হইয়াছে। উভয় সম্ভাবনার কারণ এই যে, নামাযে আমলে কাসীর ও কথা বলা দ্বিতীয় হিজরীতে নিষিদ্ধ হইয়াছে এবং কেবলা পরিবর্তনও দ্বিতীয় হিজরীতেই হইয়াছে। কিন্তু হানাফী ফকীহগণের উল্লিখিত অভিমতের আর একটি সমন্বয়ও করা যায়। তাহা হইল এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনায়ও শিক্ষা গ্রহণ বা অন্যের অনুসরণ ছিল না, বরং পবিত্র কুরআনের ও হুযুর পাক (সঃ)-এর ইরশাদের মাধ্যমে সাহাবাগণ (রঃ) পূর্ব হইতেই জানিতেন যে তাঁহাদের কেবলার পরিবর্তন ঘটিবে। পরে যখন কা'বার দিকে মুখ করার সংবাদ পাইলেন, তখন জানিতে পারিলেন যে, এখন কেবলা পরিবর্তনের হুকুম হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের কা'বা ঘরের দিকে মুখ করিতে হযরত রসূলে করীম (সঃ)-এর কথারই অনুসরণ ছিল। বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক হইতে কা'বার দিকে ফিরার মধ্যে যে আমলে কাসীর হইয়াছে উহা নামায সংশোধনের উদ্দেশ্যে ছিল বিধায় ক্ষমা করা হইয়াছে। এই জন্য হুযুর (সঃ) তাঁহাদেরকে নামায পুনরায় পড়ার হুকুম দেন নাই।

মাইকের আওয়াজে নামাযে উঠা-বসার ব্যাপারে কিবলা পরিবর্তনের ঘটনার তুলনায় অনেকটা সহজ। আল্লামা আঈনী (রঃ) হাফেজ ইবনে হাজার ও ইমাম তাহাবী (রঃ) এই ঘটনা হইতে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, নামাযের বাহিরের ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিলে (সর্বক্ষেত্রে) নামায জায়েয হয় না।

সারকথা

উপরিউক্ত সাতটি মাস্‌আলাই মাইকের আওয়াজে নামাযে উঠা-বসার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যায়। এইসব মাস্‌আলার ভিত্তি হইল, (১) নামাযের বাহির হইতে শিক্ষা গ্রহণ বা শিক্ষা দান করা, (২) নামাযের বাহিরের ব্যক্তির জবাব দেওয়া, (৩) নামাযে গায়রুল্লাহ্‌র অনুসরণ করা। এখানে অনুসরণের অর্থ হইল বাহিরের কথায় প্রভাবিত হইয়া নামাযীর কোন কাজ করা। কিন্তু আলোচ্য বিষয় পারিভাষিক অনুসরণ মক্‌সুদ নহে। আল্লামা শামী ও তাঁহার তান্বীহ' নামক পুস্তিকায় অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আর এই তিনটি কারণ নামায ভঙ্গকারী।

অতঃপর যদি এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা হয় যে, কিসের ভিত্তিতে এইগুলি নামায ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হইল, তখন খোদ ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হইতে জানা যায় যে, নামায ভঙ্গের মূল কারণ দুইটি, আমলে কাসীর কিংবা মানুষের কথা। আর এই দুইটি বিষয় নামায ভঙ্গকারী হওয়ার কথা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে قوموا لله قانتين "নামাযে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চুপ চাপ দাঁড়াও।" সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে হুযুরে পাক (সঃ) বলিয়াছেন :

ان هذه الصلوة لا يصلح فيها شئى من كلام الناس انما هى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن -

—এই নামাযে কোন প্রকার কথা বলা দুরস্ত নহে। ইহাও শুধু আল্লাহ্ তা'আলার তস্‌বীহ্ তকবীর ও কুরআন পাঠ।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের উপরিউক্ত ভাষা দুইটি হইতে জানা গেল যে, শুধু বাহির হইতে সাহায্য গ্রহণ বা উপকৃত হওয়াই নামায ভঙ্গের কারণ

নহে, যে পর্যন্ত উহা আমলে কাসীর বা কথার পর্যায়ভুক্ত না হয়। উপরে উল্লিখিত মাস্‌আলাগুলির যে কয়টিতে নামায ভঙ্গের কারণ স্বীকৃত হয় নাই। উহা এইজন্য যে, সেখানে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে শিক্ষা গ্রহণ, শিক্ষা দান বা গায়রুল্লাহ্‌র অনুসরণ পরিলক্ষিত হইতেছে; কিন্তু মূলত ইহা আমলে কাসীর বা মানুষের কথা অর্থাৎ প্রশ্নোত্তর বা শিক্ষাদান বা শিক্ষা গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত বলা যায় না।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের বর্ণনাদৃষ্টে মাইকের আওয়াজে নামাযে উঠা-বসার মাস্‌আলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ইহাকে কোন মতেই আমলে কাসীরের পর্যায়ে নেওয়া যায় না। কারণ এখানে কাহারও কথায় কিছু করা হয় নাই, বরং পূর্ব নির্দেশিত ইমামের অনুসরণে রুকু সিজদা সম্পন্ন করা হইয়াছে। অনুরূপ ইহাকে মানুষের কথার পর্যায়ভুক্ত করাও যুক্তিহীন। অবশ্য এইকথা বলা যাইতে পারে যে, মাইকের আওয়াজে রুকু সিজদার সময় নির্ধারণের বেলায় গায়রুল্লাহ্‌র অনুসরণ পাওয়া যায়; কিন্তু উপরি-উক্ত মাস্‌আলাসমূহ ও ফকীহগণের বর্ণনায় দৃষ্টিপাত করিলে জানা যায় যে, এখানে মূলত গায়রুল্লাহ্‌র অনুসরণ মাকসুদ নহে, বরং এইক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ তা'আলা ও তাঁহার রসূলের নির্দেশের অনুসরণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলিয়াছেন, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ—রুকুকারীদের সহিত রুকু কর। রসূলে পাক (সঃ) বলিয়াছেন.

فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا -

—ইমাম যখন রুকু করিবে তখন তোমরা (মুক্তাদিগণ) রুকু করিবে আর ইমাম যখন সিজদা করিবে তখন তোমরাও সিজদা করিবে। এখানে মাইকের কাজ শুধু এতটুকু যে, ইহার মাধ্যমে দূরবর্তী মুক্তাদিগণ জানিতে পারে যে, ইমাম সাহেব এখন রুকুতে আছেন, রুকু হইতে উঠিয়াছেন, এখন সিজদায় গিয়াছেন। বস্তুত মাইকের আওয়াজের মাধ্যমে শরীয়তের নির্দেশ পালন করা ঐ সকল মাস্‌আলা হইতে অতি সহজ, যেখানে ফকীহগণ নামায জায়েয বলিয়াছেন।

অর্থাৎ হাতে বা মাথায় সালামের জবাব দেওয়া বা দেরহাম ভালমন্দ হওয়ায় প্রশ্নের জওয়াব দেওয়া, পশ্চাৎ হইতে আগন্তুকের কথায় পিছনের কাতারে চলিয়া যাওয়া অথবা কোন হাফেজের সামনে কুরআন মজিদ খুলিয়া রাখিয়া ভুলিয়া যাওয়ার সময় উহা হইতে সাহায্য গ্রহণ করা ইত্যাদি হইতে মাইকের আওয়াজ শুনিয়া নামাযে উঠা-বসা করা অত্যন্ত সহজ। সুতরাং যদি মাইকের আওয়াজকে কথকের মূল আওয়াজ গণ্য করা না হয়, তবুও নামায ফাসেদ হওয়ার কোন যুক্তি বুঝে আসে না।

মূল কথা এই যে, মাইকের মাস্‌আলা সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ্‌র প্রত্যক্ষভাবে কোন বর্ণনা নাই। মুজতাহিদ ইমামগণের পক্ষ হইতেও কোন স্পষ্ট বর্ণনা নাই। পরবর্তী ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের কেহ কেহ যে সব দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া লিখিয়াছেন, উহা অন্যান্য মাস্‌আলার পরিপন্থী বিধায় বিতর্কমূলক বিষয়ে পরিণত হইয়াছে। তাহারা যাহা লিখিয়াছেন, উহা মানুষের আমল সম্পর্কিত প্রাণহীন মাইককে উহার সহিত তুলনা করা অযৌক্তিক। সুতরাং এইক্ষেত্রে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম বর্জন করা অপরিহার্য। বিশেষত যখন মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে পৃথিবীর সর্বত্র হইতে আগত লক্ষ লক্ষ হাজিগণের নামায মাইকের মাধ্যমে সম্পাদিত হইতেছে এবং ইহা বন্ধ করা ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ, এখন হয়তো সমস্ত হাজীদের নামাযকে ফাসেদ বলা হইবে নতুবা তাঁহাদেরকে মসজিদ দুইটিতে নামায পড়া হইতে বিরত থাকার উপদেশ দেওয়া হইবে। তদুপরি সারা পৃথিবীর মসজিদসমূহে ব্যাপক-ভাবে নামাযে মাইকের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুমের পরিপ্রেক্ষিতে ফল এই দাঁড়াইবে যে, অর্ধ পৃথিবীর মুসলমানদেরকে ফাসেক ও তাহাদের নামাযকে ফাসেদ বলা হইবে। বলা বাহুল্য, এমন ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফতোয়ার মূলনীতির চাহিদা হইল ফিকাহর ইমামগণের উদ্ধৃতিতে অনুমতি ও সহজতর দিক অনুসন্ধান করা এবং জায়েয হওয়ার পথে সামান্যতম দুর্বলতা উপলব্ধি হইলেও উহা বাদ দিয়া নামায জায়েয হওয়ার হুকুম দেওয়া হইতে বিরত থাকা। অথচ ইমামগণের

বর্ণনা ও হযরত সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ)-এর কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মাইকের নামায জায়েয হওয়ার দিকই শক্তিশালী।

সতর্কবাণী

মাইকের মাস্‌আলার ব্যাপক ব্যবহারের খাতির করতে কেহ যেন এই সন্দেহে পতিত না হন যে, আজকাল সুদ, ঘুষ, জুয়া শরাব, নির্লজ্জতা, দাড়ি কামান, ছবি তোলা ইত্যাদি গোনাহের ব্যাপকতার দরুন এইসব ক্ষেত্রেও শরীয়তে অনুমতি ও সহজতার প্রয়াস রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, এই সকল কার্যাবলী হারাম হওয়ার কথা কুরআন-সুন্নাহ্ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং সমস্ত ইমাম ইহাতে একমত। কারণ প্রথমত মাইকের মাস্‌আলায় জায়েয হওয়ার হুকুম ব্যাপক ব্যবহারের দরুন নহে, বরং ফিকাহ্‌র মাস্‌আলাসমূহের দৃষ্টান্ত ভিত্তি করিয়া জায়েয বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত নামাযে মাইক ব্যবহার না জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে কুরআন-সুন্নাহ্ কোন হুকুম নাই বা ইমামগণের নিকট হইতেও কোন হুকুম বর্ণিত হয় নাই। সুতরাং মাইকের মাস্‌আলার সহিত উক্ত হারাম কাজগুলির তুলনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পরিশিষ্টে বা মূল কিতাবে ফিকাহ্‌র রিওয়ায়েত দ্বারা যে সকল তাহ্‌কীক (অনুসন্ধান) করা হইল, ইহা দ্বারা সমাজে মাইক ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ প্রদান বা ইহাকে উত্তম পন্থা বলিয়া উল্লেখ করা উদ্দেশ্যে নহে, বরং ইহা দ্বারা নামায ফাসেদ হওয়ার হুকুম বর্জন করারই উদ্দেশ্যে। অবশ্য নিঃসন্দেহে এই কথা বলা যায় যে, নামাযে মাইক ব্যবহারে নানাবিধ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এদিকে মুকাব্বির দ্বারা আওয়াজকে দূরে পৌঁছাইবার সুন্নত পন্থা বিদ্যমান থাকায় মাইক নিষ্প্রয়োজন, অপরদিকে মাইক ব্যবহারে কতকগুলি অসুবিধার

কথা আমি মূল কিতাবে লিখিয়াছি। তদুপরি মাওলানা কাযী শামসুদ্দীন দরবেশ হরিপুর হাজারা হইতে যে পত্র পাঠাইয়াছেন, উহা দ্বারা আরও কিছু অসুবিধা জানিতে পারিলাম। তিনি পত্রে লিখিয়াছেন যে; গুজরানওয়ালার নিকটস্থ দুইটি মসজিদের একটিতে ইমাম নিযুক্ত আছেন। অপরটিতে মুসল্লীরা ইমাম নিযুক্ত না করিয়া প্রথম মসজিদের মাইকের তারের সাথে দ্বিতীয় মসজিদের মাইক যুক্ত করিয়া প্রথম মসজিদের ইমামের খুতবা ও নামাযের এক্তেদা করা শুরু করিয়াছে। অপর একটি প্রত্যক্ষ দেখা ঘটনা। মক্কা শরীফের মাসআ বাজারের মুসল্লীরা তাহাদের নিজ নিজ দোকানে বসিয়া নামাযের কাতারে শামিল না হইয়া মাইকের আওয়াজে মসজিদে হারামের ইমামের এক্তেদা করেন এবং নামায আদায় করেন। আর এই ধরনের নামায নিঃসন্দেহে ফাসেদ বলা যায়। মাইক ব্যবহারের ফলে এই ধরনের আরও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও নূতন নূতন অসুবিধার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। বিশেষত আলিম সমাজের একদল যখন মাইকের নামাযকে ফাসেদ বলেন, তখন মতভেদ হইতে বাঁচিবার পথ হইল নামাযে মাইকের ব্যবহার না করা। (বান্দা মোঃ শফী। ২১৮॥, ১ হিঃ)।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

মাইক সম্পর্কে বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের গবেষণা

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) কর্তৃক আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর জনাব শিব্বির আলীর নিকট হইতে প্রাপ্ত গবেষণালব্ধ অভিমত।

১. লাউডস্পীকারের ডায়েল হইতে যে আওয়াজ বুলন্দ হইয়া সুদূর প্রসারী হয়, উহা অবিকল কথকের আওয়াজ। উহা লাউডস্পীকারের দ্বারা শক্তিশালী ও বুলন্দ হয় মাত্র। আওয়াজ মূলত মুখের নড়া-চড়ায় বাতাসে তরঙ্গমালা সৃষ্টি হওয়ার নাম। উহা কানের পর্দায় পৌঁছিয়া ধ্বনির সৃষ্টি করে। বিপরীত হাওয়া বা গোলমালের দরুন কানে পৌঁছিবার পূর্বে সেই তরঙ্গ দুর্বল হইয়া পড়িলে

লাউডস্পীকারের দ্বারা ইহাকে শক্তিশালী করা হয়। তখন সে আওয়াজ সুদূরপ্রসারী হয়। এই অবস্থায় লাউডস্পীকার হইতে উদ্ভূত আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ। আওয়াজ ডায়েলে যাইয়া শেষ হয় না। লাউডস্পীকার সেই দুর্বল তরঙ্গে নূতন প্রাণ-সঞ্চার করে এবং এই কাজ সেই তরঙ্গ নিঃশেষ হওয়ার পূর্বে হয় অর্থাৎ বক্তার মুখনিঃসৃত তরঙ্গ অবিকল বিদ্যমান থাকে।

২. ভূপালের আলগজনদর হাই স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক তাঁহার বিস্তারিত চিঠিতে মাইকের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ হওয়া না হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

৩. দক্ষিণ হায়দরাবাদ হইতে মৌঃ আঃ হাই কোন বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ হইতে জানিয়া লিখিয়াছেন যে, আওয়াজ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের অভিমত এই যে, যে জিনিস হইতে আওয়াজ বাহির হয় উহা এক বিশেষ ধরনের কম্পিত হরকত সৃষ্টি করে। এই হরকত সমূলে বাতাসে চলিয়া যায় এবং সাধারণভাবে উহা শেষ পর্যন্ত বাতাসের মাধ্যমে শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছে। এম্পলিফায়ার যন্ত্র বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। উহা যদি বৈদ্যুতিক হয় তবে বক্তার আওয়াজের তরঙ্গ সরাসরি প্রতিবিম্বিত হইয়া শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে। এই বিশেষ অবস্থায় আওয়াজ বড় হওয়ার কারণ এই যে, তরঙ্গের শক্তি বিস্তীর্ণ বায়ুমণ্ডলে ছড়াইতে পারে না বরং নির্দিষ্ট দিকে তরঙ্গসমূহের পরিচালিত হওয়ার কারণে আওয়াজ পরিপূর্ণ প্রাথমিক শক্তিতে শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে। এই আওয়াজকে নিঃসন্দেহে বক্তার হুবহু আওয়াজ বলা যায়; এই যন্ত্র দ্বারা আওয়াজ বেশী দূরে পৌঁছিতে পারে না। আর যদি উহা টেলিগ্রাফ জাতীয় হয় যেমন বেতার টেলিফোনের সহিত ব্যবহারের যন্ত্র; উহার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এখানে আওয়াজ সৃষ্টিকারী মুখের কম্পিত হরকত পরিবর্তিত হইয়া অন্য প্রকার কম্পিত রূপ ধারণ করে, যেন বৈদ্যুতিক তরঙ্গে আওয়াজের নকল তৈরী করা হয় এবং শ্রোতার শ্রবণযন্ত্রে প্রবেশ করতঃ পরিশেষে আওয়াজের মূল কম্পিত রূপে

পরিবর্তিত হয়, যাহা আওয়াজ পয়দা হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এইভাবে নকল হইবে হইতে শ্রোতা আওয়াজ শুনিতে পায়। এই লাউডস্পীকারের আওয়াজ বক্তার আওয়াজের নকল মাত্র।—৩।২।১৩৪৭ হিঃ

মুফতী মোঃ শফী কর্তৃক বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের নিকট পুনঃ তাহ্‌কীক

প্রশ্ন: নামাযে মাইকের আওয়াজে তাকবীরে তাহরীমা বলা রুকু-সিজদা ইত্যাদিতে উঠা-বসা করা, অতঃপর সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা জায়েয কিনা। ইহার তাহ্‌কীক এই কথার উপর নির্ভরশীল যে, মাইকের শব্দ ইমামের মূল শব্দ না ইমামের আওয়াজ দ্বারা সৃষ্ট বাতাসের তরঙ্গকে মাইক নিজের মধ্যে টানিয়া সংরক্ষণ করিয়া উহাকে বেতার শক্তিতে দূরে পৌঁছায় এবং শ্রুত আওয়াজ ইমামের আওয়াজের প্রতিধ্বনি হয়। যেহেতু মাইকের আওয়াজকে নিজের মধ্যে টানিয়া নেওয়া এবং বাহিরে নিক্ষেপ করা বৈদ্যুতিক গতিতে অব্যাহত হইতে থাকে এইজন্য মাইকের আওয়াজ ও ইমামের আওয়াজে পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও মূল আওয়াজ বলিয়াই মনে হয়। পূর্বে কিছুসংখ্যক বিশেষজ্ঞ হইতে এই বিষয়ে তাহকীক করা হইয়াছে।

তাহাদের জাওয়াবে মতভেদ হওয়ায় পুনঃ তাহ্‌কীকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। মেহেরবানীপূর্বক এই বিষয়ে আপনাদের মতামত ও তাহ্‌কীক সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

মোঃ শফী আফাল্লাহু আনহু

করাচীর কমিউনিকেশন ও ইভলুশন বিভাগের পক্ষ হইতে জবাব

১। মাইকের আওয়াজ অবিকল বক্তার আওয়াজ। ইহা কোন মতেই মূল আওয়াজের প্রতিধ্বনি নহে।

২। যখন কেহ কথা বলে তখন তাহার আওয়াজ বাতাসের মাধ্যমে শ্রোতার কান পর্যন্ত পৌঁছে, কিন্তু যখন সে মাইকে কথা বলে তখন হাওয়ার পরিবর্তে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে বৈদ্যুতিক গতিতে শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছে।

৩। এই কথা মোটেই ঠিক নহে যে, মাইকের আওয়াজকে গ্রামফোনের মত সংরক্ষণ করিয়া বৈদ্যুতিক গতিতে সামনে পৌঁছান হয়।

মাসউদ রফি (বি.এস-সি.)
ডিপুটি ডাইরেক্‌টর
কমিউনিকেশন ও ইভলুশন বিভাগ, করাচী

রেডিও পাকিস্তানের দপ্তর হইতে জবাব

আমরা যখন কোন কথা বলি তখন আমাদের ও শ্রোতার মধ্যকার বাতাসে ঢেউ খেলিয়া কথাগুলি শ্রোতা পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। এই ঢেউকে কারিগরি পরিভাষায় ধ্বনির তরঙ্গমালা বলা হয়। এই তরঙ্গমালা বাতাসের সংকোচন ও সম্প্রসারণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুকুরে পাথর ছুঁড়িয়া ঢেউ সৃষ্টি করিয়া ইহার নমুনা প্রত্যক্ষ করা যায়। বক্তার আওয়াজ হইতে সৃষ্ট তরঙ্গমালা মাইক্রোফোনের সহিত ধাক্কা খায়। আর ধ্বনির তরঙ্গমালাকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গমালায় পরিবর্তিত করার নিমিত্ত মাইক্রোফোনে একটি যন্ত্র থাকে। এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গমালার শক্তিকে বর্ধিত করা যায়।

সেই বক্তার সৃষ্ট ধ্বনির মামুলী চাপ শ্রোতাদের কানে পৌঁছুক কিংবা না পৌঁছুক কিন্তু এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গমালা সেই উদ্দেশ্যকে সফল করিতে পারে। কারণ তখন আওয়াজের ভল্যুমকে ইচ্ছামত বর্ধিত করা যায়। এই বর্ধিত বৈদ্যুতিক শক্তি লাউডস্পীকারকে পরিচালিত করে। লাউডস্পীকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গমালাকে ধ্বনির তরঙ্গমালায় পরিণত করার একটি যন্ত্র থাকে। এই আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানা গেল যে, কোন ক্ষেত্রেই বক্তার

আওয়াজকে মাইক নিজের মধ্যে টানিয়া সংরক্ষণ করে না। অন্যভাবে বলা যায়, বক্তা কথা বলার সাথে সাথে বৈদ্যুতিক যন্ত্র তাহার শক্তি বাড়াইয়া দেয়, যাহাতে মানুষ শুনিতে পারে।

তৃতীয় দফা প্রশ্ন

হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফীর পক্ষ হইতে বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের নিকট তৃতীয় দফা প্রশ্ন

দ্বিতীয় দফা তাহ্‌কীক করার সময় বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের সামনে ঐ সকল তাহ্‌কীক ও জবাব পেশ করা হয় নাই, যাহাতে মতভেদ ও সন্দেহ হওয়ার দরুন দ্বিতীয় দফা তাহকীকের প্রয়োজন হইয়াছিল। কাজেই তৃতীয় দফা সেই-সব তাহকীক ও জবাব নকল করিয়া তাহাদের সমীপে পেশ করা হইল এবং উক্ত তাহ্‌কীকসমূহের যেসব ভাষ্যে বক্তার মূল আওয়াজ না হওয়ার সন্দেহ ছিল। সেই গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া জবাব দেওয়ার জন্য লাল চিহ্ন দিয়া দেওয়া হইল।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

প্রশ্ন ঃ ১। শরীয়তের কোন কোন মাসআলা তাহ্‌কীক করার জন্য এই কথা জানিতে হয় যে, মাইকের দ্বারা যে সব আওয়াজ দূরে পৌঁছে সেইগুলি কি বক্তার হুবহু আওয়াজ, না উহার প্রতিবিম্ব কিংবা সেইগুলি গ্রামো-ফোনের শব্দের অনুরূপ। এই প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এই যে, আওয়াজ হাওয়ার সৃষ্ট ঢেউ খেলার নাম। সেই ঢেউকে মাইক কি কোন পর্যায়ে পরিবর্তন করিয়া উহার অনুরূপ নূতন ঢেউয়ের সৃষ্টি করে? না সেই ঢেউয়ে নূতন বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করে, যদ্দ্বারা সেই শব্দ তরঙ্গ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বে সুদূরপ্রসারী হয়। মেহেরবানী করিয়া এই মাসআলায় আপনার তাহ্‌কীক হইতে উপকৃত হওয়ার সুযোগ দেওয়া হউক।

২। পূর্বেই আধুনিক বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের নিকট হইতে এই মাসআলার তাহ্‌কীক করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের জবাবসমূহে মতভেদ ও সন্দেহ

পরিলক্ষিত হওয়ায় অত্র চিঠির সহিত উক্ত জবাবসমূহের অনুলিপি দেওয়া হইল। তন্মধ্যে ১নং ও ৪নং জবাবে লাউডস্পীকারের শব্দ বক্তার মূল শব্দ হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। ৩নং জবাবে বক্তার আওয়াজের প্রতিধ্বনি হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ২নং জবাবে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে। ৫নং ও ৬নং জবাবের বিস্তারিত বর্ণনায় কোথাও পরিবর্তনের কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহার অর্থ দুই প্রকার হইতে পারে। স্রাতক মূলশব্দ পরিবর্তন হইয়া উহার অনুরূপ অন্য শব্দ শোনা যায়। দ্বিতীয়ত পরিবর্তনের অর্থ, বায়বীয় তরঙ্গ বৈদ্যুতিক স্রোতে পরিবর্তিত হওয়া।

আপনার সমীপে আরয এই যে, আপনার কিছু মূল্যবান সময় খরচ করিয়া গৃহীত জবাবসমূহে বিশেষ করিয়া লাল চিহ্নিত ইবারতসমূহে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনার মতামত সম্পর্কে অবহিত করিবেন। শেষোক্ত জবাবে যে পরিবর্তনেব কথা বলা হইয়াছে, ইহা কোন্ ধরনের পরিবর্তন তাহাও জানাইবেন।

বান্দা মুহাম্মদ শফী

পাকিস্তান সরকারের সিভিল ইভলুশন বিভাগের জবাব

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১নং ও ৪নং জবাব বিশুদ্ধ। ২নং জবাব লিখার সময় বুরুজনন্দস সাহেবের কথামতে এই মাসআলা সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ জানা ছিলনা। কাজেই তাঁহার রায় সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ৩নং জবাব ঠিক নহে। ৬ নম্বর জবাব আলোচ্য মাসআলায় প্রযোজ্য নহে। কেননা শুধু মাইক্রোফোন এম্পলিফায়ার ও লাউডস্পীকার ব্যবহারে রেডিও তরঙ্গের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং কমফ্রি কোয়েন্সী তরঙ্গের উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী তরঙ্গের উপর সওয়ার হইয়া দূরত্ব অতিক্রমের প্রশ্ন উঠে না। ৫নং জবাবে পরিবর্তনের অর্থ অনুরূপ কোন শব্দরাজির অস্তিত্ব লাভ উদ্দেশ্য নহে। বরং শব্দের তরঙ্গমালা বৈদ্যুতিক তরঙ্গের এবং ইহার পর বৈদ্যুতিক তরঙ্গ শব্দের তরঙ্গ পরিবর্তন হওয়াই বুঝান হইয়াছে। ইহাতে মূল

আওয়াজের মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় না। বর্তমান বিজ্ঞান মতে লাউডস্পীকার হইতে উদ্ভূত আওয়াজ হুবহু সেই আওয়াজ, যাহা মাইক্রোফোন হইতে হইয়াছে। এম্পলিফায়ার হইতে শক্তি সঞ্চয় করিয়া লাউডস্পীকার পর্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে বক্তার আওয়াজ দুর্বল আর মাইকের আওয়াজ সবল ও সুদূর প্রসারী হয়।

লেখক

মুহাম্মদ আলতাফ আলী, এম.এস.সি.আই (আমেরিকা)
সিনিয়র কমিউনিকেশন, অফিসার,
পাকিস্তান সরকারের সিভিল ইভলুশন ডিপার্টমেন্ট

কৃত্রিম আওয়াজের কাহিনী

পরিচিতি ঃ আল্লামা আবুল খায়ের এস, এ এম ও এল, এল, বি এইচ, পি, (অবসরপ্রাপ্ত) প্রধান শিক্ষক, গভর্নমেন্ট হাইস্কুল, হরিপুর হাজারা।[১]

কৃত্রিম আওয়াজ সম্পর্কে পাকিস্তান ও অন্যান্য দেশের কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীর মতামতের সংকলন এই পুস্তিকাটি আমি পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আহমদ হাসান কুরাইশী (ভুঁইগড় জিলা আটক) বিজ্ঞানীদের এইসব অভিমত কৃত্রিম আওয়াজ সম্পর্কে অধিক জানার আগ্রহী পাকিস্তানী যুবকদের জন্য সংকলন করিয়াছেন। এই পুস্তিকায় বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছে এবং সহজ-সরল ভাষায় মূল বিষয়টি বুঝান হইয়াছে; আশা করি পাঠকবৃন্দ এই পুস্তিকা পাঠ করিয়া কৃত্রিম আওয়াজের নিয়মাবলী সুন্দরভাবে বুঝিতে পারিবেন এবং এই পুস্তিকা তাহাদের আরও অনুসন্ধানে উৎসাহী হওয়ার প্রেরণা দান করিবে।

আবুল খায়ের
এম, এ, এম ও এল, এস, এ ডি এস পি;
অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

---

১. এই প্রবন্ধটি একটি ইংরেজী পুস্তিকা 'দি স্টার অব দি আরটিফিসিয়াল ভয়েস'-এর অনুবাদ। ইহা পাকিস্তানের হাজারা জেলার হরিপুর হইতে শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশ করা হইয়াছিল।

কৃত্রিম আওয়াজ

জনাব খান মুহম্মদ রফিক আহমদ খান সাহেব বি. এস-সি গোল্ড মেডেলিস্ট আলীগড়, সাবেক প্রফেসর, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয় আলীগড়, সি, এণ্ড. জি, ফাইনাল গ্রেড লণ্ডন, এ এম আই ই-পাকিস্তান এস, পি, এ, এ, এস, স্পেশাল ট্রেণ্ড টেলি কমিউনিকেশন মিউনিক, জার্মানী; ডি,ই-এস, (ফার্স্ট ক্লাস), প্রিন্সিপাল টেলি-কমিউনিকেশন, স্টাফ কলেজ, হরিপুর হাজারা কর্তৃক প্রদত্ত।

কয়েক শতাব্দী হইতে মানুষ কৃত্রিম আওয়াজ তৈরীর প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছে। কিন্তু প্রতিধ্বনি আবিষ্কার ছাড়া তাহাদের আর কিছুই হাসিল হয় নাই। সঙ্গীত যন্ত্রের উত্থান-পতনে কণ্ঠস্বরের অনুকরণ করিতে পারিয়াছে মাত্র। কিন্তু অবিকল আওয়াজ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। বিজলীর (বিদ্যুতের) আবিষ্কারের মাধ্যমে ইহার দ্রুত গতির কথা জানা গিয়াছে যে, উহা প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল যাইতে পারে অর্থাৎ বিদ্যুৎ এক সেকেণ্ডে সমগ্র পৃথিবীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে। বিদ্যুতের অন্যান্য ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিকগণ উহা দ্বারা তারবার্তা প্রেরণের নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতেও অক্ষরের সংকেত পাঠান হইত। ইহাকে বিশুদ্ধরূপে সাজানোর পরই অর্থ প্রকাশ পাইত। তারবার্তার সঙ্গে সঙ্গে পতাকা ও কাঠের সংকেত এবং সংবাদ প্রেরণের নিয়মও প্রচলিত ছিল। তবুও গ্রামোফোন ও টেলিফোন আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত মূল আওয়াজের মত কৃত্রিম কণ্ঠস্বর আবিষ্কার করা সম্ভব হয় নাই। অতঃপর ওয়ারলেস আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ইহাতেও শব্দরাজি নির্দিষ্ট আলামত দ্বারাই পাঠান হইত। পরিশেষে আধুনিক বেতার প্রেরণ ও গ্রহণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। অপরদিকে ছবির জগতে প্রথমত নির্বাক চলচ্চিত্র আবিষ্কৃত হয়। ইহার ভাবার্থ সিনেমার পর্দার কিনারায় লিখিয়া দেখান হইত। শ্রোতারাই পড়িয়া ফিল্মের ভাবার্থ বুঝিয়া লইত। অতঃপর শব্দ ফিল্মের প্রচলন হইল এবং উহাতে অভিনয় ও অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে এমনিভাবে সংযুক্ত করা হইল

যে, অভিনয় ও অভিনেতার কণ্ঠস্বর একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রুত হইতে লাগিল। আর এখন তো ফিল্মেই এমনভাবে শব্দ সংযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে, যখন ফিল্ম চলে তখন পর্দায় আলো পড়ার কারণে ফিল্মের সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজও বাহির হইতে থাকে। অত্যাধুনিক আবিষ্কার হইল টেপ রেকর্ড ; ইহাতে প্লাস্টিকের টেপের মধ্যে মেশিন দ্বারা স্বর সংরক্ষণ করা হয়। পরে যখন খুশী শোনা যায়। তা ছাড়া বর্তমানে তো রেডিও-টেলিফোনও আবিষ্কার হইয়াছে।

টেলিফোনের আওয়াজ

আওয়াজ সামান্য দূরে গিয়াই বাতাসে মিশিয়া যায় এবং ইহার গতি প্রতি ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল। ইহা সত্ত্বেও বৈজ্ঞানিকরা আওয়াজ দূরে পৌঁছান এবং শোনার চেষ্টায় লাগিয়া থাকেন। পরিশেষে তাহারা কানের পর্দার নিয়মে একটি কৃত্রিম ধাতব সূক্ষ্ম পর্দা (ডায়াফ্রাম) আবিষ্কার করিয়া ইহাকে মাইক্রোফোনে লাগাইলেন। কানের পর্দার মত মাইক্রোফোনের ধাতব পর্দায় আওয়াজ পড়িলে উহাতে কম্পন সৃষ্টি হয়। এইরূপে এই পর্দা ও বিদ্যুতের দ্বারা টেলিফোনে কৃত্রিম আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়। এই দিকে টেলিফোনের রিসিভারেও একটি তড়িৎ চুম্বক পাথরের উপর একটি ধাতব পর্দা থাকে। চুম্বকের পার্শ্ববর্তী তারে মাইক্রোফোনের চলন্ত বিজলী আসে এবং চুম্বকের ক্রিয়ায় সেই পর্দায় কম্পনের সৃষ্টি হয় ; রিসিভারে কারেন্টের ফ্রিকোয়েন্সী (Frequency) মাইক্রোফোনে পতিত আওয়াজের সঙ্গে মিল রাখে। যেভাবে কোন আওয়াজে বাতাসে কম্পন পয়দা হয় অনুরূপ রিসিভারে পর্দার কম্পন অনুযায়ী বাতাসে কম্পন সৃষ্টি হয়। বাতাসের এই কম্পন কানে পৌঁছিয়া মাইক্রোফোনের আওয়াজের মত অবিকল আওয়াজ শোনায়। যখন কেহ মাইক্রোফোনে কথা বলে, তখন সেই পর্দায় কম্পন সৃষ্টি হয়। এই পর্দা কখনও শ্রোতার মধ্যকার বৈদ্যুতিক শৃঙ্খলের একাংশ এবং পর্দার কম্পন মুতাবিক বিদ্যুতের ফ্রিকোয়েন্সীতে পরিবর্তন হয়, তার দ্বারা বিদ্যুতের এই পতিত পরিবর্তন রিসিভার পর্যন্ত পৌঁছিয়া কথিত আওয়াজ পুনঃ সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে মাইক্রোফোন রিসিভার ও বিদ্যুৎ দ্বারা বক্তার মুখ নিঃসৃত স্বরের কৃত্রিম ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

বক্তার আওয়াজ লাউডস্পীকার পর্যন্ত

টেলিফোনে কথা বলার সময় বক্তার কথা শ্রোতা পর্যন্ত যেভাবে পৌঁছে, সভা-সমিতিতে মাইক হইতে অনেকটা সেইভাবেই আওয়াজ আসে। বক্তা ও শ্রোতাদের মধ্যে তিনটি বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্র থাকে। মাইক্রোফোন, এমপ্লিফায়ার ও লাউডস্পীকার। মূল মাইক্রোফোন একটি বিশেষ ধাতব কার্বনের তৈরি গোল ব্লকের মত (আজকাল বিভিন্ন রকমের হয়)। ইহার ভিতর চক্র থাকে, উহাতে কার্বনের গুঁড়া ভর্তি থাকে, এই গুঁড়াগুলির উপর দিয়া ডায়াফ্রাম দিয়া চাপা দিয়া রাখা হয়; মাইক্রোফোন হইতে দুইটি বৈদ্যুতিক তার বাহির হইয়া একটি ডায়াফ্রামের সহিত ও অপরটি কার্বন ব্লকের সহিত সংযুক্ত হয়। কার্বনের গুঁড়ার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ অতিক্রমকালে একটা বিশেষ বাধার সৃষ্টি হয়; আওয়াজ যখন মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামে পতিত হয়, তখন উহাতে কম্পন সৃষ্টি হয়। ডায়াফ্রাম চলিলে সেই গুঁড়াগুলিও চাপিয়া যায়, তখন বিদ্যুৎ চলার পথে বাধা কাটিয়া যায়। ফলে বিদ্যুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কম্পনের ফলে ডায়াফ্রাম উপরে উঠিয়া যাওয়াতে গুঁড়াগুলিতে ফাঁকা পড়িয়া যায়। বিদ্যুৎ চলার পথে বাধাও অনুরূপ বাড়িয়া যায়। ফলে বিদ্যুতের পরিমাণ কমিয়া যায়। অনুরূপভাবে ডায়াফ্রাম কম্পিত হয় এবং বিদ্যুতের পরিমাণ কমিতে কিংবা বাড়িতে থাকে। প্রতিটি আওয়াজের জন্য বিভিন্ন রকম কম বা বেশী হয়। ফলে মাইক্রোফোনের সামনে আগত আওয়াজের ফ্রিকোয়েন্সী (কম্পন) অনুসারে প্রতি মুহূর্তে বৈদ্যুতিক তারে পরিবর্তিত পরিমাণের বিদ্যুৎ পয়দা হয়। এই ধরনের মাইক্রোফোন যদিও সাধারণ টেলিফোনের জন্য উপযোগী, কিন্তু সভা-সমিতি এর জন্য তেমন উপযুক্ত নহে। কারণ মানব কণ্ঠস্বরের কম্পনের বিস্তীর্ণ এলাকায় ইহা পূর্ণভাবে কাজ করে না, বরং সভা-সমিতির মাইক্রোফোন এই মূল মাইক্রোফোনে কিছু পরিবর্তন ও সংশোধনপূর্বক তৈরী করা হয়। মাইক্রোফোনে সৃষ্ট দুর্বল বিদ্যুৎ সোজাসুজি লাউডস্পীকারে আওয়াজ পয়দা করার জন্য যথেষ্ট নহে; বরং আওয়াজকে যথেষ্ট বড় করিবার নিমিত্ত মাইক্রোফোন ও লাউডস্পীকারের মাঝে তৃতীয় একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র থাকে। উহাকে

এম্পলিফায়ার বলে। এম্পলিফায়ার মাইক্রোফোনের বিদ্যুৎকে বহুগুণ বৃদ্ধি করিয়া লাউডস্পীকারকে প্রদান করে। এম্পলিফায়ার যন্ত্রটি ট্রান্‌জিস্টর, রেজিস্টার, কন্‌ডেন্‌সর ও ট্রান্সফরমার প্রভৃতি সহযোগে তৈরী করা হয় এবং বিদ্যুৎ অথবা ব্যাটারীর বিদ্যুতে চলে। বিদ্যুৎ কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, উহা এম্পলিফায়ারের ডিজাইন ও উহার যন্ত্রাংশের ভাল-মন্দ হওয়ার উপর নির্ভর করে। লাউডস্পীকারের আওয়াজ সংক্ষিপ্ত কিংবা বিস্তৃত পরিসরে পৌঁছানোর জন্য এম্পলিফায়ার হইতে সংগৃহীত বৈদ্যুতিক শক্তির তারের সাহায্যে এক বা একাধিক লাউডস্পীকারের সাথে সংযোগ করিয়া দেওয়া হয়। লাউডস্পীকার গোল পাতলা গাজরাকারের হয় কিন্তু শক্ত কাগজের একটি বৃত্তাকার তক্তা পার্শ্বস্থ লোহার চালার সহিত আটকান থাকে; মধ্যস্থলে একটি তার কয়েলের কিনারায় লাগান থাকে; এম্পলিফায়ার হইতে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ তার দ্বারা কয়েলের দুই মাথা পর্যন্ত আনা হয়; কয়েলে বিদ্যুতের পরিবর্তন হইয়া তড়িৎ চুম্বকের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে। ইহার ফলে কয়েলটিও নিজের স্থান হইতে সম্মুখ ও পিছনের দিকে কম্পন করিতে থাকে। কয়েলের সহিত সংযুক্ত কাগজের খোলটিও অনুরূপভাবে কাঁপিতে থাকে। কাগজের কম্পনে তৎপার্শ্বস্থ বাতাসেও অনুরূপ হরকত বা কম্পন সৃষ্টি হয়। এবং ইহার ফলে শ্রোতাদের কানে বক্তার আওয়াজ সদৃশ ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার সংক্ষিপ্ত সার এই যে, বক্তার আওয়াজ মাইক্রোফোনে কম্পন সৃষ্টি করতঃ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করে; এম্‌প্লিফায়ার দ্বারা এই তরঙ্গের শক্তি বৃদ্ধি করা হয় এবং বর্ধিত শক্তি লাউডস্পীকারের শক্ত কাগজকে কম্পিত করে। ইহাতে পার্শ্বস্থ বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে শ্রোতাদের কানে বক্তার আওয়াজের মত একটি আওয়াজ শোনা যায়।

একটি দৃষ্টান্ত

মাইক্রোফোন ও লাউডস্পীকারের আওয়াজের পার্থক্য বুঝার জন্য বৈদ্যুতিক ঘন্টার প্রতি লক্ষ্য করুন। দরজার বাহিরের বোতামে টিপ দিলে ঘরের ভিতরকার ঘন্টা বাজিতে থাকে; যেইভাবে বোতাম টিপা হয় সেইভাবে ঘন্টাও বাজিতে

থাকে। এমন যদি কেহ মনে করে যে, ঘন্টাটি আঙ্গুলের টিপেই বাজিয়াছে, তবে ভুল হইবে, বরং ইহা বৈদ্যুতিক তার, সুইচের পাত ও ঘন্টার ভিতরকার আরমেচার সুইচ ও কয়েলের কর্ম ফলশ্রুতি। আঙ্গুলের টিপ বোতামে লাগিয়াই শেষ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর বিদ্যুৎ এবং ঘন্টার ভিতরকার তড়িৎ আরমেচার সুইচ ও কয়েলের কাজ। আর এই সবের সংমিশ্রণেই ঘন্টা বাজিয়া থাকে। অনুরূপ বক্তার আওয়াজ মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামে কম্পন সৃষ্টি করিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়। তৎপরবর্তী সমস্ত কাজ বৈদ্যুতিক তার, ,বিদ্যুৎ মাইক্রোফোন, এম্পলিফায়ার ও লাউডস্পীকারের; ইহা হইতে নূতনভাবে অনুরূপ আওয়াজ সৃষ্টি হয়।

প্রতিধ্বনি ও লাউডস্পীকারের আওয়াজের পার্থক্য

আওয়াজ বৃত্তাকার তরঙ্গের মত সামনের দিকে বাড়িতে থাকে। এই তরঙ্গ সোজাসুজি কানের পর্দায় পড়িলে কান উহা অনুভব করিতে পারে। আওয়াজে সৃষ্ট বাতাসের তরঙ্গাংশ শ্রোতাদেরকে ডিঙ্গাইয়া সামনে যাইয়া যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে এই তরঙ্গাংশ ফিরিয়া আসিয়া দ্বিতীয়বার শ্রোতার কানে পৌছিয়া আওয়াজ শোনায়। এই ফিরিয়া আসা আওয়াজকে প্রতিধ্বনি বলা হয়। মূল আওয়াজ ও ফিরতি আওয়াজের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রহিয়াছে এবং উভয়ের গতিও এক। কিন্তু লাউডস্পীকারের আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ নহে। বরং অনুরূপ নূতন আওয়াজ। এই আওয়াজ মাইক্রোফোনে পরিবর্তিত বিজলী তরঙ্গ এবং লাউডস্পীকারের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়ায় ইহার সৃষ্টি হয়। বৈদ্যুতিক তরঙ্গে সৃষ্ট আওয়াজের গতি মূল আওয়াজ অপেক্ষা বহু গুণ বেশী। সুতরাং লাউডস্পীকার যদি মাইক্রোফোন হইতে বহু দূরে থাকে তবুও মনে হইবে যেন বক্তা ও লাউডস্পীকারের আওয়াজ একই সঙ্গে হইতেছে। অথচ মূল আওয়াজ এত দূরে যাইতে বেশ সময় লাগিত। যদি মাইক্রোফোন, লাউডস্পীকার বা এম্প্লিফায়ারের কোন অংশ বিকল হইয়া যায় বা বিদ্যুৎ না থাকে তবে কৃত্রিম আওয়াজ থাকিবে না।

লাউডস্পীকারের আওয়াজ

মিঃ এল, কেনিউট, এম, পি, টি, এ, পি, এম, জি, টেলকম, অস্ট্রেলিয়া, কলম্বো পরিকল্পনা টেলি যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, স্টাফ কলেজ, হরিপুর, হাজারা কর্তৃক প্রদত্ত অভিমত।

প্রশ্ন : লাউডস্পীকারের আওয়াজ কি বক্তার মূল আওয়াজ না অন্য কিছু?

উত্তর : আমার মতে লাউডস্পীকারের আওয়াজ বক্তার মূল শব্দ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। মূল শব্দের তরঙ্গ মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামে পতিত হয়। যে ধরনের এম্‌প্লিফায়ার তরঙ্গকে সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল শব্দের অবিকল নকল সৃষ্টি করে। একজন চতুর নকলকারী বা বহুরূপী ব্যক্তি অনুরূপ কৃত্রিম আওয়াজের তামাশা দেখাইতে পারে। যেমন অনেকে কোন প্রসিদ্ধ আওয়াজের সুর বা কিরাতের সুর নকল করিয়া থাকে। কিন্তু যাহার শব্দের নকল করা হইয়াছে, নকলকারীর শব্দ কখনো তাহার শব্দ নহে।

প্রশ্ন : এম্‌প্লিফায়ার সৃষ্ট নূতন আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ হওয়ার নিরিখে প্রতিধ্বনির সহিত কি তুলনা করা যায়?

উত্তর : আমার মতে এই দুটির মধ্যে তুলনা হইতে পারে না। কারণ লাউডস্পীকার নিঃসৃত শব্দের তুলনায় প্রতিধ্বনি মূল আওয়াজের অতি সুন্দর নকল। একটি উত্তম ধরনের প্রতিধ্বনি সম্পর্কে দলীল দ্বারা বলা যায় যে, উহা মূল শব্দের পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যবাহী এবং দিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে উহা অন্যান্য দিক দিয়া মূল আওয়াজই বটে। কিন্তু কৃত্রিম শব্দ হওয়ার দিকে লক্ষ্য না করিলে উত্তম ধরনের এম্‌প্লিফায়ারে সৃষ্ট আওয়াজে মূল আওয়াজের কতক বৈশিষ্ট্য থাকে না।

লাউডস্পীকারের আওয়াজ

মিঃ সি. ডব্লিউ. সি. রিচার্ডস, স্কয়ার, বি. এস. সি. ইঞ্জিনিয়ারিং, ইংল্যাণ্ড এ. এম. সি. ই, এ. এম. আই. ই, ই. কলম্বো পরিকল্পনা উপদেষ্টা, পাকিস্তান সরকার, টেলি কমিউনিকেশান স্টাফ কলেজ, হরিপুর, হাজারা-এর অভিমত।

প্রশ্ন : কোন লোক মাইকে কিছু বলার পর যখন উহা লাউডস্পীকারে প্রকাশিত হয়, তখন এই মাইক হইতে বাহির হওয়া আওয়াজকে কি বক্তার মূল আওয়াজ হিসাবে মানিয়া লওয়া যায়? না ইহা কৃত্রিম আওয়াজ?

উত্তর : আমার অভিমত হইল, এম্‌প্লিফায়ার হইতে শ্রুত শব্দ বক্তার মূল শব্দ নহে, বরং কৃত্রিম শব্দ। এই শব্দটি ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ট্রান্সডিউসার হইতে নির্গত হয় এবং উহা হইতে বাতাসে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং এই কম্পন হইতে কানে শব্দ অনুভূত হয়। এম্‌প্লিফায়ারের শব্দ ও বক্তার মুখ নিঃসৃত শব্দের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই। এই বিষয়টি এইভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, মনে করুন এক ব্যক্তি হাওয়ারুদ্ধ কামরায় (যাহাতে বাহিরের বাতাস ঢুকিতে পারে না এবং ভিতরের হাওয়াও বাহিরে যাইতে পারে না) মাইক্রোফোনে কথা বলিতেছে। এখন কামরার বাহিরে এম্‌প্লিফায়ারে তাহার আওয়াজও শোনা যাইবে; কিন্তু তাহার মূল আওয়াজের কিয়দংশও বাহিরে শোনা যাওয়া শারীরিক দিক হইতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব বিনা দ্বিধায় বলা যাইতে পারে যে, এম্‌প্লিফায়ারের শব্দ বক্তার মূল শব্দ নহে।

প্রশ্ন : কূপ অথবা গম্বুজ বিশিষ্ট দালানে কথা বলিলে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া আসে। এই প্রতিধ্বনি ও এম্‌প্লিফায়ারের আওয়াজ এক কিনা?

উত্তর : প্রতিধ্বনিকে বক্তার মূল আওয়াজ বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু এম্‌প্লিফায়ারের আওয়াজ ও বক্তার আওয়াজ এক নহে।

কৃত্রিম আওয়াজ (৩)

মিঃ আর. এইচ. স্যামিনাস, স্কয়ার ডাইরেকটর অব ইঞ্জিনিয়ারিং মানচেস্টার, ইংল্যাণ্ড, টেলিভিশন নেট ওয়ার্কস লিমিটেড এর অভিমত।

আমার স্পষ্ট অভিমত হইল, এম্‌ফিপ্লায়ারে সৃষ্ট আওয়াজ বক্তার মূল আওয়াজ নহে। ইহা প্রতিধ্বনি মাত্র।

এক টেলিফোন হইতে অন্য টেলি-ফোনে কিভাবে কথা পৌঁছে

মিঃ সাত্তামান টেলি-কমিউনিকেশন ও ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার এস. এণ্ড এইচ. জার্মানী, জেনারেল ম্যানেজার, টেলিফোন ফ্যাক্টরী, হরিপুর. হাজারা।

টেলিফোন একচেঞ্জের মাধ্যমে টেলিফোনের কথকদ্বয়ের সম্বন্ধ কায়েম হওয়ার পর নিম্ন পদ্ধতিতে কথা পৌঁছিয়া থাকে।

বক্তার আওয়াজ বাতাসে কম্পন সৃষ্টি করে এবং এই কম্পন মাইক্রো-ফোনের ডায়াফ্রামে ধাক্কা দেয়। ডায়াফ্রামের কম্পন তরঙ্গ ও মূল আওয়াজের কম্পন মুতাবিক ডায়াফ্রামে কম্পন হয়। ডায়াফ্রামের নীচে বিশেষ ধরনের ধাতব কার্বনের গুঁড়া থাকে এবং ইহাতে চাপ হিসাবে কম বা বেশী হয়। চাপের পরিবর্তনে বিদ্যুতের বাধাও কমে বাড়ে অর্থাৎ ডায়াফ্রামের কম্পন হিসাবে বিদ্যুৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং এই কম্পন মূল আওয়াজের কম্পন মুতাবিক হয়। অতএব সেই প্রতিবন্ধকতার পরিবর্তন মুতাবিক ধাতব কার্বন গুঁড়ায় চালিত বিদ্যুতের পরিমাণ কমে বা বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তিত পরিমাণের এই বিদ্যুৎ তারের মাধ্যমে দ্বিতীয় ব্যক্তির টেলিফোন পর্যন্ত পৌঁছে এবং সেখানে নিম্ন পদ্ধতিতে মূল শব্দের মত একটি শব্দের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় টেলিফোনের ওড়িৎ চুম্বক দিয়া বিদ্যুৎ অতিবাহিত হয় এবং ইহার উপরে রাখা ডায়াফ্রামে কম্পন সৃষ্টি করে। ডায়াফ্রামের কম্পন মুতাবিক আশে পাশের বাতাসে কম্পন সৃষ্টি হয়; আওয়াজকে দূরে পৌঁছাইবার নিমিত্ত কেরিয়ার সিস্টেম তারের প্রচলন করা হয়। যাহার দ্বারা শুধুমাত্র দুইটি তারের লাইনে একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি কথা বলিতে পারে। বেতার যন্ত্র দ্বারাও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে শব্দকে সুদূরপ্রসারী করা যায়। টেলিফোনের নিয়ম এম্‌প্লি-ফায়ারে চলে কিন্তু কার্বন গুঁড়ার পরিবর্তে কনডেন্সর ক্রিস্টাল মাইক্রোফোনে ব্যবহার করা হয়। সামনে পাঠানোর ফলে ইহা দ্বারা সৃষ্ট বিদ্যুতের শক্তিকে

একটি বিশেষ বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা বৃদ্ধি করা হয়। অনুরূপভাবে টেলিফোন এমনকি এম্‌প্লিফায়ারেও মূল আওয়াজ কৃত্রিমভাবে পুনরায় সৃষ্টি হয়।

আধুনিক যন্ত্রপাতি ও মুসলমান

মুফতী মুহাম্মদ শফী, দারুল উলুম, করাচী

বিস্‌মিল্লাহির রহ্‌মানির রাহীম

পৃথিবীর প্রারম্ভ হইতেই এক এক জমানায় এক এক বিষয়ের উন্নতি সাধিত হইয়াছে। বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিল্প ও যন্ত্রপাতির আবিষ্কার এবং উন্নতির যুগ। এই যুগে নিত্য নূতন বিস্ময়কর যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইতেছে। বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা এসবকে সম্মান ও উন্নতির মাপকাঠি মনে করিয়া বসিয়াছে। এমনকি অনেক অজ্ঞ মুসলমান ও খুলাফায়ে রাশেদীন ও ইসলামের রাষ্ট্রনায়কগণ সম্পর্কে এমন ধারণা পোষণ করেন যে, তাহারা এইসব আবিষ্কার সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা অক্ষম ছিলেন। বরং কোন কোন অপরিণামদর্শী লোক আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা ইসলামের কোন উপকার সাধিত হইতে দেখিলে বলিয়া ফেলে যে, হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) ও ইসলামের পূর্ববর্তী মনীষিগণ আধুনিক যন্ত্রপাতি (যাহা দ্বারা পার্থিব সুযোগ-সুবিধা ছাড়া অনেক ইবাদতও অতি উত্তম পন্থায় সম্পন্ন করা যায়) আবিষ্কার করিতে অক্ষম ছিলেন বা অলসতাবশতঃ আবিষ্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন নাই। অথচ ইহা মারাত্মক ভুল ধারণা। ইহার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ সুতরাং এসব আবিষ্কার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন।

বস্তুত ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহারা অবগত নহে, আসমানী ধর্ম ও নবী-রসূলদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহাদের কোন জ্ঞান নাই, কেবল মাত্র তাহারাই উপরোক্ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতে

পারে। আর এইজন্যই তাহাদের চিন্তাধারায় বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। তাহারা যাহাকে চরম উন্নতি বলিয়া মনে করিতেছে আসমানী মিল্লাত উহাকে চরম অবনতি বলিয়া ঘোষণা করে। معشوق من انست انر دیر تر زشت است

আমার প্রেমিকা সে-ই, যে তোমার নিকট বদাকার।

আসল কথা এই যে, ইসলাম ধর্ম এমনকি প্রতিটি আসমানী ধর্ম মানুষকে এই শিক্ষা দেয় যে, যাহা ছাড়া কাজ চলে না, শুধু সেই পরিমাণ প্রতিটি বস্তু ব্যবহার কর। অবশিষ্ট সময় আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণে অতিবাহিত কর। ইহাই মুসলমানের বাস্তব উন্নতি। মূলত মাওলার স্মরণে যে সময়টুকু কাটিবে উহাই কাজে আসিবে। ইহা ছাড়া দুনিয়ার অন্য কিছু অনুসন্ধানে লিপ্ত হওয়া বা পেরেশান হওয়া অজ্ঞতা, অপরিণামদর্শিতা ও নিজের প্রিয় জীবনকে পদদলিত করা ছাড়া আর কিছুই নহে, মহানবী হযরত মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ (সঃ) ও তাহার সাহাবায়ে কিরামগণের দারিদ্র্যের কথা শুনিয়া কোনও অজ্ঞ মুসলমানের মনে এই কথার উদ্রেক হইতে পারে যে, তাঁহারা দরিদ্রতম জীবনযাপন না করিয়া আর কি করিতেন? তাঁহারা পৃথিবীর সমকালীন বস্তু সামগ্রী যোগাড় করিতেও অপারগ ছিলেন। তাঁহাদের দ্বারা আবিষ্কারের তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি হুযুর পাক (সঃ) ও তাঁহার সাহাবায়ে কিরামগণের অনুসরণযোগ্য সম্পূর্ণ জীবন অধ্যয়ন করিবে তাহাকে এই কথা স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর থাকিবে না যে, তাঁহারা স্বেচ্ছায় দরিদ্রতম জীবনযাপন করিতেন। অন্যথায় তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তৎকালীন বাদশাদের চাইতে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহরা জড় জগতের সামগ্রী লাভ করা অনর্থক মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন। এ সবের বিনিময়ে তাঁহারা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের কাজ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এইজন্যই তাঁহারা কখনও লক্ষ টাকার মালিক হইয়াও গরীবের মত জীবন-যাপন করিতেন। স্বয়ং হুযুর পাক (সঃ)-এর জীবনী পাঠ করিলে জানা যায় যে, তিনি একই মজলিসে রাজার

হাজার টাকা দান করিয়া দিয়াছেন। একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর নিকট আরয করিলেন যে, আপনি চাহিলে মদীনার পাহাড়সমূহ আপনার জন্য খাঁটি সোনায় পরিণত করিয়া দেওয়া হইবে, কিন্তু দরিদ্র জীবন যাপনের পক্ষপাত এবং মিসকিনদের সাথে মিলিয়া-মিশিয়া কালাতিপাতকারী দোজাহানের বাদশাহ আমাদের প্রিয় নবী করীম (সঃ) বলিলেন—আমি ধনী হওয়া পছন্দ করি না।

যার মূলকথা দারিদ্র্যের জন্যই তাঁহারা পার্থিব আরাম-আয়েশের জীবন যাপনে সমর্থ হন নাই, এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে জড় জগতের উন্নতিতে লিপ্ত হওয়াকে তাঁহারা ঘৃণা করিয়া আল্লাহ্ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করিতেন :

اللهم احینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی ও زمر
امسا کین

"হে আল্লাহ্! আমাকে মিস্‌কিনদের সহিত জীবিত রাখুন, মিস্‌কিন অবস্থায় আমার মৃত্যু দিন এবং মিস্‌কিনদের সহিত আমার হাশর করুন।"

মূল কথা এই যে, ইসলাম ধর্ম ও প্রত্যেক হক মযহাব মানুষকে উচ্চৈস্বরে এই দাওয়াত দিতেছে যে, শুধু আহার-বিহার ও আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকা মানুষের কাজ নয়। এই কাজে তো বহু প্রাণী ও মানুষের চাইতে অগ্রগামী। মৌমাছির ষড়ভুজি ঘর দেখুন, মনে হয় কেউ যেন স্কেল দিয়া মাপিয়া ইহার বাহুগুলিকে সমান করিয়া দিয়াছে। অতঃপর মাকড়সার সূক্ষ্ম তারের জাল দেখুন। উহা ম্যানচেস্টার ও ল্যাংকাশায়ারের যন্ত্রপাতিকে হার মানাইয়া দিয়াছে। পারলৌকিক সমৃদ্ধি হইতে বঞ্চিত ব্যক্তিরাই বিভিন্ন আবিষ্কারকে উন্নতির মাপকাঠি হিসাবে মানিয়া নিতে পারে। মূলত মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত রহিয়াছে নিজের স্রষ্টার অধিকার সচেতনতার মধ্যে এবং তাহার ইবাদত-বন্দেগীতে নিজেকে মশগুল রাখার মধ্যে। অবশ্য যে পরিমাণ পার্থিব বিষয় সম্পদ ছাড়া চলে না, তাহা সংগ্রহ করাতে কোন বাধা নাই।

হযরত লোকমান হাকীম (আঃ) এই বিষয়টি সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন :

اعمل لدنيا ك بقدر بقا ء ك فيها و اعمل لا خرتك بقدر بقا ء ك فيها

"যতদিন তুমি এই পৃথিবীতে থাকিবে, দুনিয়ার জন্য সেই পরিমাণ কাজ কর এবং পরকালের জন্য সেই পরিমাণ পাথেয় সংগ্রহ কর যতদিন তোমাকে সেখানে থাকিতে হইবে।"

এইজন্যই পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম হইতে আসমানী ধর্ম অনুযায়ী কোন জাতি জড়বাদী অগ্রগতির প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই ; এমনকি বাতিল ধর্মাবলম্বী ও পুরাতন দার্শনিকরাও নিরাকার সৃষ্টির অনুসন্ধানে লিপ্ত রহিয়াছেন। তাঁহারা ইহাকে মানুষের আসল উন্নতি মনে করিয়াছেন এবং আত্মশুদ্ধির জন্য ধ্যান ও সাধনাকে অপরিহার্য মনে করিয়াছেন। অবশ্য প্রাচীন দার্শনিকরা জ্ঞানগত গবেষণার ক্ষেত্রে ভূমিস্তর, আকাশ, নক্ষত্ররাজি ইত্যাদি সম্পর্কে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুসন্ধান লইয়াছেন। এমনকি পাশ্চাত্য জগৎ বর্তমানে একবাক্যে স্বীকার করে যে, প্রাচীন দার্শনিকদের আবিষ্কার যদি আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস না হইত তাহা হইলে পৃথিবীতে উহা অস্তিত্ব লাভই করিত না। প্রাচীন দার্শনিকরা যেসব নীতিমালা উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক বিস্ময়কর ও নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সেই সবেরই ফলশ্রুতি।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও তাঁহাদের সকল প্রকার মনোযোগ ছিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব শ্রেষ্ঠ শক্তি বা আল্লাহ্ তা'আলাকে জানার প্রতি। এই শক্তির সন্ধান লাভকেই তাঁহারা মানবজাতির সব চাইতে সফলতা মনে করিতেন। আর এইজন্য যেহেতু তাঁহারা ধ্যান ও সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি করা অত্যাবশ্যক মনে করিতেন, তাই কার্যত তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইয়াও ধ্যান-সাধনায় মশগুল থাকিতেন। অবশ্য ইহা স্বতন্ত্র ব্যাপার যে, দুর্ভাগ্যবশত তাহারা আধ্যাত্মিক সাধনার কঠিন স্তরগুলি অতিক্রম করার ক্ষেত্রে নিজেদের নিছক বিচার-বুদ্ধির পথ প্রদর্শনকেই যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। নবুয়ত ও আল্লাহ্র বাণীর সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন মনে করেন,

নাই। আর এইজন্যই মনযিল মকসুদে পৌঁছিতে পারেন নাই। তাঁহারা ধ্বংসের গহ্বরে পতিত হইয়াছেন।

সারকথা প্রতিটি সত্য ধর্মের মূলনীতিই হইল দুনিয়ার প্রতি উদাসীনতা এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগ দেওয়া। এমনকি ধর্মের অনুসারী না হইয়াও দার্শনিকরা আধ্যাত্মিক সাধনাকে মানুষের পরিপূর্ণতা মনে করিতেন। এইজন্যই তাহারা গবেষণার এক পর্যায়ে যন্ত্রপাতি আবিষ্কার সময়ের অপচয় মনে করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু মুসলিম শাসনামলের শেষ দিকে পৃথিবী আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে শুরু করে। নাজনিয়ামত ও আমোদ-প্রমোদকে তাহারা পরম উন্নতি মনে করিতে লাগিল। তখন অল্পদিনের মধ্যে এমন অনেক কিছু আবিষ্কার হইল, আধুনিক বিজ্ঞান যাহার নকল করিতেও সক্ষম হয় নাই। দামিশকের প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প, স্পেনের বিস্ময়কর আবিষ্কারসমূহের ইতিহাস জানিলে বুঝা যাইবে যে, দুনিয়ার কল্যাণকর ও অত্যাবশ্যকীয় আবিষ্কার-সমূহের অধিকাংশ আরবদের তথা মুসলমানদেরই অবদান এবং যখন সুসভ্য জগতে ইউরোপবাসীর নামগন্ধও ছিল না, তখন মুসলমানরা এইসব কিছু আবিষ্কার করিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এখানে কয়েকটি বর্ণনা করা হইতেছে।

উত্তম কাপড়

দামিশক, স্পেন, আসবেলিয়া ও হিন্দুস্থানের মিহি ও পাতলা কাপড় শিল্প এত প্রসিদ্ধ ছিল যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। এমন কি খোদ ইংরেজরাও এসব দেশের কাপড় শিল্পের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়াছে। স্পেনে আরব শাসনামলে ১৫১ হিজরীতে শুধু আসবেলিয়ায় ১৬ হাজার কারখানা উত্তম কাপড় প্রস্তুত করিত। এসব কারখানায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজার শ্রমিক কাজ করিত।

—স্পেনের অতীত ও বর্তমান : পৃঃ ৭৮

স্পেনের মারিয়া ও খিরা শহরে ছয় হাজার কারখানা শুধু রেশমী, সার্টিন ও পশমী কাপড় তৈরী করিত এবং আটশত কারখানায় সূচীকর্ম ও চাদরের কিনারায় ফুলের কাজ করা হইত। ছায়কিস্তার মলমল ইত্যাদি উত্তম ধরনের সূক্ষ্ম কাপড় বহুল পরিমাণে তৈরী হইত। ইউরোপীয় কারিগরগণ ইহা নকল করিয়াছে এবং অদ্যাবধি এই সব কাপড় আরবদের নামের সাথে সম্পৃক্ত। ইংরাজীতে বলা হয় DAMESSR অর্থাৎ দামিশকে পদ্ধতি মতে কাপড় তৈরী করা।

বাসনপত্র ও প্রসাধনী দ্রব্যসামগ্রী

চিনি এবং কাঁচের মনোরম বাসনপত্র ও প্রসাধনী দ্রব্য সামগ্রী আজকাল ইংরেজদের অবদান বলিয়া মনে করা হয়। মূলত এইসব তাহাদের কয়েকশত বৎসর পূর্বে আরবী কারিগরগণ প্রস্তুত করিয়াছেন। মালেকা শহর এই শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তথাকার বাসনপত্র পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী করা হইত। এইজন্য এখনো আরব দেশে উন্নতমানের বাসনপত্রকে মালেকী বলা হয়। ইহার আবিষ্কারক ছিলেন স্পেনের হাকীম আব্বাস ইব্‌নে ফরনাছ।

কাগজ

সাধারণত মনে করা হয় যে, কাগজ তৈরীর কারখানা ইউরোপের আবিষ্কার। কিন্তু ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ইহা স্পেনের। স্পেনের সাতেবা শহরের অধিবাসীরা কাগজ শিল্পকে উন্নতির চরম শিখরে পৌছায়।

وفی شاطب یعمل العاغد الجید وحمل منها الی سائر
بلاد اندلس •

সাতেবায় উন্নতমানের কাগজ প্রস্তুত হইত। সেখান হইতে স্পেনের বিভিন্ন শহরে কাগজ রপ্তানী করা হইত।

ছাপাখানা

ছাপাখানাও ইউরোপীয় আবিষ্কার বলিয়া মনে করা হয় এবং গোটেনবার্গকে ইহার আবিষ্কারক বলা হয়। কিন্তু ইতিহাস দেখুন, জানিতে পারিবেন যে, মূলত ইহার প্রথম আবিষ্কারকও মুসলমান। স্পেনে প্রথম মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করা হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। স্পেনের বর্তমান ইতিহাস শুধু এই কথা প্রমাণ করে যে, হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর সুলতান নাসিরের উজিরে আযম আবদুর রহমান ইবনে বদর শাহী হুকুমনামা লিখিয়া ছাপাইবার জন্য পাঠাইতেন এবং মুদ্রিত কপি তিনি নিজের শাসনাধীন বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাইতেন। ইহার দ্বারা জানা গেল যে, গোটেন-বার্গের চারশত বৎসর পূর্বে মুসলমানগণ ছাপাখানা আবিষ্কার করিয়াছেন।

মেঝের নকশী পাথর

ইউরোপীয় ঐতিহাসিক মিজুন লিখেছেন: স্পেনে ঘরের মেঝের নকশী পাথর তৈরী উন্নতমানের কারখানা ছিল। (গাবেরে উনদুলস)

গণিত শাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যা

গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় স্পেনীয় আরবরা অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। এইসব বিষয়ে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত। স্পেনীয় আরব শাসক আব্বাস ইবনে কারনাম একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। উহাতে তিনি আকাশ, ভূমি, নক্ষত্ররাজির নকশা তৈরী করেন। তিনি নকল বিদ্যুৎ চমকান, মেঘ ও বৃষ্টিপাত উহাতে দেখান।

উড়োজাহাজ

মানুষ আকাশে উড়ার প্রথম আবিষ্কারকও আব্বাস ইবনে ফরনাছ। তিনি বিশেষ ধরনের পাখা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এইসব পাখা বাহুতে লাগাইয়া কোন মানুষ অতি সহজে আকাশে উড়িতে পারে। বর্তমান উড়োজাহাজে যেসব বিপদ-আপদ ও ঝুঁকি রহিয়াছে, উক্ত পাখা এইসব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থায় স্পেনীয় আরবরা অত্যন্ত উৎকর্ষ সাধন করে। এমনকি বর্তমান সুসভ্য ও উন্নত বিশ্বেও উহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। সমস্ত এলাকায় সেচের ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তাহারা বৎসরে দুইটি ফসলের স্থলে তিনটি ফসল উৎপন্ন করিত।

ঘর্ষণ যন্ত্র ও পালিশ

এই শিল্প সিরিয়ায় খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেখান হইতে স্পেনীয় আরবরা এই শিল্প সম্পর্কে শিক্ষালাভ করে এবং ইহাতে উন্নতির শীর্ষদেশে পৌঁছায়। এইজন্য অদ্যাবধি এই শিল্পের সাথে স্পেনীয় আরবের নাম জড়াইয়া আছে।

চামড়াজাত দ্রব্য ও উহার কারখানা

কর্ডোভা চামড়া রং করা ও ইহা দ্বারা ব্যবহার্য বিভিন্ন আসবাবপত্র প্রস্তুত কার্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। সেখান হইতে চামড়াজাত বস্তু পৃথিবীর সর্বত্র রপ্তানী করা হইত।

স্থাপত্য ও কারিগরি

আজকালকার নূতন নূতন নির্মাণ কাজ ও উহাতে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি দেখিয়া পুরাতন ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিরা আশ্চর্যবোধ করিতে পারে। কিন্তু যাহারা প্রাচীন ইতিহাসের পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, ইউরোপবাসী এইসব কাজে আরবদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করিয়াছেন এবং আরবদের কাজের হুবহু নকল করিতে সচেষ্ট থাকিয়া অদ্যাবধি কামিয়াব হইতে পারেন নাই। এইসব কাজে আরবগণই ইউরোপ-বাসীর প্রথম উস্তাদ এবং এখনও ইউরোপে আরবীয় স্থাপত্য প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহারা আরব স্থাপত্য শিল্পের মজবুতী, উচ্চতা ও নকশা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া থাকে। স্পেনের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস সম্বলিত সংক্ষিপ্ত পুস্তক 'স্পেনের অতীত ও বর্তমান' এখন আমার কাছে আছে। উহাতে স্পেনের

শহর কর্ডোভা, আসবেলিয়া ও গ্রানাডার গগনচুম্বী ও বিস্ময়কর অট্টালিকা-সমূহ 'কছরে হামরা' জাহ্‌রা ইত্যাদি দেখিয়া অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারও বিস্মিত হইয়া যায় যে, এসব নির্মাণকারী ইহাতে কি যাদুবিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন। দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নাই। ভারতের প্রাচীন স্থাপত্যের কীর্তিগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। এইসবের মধ্যে এমন ইমারত রহিয়াছে, অদ্যাবধি ইউরোপবাসী যেইগুলির নকল করিতে সক্ষম হয় নাই।

লোহা, পিতল ও কাঁচের যন্ত্রপাতি

মারিয়া শহরে লোহা, পিতল ও কাঁচের অসংখ্য ধরনের অতিমনোরম ও মজবুত যন্ত্রপাতি তৈরী করা হইত। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ এইকথা অকপটে স্বীকার করিয়াছেন।

রং

স্পেনের মুসলমানগণই হালকা, গাঢ়, অতি উত্তম রং আবিষ্কার করিয়াছেন। সেখান হইতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবসায়ী জাহাজে করিয়া এই রং রপ্তানী করা হইত।

বাণিজ্য জাহাজ ব্যবস্থা

স্পেনের বাণিজ্য জাহাজগুলির বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে এইসব জাহাজ প্রতিটি নদীবন্দরে পৌঁছিত। তাহারা এইভাবে বহির্বিশ্বের সহিত আমদানী-রপ্তানী করিত।

ঘড়ি আবিষ্কার

ইউরোপবাসী এই কথা স্বীকার করিয়াছে যে, খলীফা হারুন-অর-রশীদের সময়ে ঘড়ি আবিষ্কার হইয়াছে। 'আলফালা সাকাতুল আরবিয়ার' লেখক এই ব্যাপারে ইউরোপীয়দের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। গাবিরুল উনদুলসের মুসান্নিফ উল্লেখ করিয়াছেন যে, স্পেনীয় শাসক আব্বাস ইবনে ফারনাস একটি

অনুপম ঘড়ি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। উহা আজকালকার দেওয়ালঘড়ির মত ঝুলান অবস্থায় চলিত এবং সঠিক সময় দিত।

শহর সজ্জা, পরিচ্ছন্নতা ও আলোর ব্যবস্থা

স্পেনীয় আরবরা শহরগুলি পরিচ্ছন্ন, আলোকাময় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সুসম্পন্ন করিয়াছিল। তখন ইউরোপ ও উহার তমদ্দুনের নামও কেহ লইত না। সড়কসমূহকে মজবুত, সৌন্দর্যমণ্ডিত ও আলোকময় করার ব্যবস্থা সর্ব প্রথম কর্ডোভাবাসী করিয়াছেন। কর্ডোভা শহরের আলোতে শহরের বাহিরের আট-নয় মাইল পর্যন্ত পথিকরা চলাফেরা করিত। গাবেরে উনহুলুস : পৃঃ ১০১

কামান ও বারুদ

কামান ও বারুদের আবিষ্কারক স্পেনীয় আরবরা। তাহাদের তৈরী কামান আজও স্পেনের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এইসব কামান তাহারা গ্রানাডার দুর্গের প্রতিরক্ষায় ব্যবহার করিত।

নারী শিক্ষা ও হস্ত শিল্প

কর্ডোভা শহরের পূর্ব পার্শ্বে শুধু একটি এলাকায় ১৭০ জন মেয়েলোক কুফার লিখনী পদ্ধতিতে অতি সুন্দরভাবে কুরআন শরীফ লিখিত। ইহা ছিল শুধু শহরের একাংশের অবস্থা। অন্যান্য এলাকার অবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, তাহাদের হস্তশিল্প ও নারী শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত ছিল।

কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে ইসলামী স্পেনের ইউরোপীয় প্রমাণ

একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন, সমকালীন বস্তুগত ক্ষেত্রে স্পেনীয় আরবদের তমদ্দুন অতি উন্নতমানের ছিল। অনাবাদী ভূমি আবাদ-করণের ক্ষেত্রে তাহারা যে সকল উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়াছে

যদি আমরা (ইউরোপীয়রা) আরবগণকে এইগুলির আবিষ্কারক বলিয়া মানিয়া না নেই তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, তাহারা কৃষিকে উন্নতির চরমে পৌঁছাইয়াছেন এবং এই ক্ষেত্রে ক্ষতিকর দিক হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। যেমন রেশমী কাপড়, চামড়াজাত দ্রব্য, চিনি ও কাঁচের বাসনপত্র, তুলা, পশম এবং বিভিন্ন গাছের ভিতরকার শাস দ্বারা সুতা তৈরী করিয়া উহা দ্বারা কাপড় ইত্যাদি তৈরীর কারখানার আবিষ্কারক আরবগণ। তাহারা বহু স্মরণীয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আটশত বৎসর পরও বর্তমানে এসব বিস্ময়কর বলিয়া মনে হয়। গাবেরে উন্দুলুস : পৃঃ ৮১

অপর একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন : "ইসলামী তমদ্দুনের যুগে স্পেনে চার কোটি লোক কারখানায় কাজ করিত। আজ ইউরোপের উন্নতির যুগে ইহার লোকসংখ্যা মাত্র দুই কোটি দশ লক্ষ। ইসলামী যুগে স্পেনে অনেক শহর আবাদ করা হইয়াছে।" আজকাল সেগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সেকালে সেচের সুব্যবস্থা ছিল এবং কৃষি কার্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গাবেরে উন্দুলুস : পৃঃ ৮২

আর একজন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন ঃ স্পেনে আরব শাসনামলে ছিল স্বর্ণময় যুগ। গাবেরে উন্দুলুস : পৃঃ ৮২

অপর একজন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন : মুষ্টিমেয় কিছু লোক ছাড়া আরব শাসনামলে স্পেনের সকল অধিবাসী শিক্ষিত ছিল। অপরদিকে সমসাময়িককালে ইউরোপে সামান্য সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই মূর্খ ছিল।

গাবেরে উন্দুলুস : পৃঃ ৮৭

আবিষ্কার, কারিগরি ও সভ্যতার উন্নতি সম্পর্কে এখানে যাহা লিখা হইয়াছে, উহা শুধু মুসলিম সাম্রাজ্যের একাংশ স্পেনের কয়েকটি শহরের ইতিহাস মাত্র। ইহা ইতিহাসের একটি ছোট পুস্তিকা হইতে সাধারণভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইল, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির চরম উন্নতির দাবিদার ইউরোপীয়

ভক্তদের সামনে একটা ক্ষুদ্র চিত্র তুলিয়া ধরা। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমানগণ যখন তাহাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গদের শিক্ষা ছাড়িয়া আবিষ্কার ও কারিগরিকে উন্নতি মনে করিয়াছিলেন, তখন অল্প সময়ে তাহারা আবিষ্কার ও কারিগরি কার্যে সভ্য দুনিয়ার শীর্ষস্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। আজও বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞদের উহা অস্বীকার করার উপায় নাই এবং ইউরোপীয় আবিষ্কারকগণ আরবদের এই অভূতপূর্ব উন্নতি এখনো স্বীকার করিতে বাধ্য।

হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ), তাবেয়ীন, খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) আবিষ্কার ইত্যাদিকে খুব বুঝিয়া-শুনিয়া এইজন্য এড়াইয়া গিয়াছেন যে, মানুষের মূল সৌভাগ্য, বুজুর্গী, উন্নতি ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এইসব আবিষ্কারের কোন দূরবর্তী সম্পর্কও নাই (অর্থাৎ আবিষ্কারের দ্বারা সৌভাগ্যশালী বা জ্ঞানী বলিয়া প্রমাণ হয় না)। এই আধুনিক আশ্চর্যজনক আবিষ্কার তো মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীও করিতে পারে। বাবুই পাখির ঘর দেখুন, কত আশ্চর্যময় ঘর। মানুষের মূল উন্নতি ও বুজুর্গী নিহিত রহিয়াছে শুধু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের মধ্যে।

ইসলাম আধুনিক যন্ত্রপাতির আবিষ্কারকে মানুষের মূল সৌভাগ্য বলিয়া মনে না করিলেও আল্লাহ্ তা'আলার অন্যান্য নিয়ামতের মত আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার জায়েয বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। তবে ব্যবহারের শর্ত হইল এই যে, সদা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানের আওতায় থাকিতে হইবে। আল্লাহ প্রদত্ত এই নিয়ামতকে কখনও আল্লাহ্ বিরোধী কাজে ব্যবহার করা চলিবে না।

বান্দা মোঃ শফী
মহররম, ১৩৫৮ হিঃ

গ্রামোফোন ইত্যাদি সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

মুসলমানদের প্রতিটি পদক্ষেপ ও কাজ শরীয়তের আওতাভুক্ত। এইজন্য নূতন কোন আবিষ্কার তাহাদের সামনে আসিলে মুসলমান হিসাবে তাহার প্রতি

ফরয হইল, উহার প্রতি অগ্রসর হওয়ার আগে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে সংশ্লিষ্ট বস্তুটির কল্যাণকর-অকল্যাণকর দিক বিচার-বিবেচনা করা। ইহার পর সংশ্লিষ্ট বস্তুটির ব্যবহার করা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে।

গ্রামোফোন আমেরিকায় আবিষ্কার হয়। ইহার পর মুসলিম বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। এই বস্তুটির ফিকাহ্ শাস্ত্রে কয়েকটি প্রশ্নের সংযোজন করিয়াছে। আলিমগণ ইহার জওয়াব লিখিয়াছেন। কোন কোনটি মুদ্রিতও হইয়াছে। ইতিমধ্যে আমার মান্যবর জনাব হাফেজ মোঃ ইয়াকুব সাহেব [তিনি কুতবে আলম হযরত মাওলানা রশীদ আহম্মদ গঙ্গুহী (রঃ)-এর নাতি] এই বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত জবাব লিখার হুকুম করিলেন। আমার স্বল্প ইলম সত্ত্বেও তাঁহার নির্দেশ পালন করা সৌভাগ্য মনে করিয়া আমার সামান্যতম মেহনত পাঠকবৃন্দের সম্মুখে পেশ করিতেছি।

গ্রমোফোন সম্পর্কে ফিকাহ্ শাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্নাবলী ও সেই সবের জবাব দেওয়ার আগে কিছু উপকারী জ্ঞাতব্য বিষয় লিখা হইতেছে। এইসব বিষয় চিত্তাকর্ষক হওয়া ছাড়াও মূল বিষয়ের গবেষণায় কিছুটা সহায়ক হইবে।

গ্রামোফোন একটি গ্রীক শব্দ। ইহার আভিধানিক অর্থ 'শব্দ লিখক' বর্তমান যুগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এডিশনকে এই যন্ত্রের আবিষ্কারক বলা হইয়া থাকে। তিনি কানের শ্রবণশক্তি এবং তাহার মাধ্যমে শব্দানুভূতির উপর গবেষণা করিয়া পরিশেষে এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন।

কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায়, গ্রীক দার্শনিক আফলাতুন বা প্লেটোও গ্রামোফোনের মত মানুষের আওয়াজের প্রতিধ্বনি সংরক্ষণকারক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। কিভাবে কিসের দ্বারা তিনি উহা তৈরী করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই। অতঃপর এডিশনের আবিষ্কার কি প্লেটো আবিষ্কৃত যন্ত্রের নকল, না তিনি আলাদাভাবে উহা আবিষ্কার করিয়াছেন. এই সম্পর্কেও বিস্তারিত কিছু জানা যায় নাই। সে যাহা হউক, প্রাচীন ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এই যন্ত্রের আবিষ্কারক প্লেটো। সেকালে আমীর-উমারাগণ ইহাকে

বিচিত্রবিনোদন কাজে ব্যবহার করিতেন না। রাজকীয় বড় বড় কাজে ব্যবহার করিয়া বিশেষভাবে উপকৃত হইতেন। গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা লিখার পরিবর্তে গ্রামোফোন দ্বারা সংরক্ষণ করিয়া বিকৃত হওয়ার হাত হইতে রক্ষা করিতেন। আজকাল বাদী-বিবাদী ও তাহাদের সাক্ষীদের জবানবন্দি, জেরা এবং আদালতের রায় লিপিবদ্ধ করার জন্য দপ্তর তৈরী করিতে হয়, কেরানী রাখিতে হয়। তথাপি পরিবর্তন ও জাল হওয়ার ভয় থাকে। সেকালে শাসক ও বিচারপতিগণ এই কাজে গ্রামোফোন ব্যবহার করিতেন। নিম্ন আদালতের রায় ও নথিপত্রের বিবরণ গ্রামোফোনের দ্বারা উচ্চ আদালতে প্রেরিত হইত। ইহা দ্বারা এমন সুন্দরভাবে বিবরণ পৌঁছিত, যেন উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা জবানবন্দি স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছেন। সেক্ষেত্রে পরিবর্তন ও অস্বীকারের কোন অবকাশ থাকিত না।

গ্রামোফোনে হাওয়া আওয়াজ বহন করে, না বাক্য তৈরী হয়

মানুষ সাধারণত এই কথা মনে করিয়া থাকে যে, গ্রামোফোনে হাওয়া বাক্য বহন করিয়া থাকে এবং প্রতিধ্বনির মত ইহাই দ্বিতীয়বার শোনা যায়। কিন্তু এই যন্ত্রের মূল হাকীকত ও ইহার প্রস্তুত প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এই ধারণা ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। আধুনিক বিশ্বকোষের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই যন্ত্রের মূল ভিত্তি এক বিশেষ ধরনের নলের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার মধ্যস্থলে একটি ধাতব পর্দা থাকে এবং পর্দার পিছনে এক টুকরা তুঁতিয়া রাখা হয় এবং ইহার সম্মুখ ভাগে একটি পিন থাকে। যখন আওয়াজের কম্পিত হাওয়া নলের পথে সেই পর্দায় পৌঁছে, তখন ঠিক ঐ পরিমাণ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয় যতটুকু প্রতিটি অক্ষরের জন্য উপযোগী অর্থাৎ যেভাবে মানুষের মুখের হরফ নির্গত হওয়ার স্থানসমূহের সংকোচন ও সম্প্রসারণের ফলে অক্ষর শব্দ ধ্বনিত হইয়া থাকে। যেমন 'মিম' উচ্চারণ করার সময় উভয় ঠোঁট

মিলিয়া যায় এবং 'ওয়াও' উচ্চারণ কালে ঠোঁটের কিয়দাংশ মিলে ও মধ্য ভাগে ফাঁক থাকে। অনুরূপ এই শব্দের হাওয়া অন্য যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত পর্দাকে সেই পরিমাণ চাপ দেয়। যাহা দ্বারা হরফের সঠিক উচ্চারণ সৃষ্টি হয় এবং সেই পর্দার সঙ্কুচিত হওয়ার কারণে তৎসংলগ্ন পিনটিও অনুরূপ সঙ্কুচিত হয় এবং ইহাতে সমস্ত কথার গঠন অংকিত হইয়া যায়। অতঃপর এই অঙ্কিত কথাগুলি তুঁতিয়ার দ্বারা সেই নল ও পর্দা ইত্যাদির সাহায্যে দ্বিতীয়বার যখন (যখন খুশী) অনুরূপ আওয়াজ সৃষ্টি করা যায়। ইহা গ্রামোফোনের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনা করার স্থান নহে এবং বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্যও নহে। আমাদের উদ্দেশ্য শুধু এই কথা প্রমাণ করা যে, গ্রামোফোনের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত আওয়াজের মত নহে। বরং যেমন মানুষের মুখের কম্পন বা নাড়ার দরুন বাতাসে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং শব্দ গঠিত হইয়া শ্রোতার কানে পৌঁছে। গ্রামোফোনের ভিত্তিও ইহার ব্যতিক্রম নহে। ইহাতে সেই নিয়মে হরফ ও শব্দ সৃষ্টি হয় আর এইজন্যই ইহাকে কথা বলার যন্ত্র বলা হয়।

গ্রামোফোন চিত্তবিনোদন যন্ত্র কিনা

এই আলোচনা অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা পূর্ণ। কারণ ইহার দুইটি দিক রহিয়াছে। আর উভয় দিকেই কিছু সাক্ষী প্রমাণ রহিয়াছে। ইহার কতক মাসআলা এই তাহকীকের উপর নির্ভরশীল। কারণ যদি ইহাকে চিত্তবিনোদন যন্ত্রের মধ্যে শামিল করা হয় তবে হারমোনিয়াম, দোতারা, সেতারার মত ইহা দ্বারা বৈধ আওয়াজ শোনাও দুরস্ত হইবে না। আর যদি এই কথা সাব্যস্ত হয় যে, ইহা টেলিফোন ইত্যাদির মত শুধু আওয়াজ নকলকারী যন্ত্র, চিত্তবিনোদন ও গানবাদ্যে কখনও কখনও ঘটনাক্রমে ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। তবে এখানে এইভাবে বিশ্লেষণ করিতে হইবে, যে প্লেটে মেয়েলোকের গান বা কোনও বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ থাকে উহা হারাম।

আর যে প্লেটে কোন বৈধ আওয়াজ থাকে তবে উহা আমোদ-প্রমোদ হিসাবে মাকরূহ। আর যদি আমোদ-ফুর্তি ছাড়া ভাল উদ্দেশ্যে শোনা যায় তবে শোনা জায়েয হইবে।

গ্রামোফোন চিত্তবিনোদন যন্ত্র হওয়ার যুক্তি

১. অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের মত ইহাও গান-বাদ্য ও আমোদ-প্রমোদে ব্যবহৃত হয়। শ্রোতারা ইহা হইতে বাদ্যযন্ত্রের মত আস্বাদ গ্রহণ করে। কাজেই গ্রামোফোনও বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

২. যদি সাধারণ বাদ্যযন্ত্র ও গ্রামোফোনের মধ্যে এইভাবে পার্থক্য করা হয় যে, ইহাতে অন্য আওয়াজের নকল করা হয় আর বাদ্য-যন্ত্রের দ্বারা আওয়াজের নকল করা হয় না, বরং আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়, তবে ইহা খণ্ডন করার জন্য বলা যায় যে, বাদ্যযন্ত্র দ্বারাও আওয়াজের নকল করা হয়। এইজন্যই হিন্দী ভাষায় একটা প্রবাদ বলা হয়, 'তাঁত বাজি রাগ পায়া' অর্থাৎ দোতারার তার বাজিতেই বুঝা যায় যে, কোন্ গান গাহিতেছে। বিশেষ করিয়া হারমোনিয়ামে তো পুরাদস্তর আওয়াজের নকল হয়। অবশ্য গ্রামোফোনের মত পরিষ্কার হয় না। মূল কথা এখানে পার্থক্য এইটুকু যে, গ্রামোফোনে পূর্ববর্তী আওয়াজের নকল হয়, আর অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে নূতন আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়। এই পার্থক্য প্রাচীন পদ্ধতিতে ছবি অঙ্কন ও আধুনিক আলোকচিত্রের মত। ছবি অঙ্কন-কারী নিজের ইচ্ছামত ছবি তৈরী করে আর আলোকচিত্র শিল্পী কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিকৃতি ক্যামেরার সাহায্যে তুলিয়া থাকে। এই পার্থক্যের কারণে উভয়ের বিধানে পার্থক্য হইবে না। অন্যান্য ছবির মত ক্যামেরার সাহায্যে তোলা ছবিও নাজায়েয। বলা হয় যে, যতক্ষণ আয়না বা পানিতে ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতিবিম্বের মত থাকে ততক্ষণ জায়েয। আর যখন মসল্যা দ্বারা মেশিনের সাহায্যে কোন কিছুতে অঙ্কিত হইয়া যায় তখন ইহার ছবি হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। অনুরূপ একটি জায়েয

বিষয় যতক্ষণ তাহার আসল অবস্থায় ছিল, জায়েয ছিল। আর যখন এই আওয়াজের প্রতিধ্বনি চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এই যন্ত্রে উঠান হইল তখন উহা গান ও কৌতুক হিসাবে নাজায়েয বিবেচিত হইল। মূল কথা এই যে, কোন আওয়াজের হুবহু নকল হওয়াতে চিত্তবিনোদন যন্ত্রের জায়েয ও নাজায়েয হওয়ার কোন পার্থক্য সূচিত হয় না।

৩. হারমোনিয়াম ইত্যাদির মত গ্রামোফোনকেও সাধারণত বাদ্যযন্ত্র বলা হয়।

গ্রামোফোন নকলকারী যন্ত্র হওয়ার যুক্তি

১. এই আলোচনার শুরুতে আপনি জানিতে পারিয়াছেন যে, গ্রামোফোনের আবিষ্কারক আফলাতুন। তিনি ক্রীড়া-কৌতুকপ্রিয় কিংবা আমোদী লোক ছিলেন না এবং চিত্তবিনোদক বস্তু হিসাবে তিনি গ্রামোফোন আবিষ্কার করেন নাই। সেকালের লোকেরা ইহাকে অনর্থক কাজে ব্যবহারও করেন নাই। তাঁহারা ইহাকে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মূলত ইহা বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ইহাকে গান-বাজনার জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই।

২. আমেরিকার এডিশন দ্বিতীয়বার এই যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। যতটুকু জানা গিয়াছে, তাঁহার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যও চিত্তবিনোদন ছিল না। বরং একটি প্রয়োজনীয় বস্তু আবিষ্কার করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তবে এডিশনের ভাগ্যে এমন সৌভাগ্যশালী লোক জুটে নাই, যাহারা ইহাকে ভাল কাজে ব্যবহার করিবে এবং আফলাতুনের মত ইহাকে একটি স্মরণীয় বস্তুতে পরিণত করিবে।

৩. যাহা মূলত জায়েয, যদি লোকেরা ইহাকে হারাম কাজে ব্যবহার করিতে শুরু করে তবে এই কারণে ইহাকে বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে না। কারণ টেলিফোনকে কখনও সাধারণ লোকেরা গানবাজ্যে ব্যবহার করিতে শুরু করে, তবে ইহা বাদ্যযন্ত্রের শামিল বলিয়া মনে করা

হইবে না। আজকাল অনেকেই মাটির কলসী বাজাইয়া গান গাহিয়া থাকে। কিন্তু এই কারণে কেহ কলসীকে বাদ্যযন্ত্র বলে না। আবার কেহ তালি বাজায় আর গান গায়। এখানেও হাতকে বাদ্যযন্ত্র বলা যাইতে পারে না। এইজন্যই শরীয়তে কোন কোন সময় তালি বাজানোর অনুমতিই দেওয়া হয় নাই, বরং ইহা করার নির্দেশও হইয়াছে। যেমন নামাযীর সামনে দিয়া কেহ যাইতে চাহিলে পুরুষ নামাযী সুবহানাল্লাহ্ বলিবে আর মেয়েলোক তালি বাজাইবে (ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি আর সামনে দিয়া যাইবে না)। মোটকথা, কোন বস্তুকে কখনও ক্রীড়া-কৌতুক বা গান-বাদ্যে ব্যবহার করিলে উহা বাদ্যযন্ত্রের শামিল হওয়া জরুরী নহে। সুতরাং গ্রামোফোনকে সাধারণ মানুষ প্রমোদ ও গান-বাজনায় ব্যবহার করাতে ইহা বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৪. গ্রামোফোন ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের পার্থক্য শুধু এই হিসাবে নয় যে, গ্রামোফোনে আওয়াজের নকল হয় আর বাদ্যযন্ত্রে নূতন আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়, বরং এই পার্থক্য উপরোক্ত যুক্তিসমূহের উপর নির্ভরশীল। পরে ইহার আরও তাহকীক করা হইবে। কারণ নূতন আওয়াজ হওয়া বা আওয়াজের নকল করার মধ্যে বাদ্যযন্ত্র হওয়া না হওয়ার মধ্যে কোন দখল নাই। গ্রামোফোনকে ফটোগ্রাফের উপর কিয়াস করাও ঠিক নহে। কারণ আওয়াজ নকল করা শরীয়তে নিষিদ্ধ নহে। কিন্তু কোন প্রাণীর ছবি তোলা শরীয়তে হারাম।

৫. প্রথমত, পরিভাষায় কোন কিছুর নাম বাদ্যযন্ত্র রাখার দরুন তাহার বস্তুগত কোন পরিবর্তন হয়। দ্বিতীয়ত, ইহার ব্যাপক প্রচলন হওয়ার মধ্যেও কথা রহিয়াছে। তৃতীয়ত, বলা যায় যে, ব্যাপকভাবে ক্রীড়া-কৌতুকে ইহার ব্যবহার হওয়ার কারণে লোকেরা ইহার নাম বাদ্যযন্ত্র রাখিয়াছে।

উভয় দিকের যুক্তিসমূহের প্রেক্ষিতে বিষয়টি আরো চিন্তা-ভাবনা ও অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। কিন্তু এই বিষয়ে হাকীমুল উম্মাত

মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-এর ফয়সালা (যাহা তিনি আমার চিঠির উত্তরে লিখিয়াছেন) সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য। বরকতের উদ্দেশ্যে তাঁহার ভাষা হুবহু এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে। তাহা হইল : "এই সন্দেহের উত্তর এই যে, গ্রামোফোন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া স্বীকৃত নহে। কারণ হারাম বাদ্যযন্ত্র ঐগুলি, যাহার খাস আওয়াজ উদ্দেশ্য। অবশ্য ইহাতে কোন বিশেষ কণ্ঠস্বর মিলানো যাইতে পারে যেমন হারমোনিয়ামে হয়। গ্রামোফোনের নিজস্ব আওয়াজ উদ্দেশ্য নহে, বরং বর্ণিত বস্তুর আওয়াজ মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহার প্রমাণ এই যে, গ্রামোফোনে যে আওয়াজ সংরক্ষণ করিয়া পুনরায় শুনানো হয়, যদি উহার (মূল আওয়াজ) পাওয়া যায় তবে কেহই গ্রামোফোনের শরণাপন্ন হয় না। পক্ষান্তরে হারমোনিয়াম ইত্যাদিকে বাদ দেওয়া হয় না। কারণ গ্রামোফোনের কারণে মূল আওয়াজের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। কাজেই মূল বক্তা (যাহার আওয়াজ প্লেটে উঠানো হইয়াছে) পাইলে কেহ এই যন্ত্রের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না। আর হারমোনিয়ামের আওয়াজে মূল আওয়াজের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মূল আওয়াজ পাওয়া গেলেও হারমোনিয়াম বাদ পড়ে না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হারাম বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব আওয়াজ মুখ্য, গ্রামোফোন উহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

সারকথা এই যে, বাদ্যযন্ত্র ও চিত্তবিনোদন যন্ত্রে উহার নিজস্ব আওয়াজও উদ্দেশ্য হয়। যদিও উহার দ্বারা কোন বিশেষ কথা নকল করা হউক না কেন। গ্রামোফোনের নিজস্ব আওয়াজ উদ্দেশ্য নহে, বরং মূল আওয়াজ (যাহা প্লেটে উঠানো হইয়াছে) শোনা উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং গ্রামোফোনকে হারাম বাদ্যযন্ত্রের আওতাভুক্ত করা যাইতে পারে না।[১]

১. পূর্বেও বলা হইয়াছে যে, গ্রামোফোন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও ইহার প্লেটে গান-বাজনা বা কোন হারাম কথা উঠাইয়া গ্রামোফোনে বাজান দুরস্ত হইবে না। বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার উপকারিতা এই যে, ইহা দ্বারা বৈধ কথা শোনা যাইবে। —অনুবাদক

গ্রামোফোনের ইসলামী বিধান

ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ হইতে গ্রামোফোন সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উঠিতে পারে। সুতরাং এসব প্রশ্নের জওয়াব ক্রমানুসারে দেওয়া হইল।

প্রশ্ন

১. গ্রামোফোনে সাধারণ গান-বাজনা ও মেয়ে লোকের গান ইত্যাদি শোনা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা।

২. কোন বৈধ গদ্য—প্রবন্ধ অথবা পদ্য গ্রামোফোনে আনন্দচ্ছলে শোনা জায়েয কিনা।

৩. কোন প্রয়োজনীয় এবং উপকারী কথা গ্রামোফোনে শোনান জায়েয কিনা।

৪. গ্রামোফোনে কুরআন শরীফ শোনা ও শোনানো জায়েয কিনা।

৫. গ্রামোফোনে যে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা হয় উহার বিধান ও সাধারণ তিলাওয়াতের বিধান এক কিনা।

৬. গ্রামোফোনে সিজদার আয়াত শুনিলে শ্রোতাদের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হইবে কিনা।

৭. যে প্লেটে কুরআন শরীফের সূরা মাহফুজ আছে, অযু ছাড়া উক্ত প্লেট স্পর্শ জায়েয কিনা।

উত্তর

১. যাহা শোনা মূলত হারাম, উহা গ্রামোফোনে শোনাও হারাম। যেমন মেয়েলোকের গান, যদিও বাদ্য ছাড়া হয় এবং পুরুষের গজল যদি বাদ্য সহকারে হয় তবে উহা শ্রবণ করা হয়, হারাম। অনুরূপ নাচ-তামাশার নকল, কোন মুসলমানের গীবত বা মিথ্যা কথা বা মিথ্যা অপবাদ ইত্যাদি যেমন মূলত হারাম, তেমনি গ্রামোফোনে শোনাও সর্বসম্মত মতে হারাম।

২. যাহা মূলত মুবাহ্, উহা গ্রামোফোনে শোনাও (বাহ্যিক আনুষঙ্গিক বস্তুর প্রতি লক্ষ্য না করিলে) মূলত জায়েয। কারণ গ্রামোফোন মূলত হারাম বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং কোন জায়েয কথা কোন বাহ্যিক মাকরূহ বা হারাম কারণ ব্যতীত না-জায়েয হইবে না। অবশ্য যদি বিনা প্রয়োজনে শুধু আমোদ-প্রমোদ হিসাবে শোনা হয়, তখন ইহা ক্রীড়া-কৌতুকের অন্তর্ভুক্ত হইবে; যদিও ইহা হারাম কৌতুক না হউক, কিন্তু ইসলাম ধর্ম এই ধরনের অযথা ক্রীড়া-কৌতুক বর্জনের শিক্ষা দিয়াছে। হাদীস শরীফে আছে; من حسن اسلام المرء تركه ما لايعنيه 'অনর্থক কার্যাবলী পরিহার করা খাঁটি মুসলমান হওয়ার নিদর্শন।'

সারকথা এই যে, জায়েয কথা গ্রামোফোনে শোনা জায়েয বটে, কিন্তু পরিহার করা উত্তম। ইহা হইল গ্রামোফোন সম্পর্কিত মূল মাসআলা। অধিকন্তু যখন গ্রামোফোনের ব্যাপক ব্যবহার হারাম কার্যাবলী হইতেছে, তখন উপরোক্ত জায়েয পন্থা না-জায়েয পন্থার সহিত সাদৃশ্যের দরুন জায়েয না-জায়েয এবং হালাল-হারামের সন্দেহে পতিত হইয়া অনেক অসুবিধার সৃষ্টি করিবে। সর্বসাধারণ জায়েয না-জায়েয পন্থার মধ্যে পার্থক্য করিতে সক্ষম হইবে না, সুতরাং জায়েয কথাও যে গ্রামোফোনে শোনা জায়েয হইবে না। যেমন ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ সরবতের পাত্র মদের পাত্রের মত দস্তরখানে রাখা সাদৃশ্যের দরুন নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। অবশ্য যদি কখনও কোন দেশে গ্রামোফোনের ব্যাপক ব্যবহার গানবাদ্য ও আমোদ-প্রমোদ না হয় তখন জায়েয কথা বা সওয়াবের কথা গ্রামোফোনে শোনা জায়েয হইবে।

৩. কোন প্রয়োজনীয় উপকারী কথা (যাহা শরীয়তে না-জায়েয নহে) হুবহু নকল করা মকসুদ হইলে প্লেটে উহা মাহ্‌ফুজ বা সংরক্ষণ করিয়া গ্রামোফোনে শোনা জায়েয আছে।

৪. কুরআন শরীফ রেকর্ড করিয়া গ্রামোফোনে শোনা জায়েয নহে। কারণ বিনা প্রয়োজনে গ্রামোফোনে মুবাহ কথা শোনাও জায়েয নহে।

বলা বাহুল্য, গ্রামোফোনে কুরআন শরীফ শোনার কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই ইহা ৩ নং প্রশ্নের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। আরও উল্লেখ্য যে, গ্রামোফোনে কুরআন শরীফ শোনা আমোদ-ফূর্তির শামিল এবং কুরআন মজীদের তিলাওয়াত ইবাদত। সুতরাং উহাকে আমোদের বিষয় বানানো হারাম। এমনকি ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের মতে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্রতা বর্ণনার উদ্দেশ্য ছাড়া সুবহানআল্লাহ্ কিংবা আলহামদুলিল্লাহ্ বলাও জায়েয নহে। এই দৃষ্টিকোণ হইতে যদি কোন বস্তু বিক্রির সময় বলে, সোবহানাল্লাহ্ ইহা কত ভাল বস্তু। যেহেতু এখানে বস্তুটির শ্রী বৃদ্ধির খাতিরে সোবহানাল্লাহ্ বলা হইয়াছে কাজেই উহা জায়েয হইবে না।

৫. গ্রামোফোনে শোনা কুরআন পাকের হুকুম মৌখিক তিলাওয়াতের মত। উক্ত আওয়াজকে মন্দ বলা, ঠাট্টা করা বা কুরআন হওয়ার কথা অস্বীকার করা জায়েয নহে।

৬. গ্রামোফোনে সিজদার আয়াত শোনা গেলে সিজদা ওয়াজিব হইবে না।

৭. গ্রামোফোনের যে প্লেটে কুরআনের আয়াত সংরক্ষিত আছে উহা (অযূ ছাড়া) স্পর্শ করা জায়েয আছে।

বিশিষ্ট আলিমগণের অভিমত

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)

আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও হযরত নবী করীম (সঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠান্তে আমি এই পুস্তিকা লেখকের প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমার অভিমত প্রকাশের জন্য পুস্তিকাটি আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা পড়ার পর আমি অনেক উপকারী কথা জানিতে পারিয়াছি। সে যাহা হউক, পুস্তিকাটি

সম্পর্কে আমার অভিমত হইল, এই রিসালায় গ্রামোফোন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা লেখক ব্যাপক তাহকীক করিয়া সন্দেহ দূরীভূত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার দরখাস্তে আমি ইহার নাম রাখিলাম 'রফ্উল খিলাফ আন হুকমে ফনোগ্রাফ'। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে কবুল করুন এবং লেখককে অনুরূপ বড় বড় কাজ করার তৌফিক দান করুন।

—আশরাফ আলী
থানা ভবন
২১/৩/১৩৪৭ হিঃ

আল্লাহ্ তা'আলার তৌফিকে বলিতেছি, "গ্রামোফোন সম্পর্কিত তাহকীক গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ।"

—আল আহকার আজিজুর রহমান

২৮/৩/৪৭ হিঃ

হামদ ও সালাতের পর আরয এই যে, মাওলানা মুফতী মোঃ শফী সাহেবের এই নূতন পুস্তিকা পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। তিনি উহাতে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক তথ্য শরীয়তের বিধানসমূহ লিখিয়া বড় বড় আলিমের দ্বারা বিশুদ্ধ মীমাংসা করিয়াছেন। দোয়া করিতেছি যে, লেখকের অন্যান্য কিতাবের মত আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকেও ব্যাপকভাবে কবুল করুন।

—ফকীর আসগর হোসাইন

ফটো সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কিছু লোক শরাবের (মদের) নাম পরিবর্তন করিয়া উহা পান করিবে এবং মজলিসে গানবাদ্য করিবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের কিছু সংখ্যককে মাটিতে ঢুকাইয়া দিবেন এবং কিছু সংখ্যককে বানর ও শূকর বানাইবেন।

হযরত রসূলে করীম (সঃ) মদ সম্পর্কে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন এখন লোকেরা মদ্য ছাড়া অন্যান্য হারাম কাজেও এইরূপ করিতেছে। যে নামে শরীয়তের কোন কিছুকে হারাম করা হইয়াছে, উহাতে সামাজিক নূতন রং লাগাইয়া নাম পরিবর্তন করিয়া বিনা দ্বিধায় উহার ব্যবহার করা হইতেছে এবং মনে করা হয় যে, এই ছলছুঁতায় আল্লাহ্ তা'আলার আজাব হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। তাহাদের জ্ঞান থাকিলে বুঝিবে যে, ইহা দ্বারা তাহারা একটি গুনাহের পরিবর্তে দুইটি গোনাহের অপরাধে অপরাধী হইল। এক গুনাহ সেই হারাম কার্য করা আর দ্বিতীয় গুনাহ হইল সেই গুনাহর জন্য লজ্জিত না হওয়া ও উহার সংশোধন হইতে গাফিল থাকা। যেমন মদের নাম এলকোহল অথবা স্প্রীট রাখিয়া জায়েয করা হইয়াছে। অনুরূপ ছবির নাম ফটোগ্রাফি রাখিয়া হালাল করার অপচেষ্টা করা হয়। গ্রামোফোন পুরাতন বাদ্যযন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। (তাদের মতে) এই নাম পরিবর্তনের কারণে ইহাও হালাল হইয়া গিয়াছে। সুদের নাম লাভ ও ঘুষের নাম খিদমতের প্রতিদান রাখিয়া প্রকাশ্যে ইহার লেনদেন শুরু হইয়াছে।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় ফটো ও ফটোগ্রাফির মাসআলা। ইহাও সেই শুভংকরের ফাঁকিরই একাংশ। শরীয়ত ছবি তোলা ও ইহার ব্যবহারকে হারাম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছে। বর্তমান যুগের প্রসারিত দাবিদার মুসলমানরা ছবিতে নূতন রঙের প্রলেপ দিয়া ছবি তোলার পুরাতন নিয়ম ছাড়িয়া নূতন নিয়ম আবিষ্কার করিয়া উহার নূতন নাম রাখিয়াছে এবং হারামের ফতুয়া হইতে নির্ভীক হইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিতদের প্রতি তেমন অভিযোগ করা যায় না বরং কিছু সংখ্যক আলিম নামধারী লোক মুজতাহিদ ইমামগণের সমালোচনা করিতেও দ্বিধাবোধ করে না। তাহারা ছবি তোলাকে ফটোগ্রাফির নামে জায়েয বলিয়া ফতুয়া দিয়াছে। ছবি ও ফটোর মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে তাহাদের দলীল এই:

১. ইহা তাহাদের সর্বোচ্চ দলীল যে, কেহ ফটোর পূজা করে না (মূর্তি পূজার কারণেই মূর্তি ও ছবি হারাম)। "কেহ ফটোর পূজা করে না" - আমি

এই কথা মানিয়া লইতে পারি না। কেননা আজও উপমহাদেশের এক সম্প্রদায় নিজেদের পীরের ছবির পূজা করে। তদুপরি পূজার কারণে ছবি হারাম হওয়ার অর্থ এই নহে যে, সর্বক্ষণই উহার পূজা হইতে থাকিবে। বরং ছবি অবশ্যই শিরকের সূচনা। যদিও বর্তমানে ইহার পূজা হয় না; কিন্তু ভবিষ্যতে ইহার পূজার খুবই আশঙ্কা রহিয়াছে। কারণ হযরত ঈসা (আঃ), হযরত মরিয়ম (আঃ) ও অন্যান্য নবীর স্মৃতি হিসাবে তাঁহাদের ছবি তৎকালীন লোকেরা তৈরী করিয়াছিলেন। সে যুগে এইসব ছবি কাহারও পূজা করার কল্পনাও ছিল না। কিন্তু কিছুকাল পরেই এই সব ছবির পূজা আরম্ভ হইল। আর যদি তর্কের খাতিরে এই কথা মানিয়া লওয়া হয় যে, ফটোর পূজা হয় না এবং ভবিষ্যতেও হইবে না, তবে ইহা দ্বারা বড় জোর এতটুকু জানা যাইবে যে, ফটো পূজনীয় বস্তু নহে। কিন্তু শুধু এই কথা দ্বারা ফটো তোলা জায়েয হইবে না। কারণ কোন কাজ হারাম হওয়ার কয়েকটি কারণ থাকিলে তথায় কখনও কোন একটি কারণ বিদ্যমান না থাকায় উহা হালাল হইতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি চুরি-ডাকাতি ও খুনের দোষে দোষী। সাফাই সাক্ষী দ্বারা খুনের অভিযোগ হইতে বাঁচিয়া গেলেও সে মুক্তি পায় না। তাহাকে অন্যান্য অপরাধের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। অনুরূপ ছবি হারাম হওয়ার বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। যেমন ছবি পূজা (শিরকের সূচনা) কাফিরদের সহিত সাদৃশ্য হইয়া ছবিওয়ালার ঘরে ফিরিশতা না আসা ইত্যাদি। সুতরাং শিরকের সূচনা না হইলেও এই সব কারণে ছবি জায়েয হইতে পারে না। তবে হ্যাঁ, এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, পূজা করার জন্য ছবি রাখার যে শাস্তি হইবে, এমনি রাখলে সে শাস্তি হইবে না।

উপরিউক্ত আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, চিত্রাংকন ও ফটোগ্রাফিদের একই বিধান। অর্থাৎ কোন প্রাণীর ফটো তোলা হারাম। প্রাণহীন বস্তুর মধ্যে যাহার পূজা করা হয় উহার ছবি তোলাও হারাম। অনুরূপ কোন তৈলচিত্র ব্যবহারের যে বিধান, আলোকচিত্র ব্যবহারেরও একই বিধান।

উভয় প্রকার ছবি ব্যবহার করাই অবৈধ। ইনশাআল্লাহ্ এই সম্পর্কে আগামীতে আলোচনা করা হইবে।

দ্বিতীয় দলীল

বলা হইয়া থাকে যে, ফটোগ্রাফি মূলত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করা। যেমন আয়নায় পানি বা অনুরূপ অন্য বস্তু প্রতিবিম্বিত হয় এবং ইহাতে যেমন গুনাহ হয় না, তেমনি ফটোগ্রাফিতেও গুনাহ হইবে না। কারণ উহাতেও ক্যামেরার আয়নায় সম্মুখস্থ বস্তুর সুরত প্রতিবিম্বিত হয়। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আয়নায় পানির প্রতিবিম্ব অস্থায়ী আর ফটোর প্রতিবিম্বকে রাসায়নিক উপায়ে স্থায়ী করা হয়। নতুবা ফটোগ্রাফার কোন অঙ্গ সৃষ্টি করে না। সুতরাং আয়নার প্রতিবিম্ব যেমন হারাম হয় না, তেমনি ক্যামেরায় তোলা ছবিও হারাম হওয়ার কোন কারণ নাই।

কিন্তু সামান্য চিন্তা করিলে বুঝা যাইবে যে, পানিতে দৃশ্য ছবি জায়েয হওয়ার সাথে ক্যামেরায় তোলা ছবির সাদৃশ্য বাহির করা কিয়াসের মূলনীতির পরিপন্থী। এইরূপ ভ্রান্ত কিয়াস করা কোন আলিমের জন্য শোভা পায় না। বস্তুত উভয়ের মধ্যে একাধিক পার্থক্য রহিয়াছে। আয়নার প্রতিবিম্ব ও ক্যামেরায় তোলা ছবির মধ্যকার কয়েকটি স্পষ্ট পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হইল :

১. সবচাইতে বড় পার্থক্যটি তাহারাও স্বীকার করিয়াছে। তাহারা নিজেরাই বলিয়াছে, পার্থক্য শুধু ইহাই যে, আয়নায় পানির প্রতিবিম্ব অস্থায়ী এবং ক্যামেরার ছবি রাসায়নিক উপায়ে স্থায়ী করা হয়। কিন্তু তাহারা এই পার্থক্যটিকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া উপেক্ষা করিতে চাহিতেছে। অথচ ইহাই ছবি ও প্রতিবিম্বের একটিকে অপরটি হইতে পার্থক্যকারী। প্রতিবিম্বকে রাসায়নিক উপায়ে স্থায়ী না করিলে প্রতিবিম্ব থাকে আর করিলে স্থায়ী হয় এবং উহা ছবি বা মূর্তিতে পরিণত হইয়া যায়। উহাকে আর প্রতিবিম্ব বলা হয় না। কারণ প্রতিবিম্বটি মূল বস্তু হইতে পৃথক হইতে পারে না। এইজন্য যতক্ষণ ব্যক্তি বা বস্তু আয়না বা পানির সম্মুখে থাকে ততক্ষণ উহার প্রতিবিম্ব আয়না বা পানিতে দেখা

যায়। হাঁটিয়া গেলে প্রতিবিম্বও বিলীন হইয়া যায়। মানুষ রৌদ্রে দাঁড়াইলে তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে। যে যেদিকে চলে তাহার ছবিও তাহার সঙ্গে চলিতে থাকে, যতক্ষণ না কোথাও রসায়ন অথবা নকশা ও রং দ্বারা ছবি আঁকা হয়। সারকথা এই যে, প্রতিবিম্বকে যতক্ষণ না রাসায়নিক উপায়ে স্থায়ী করা হয় ততক্ষণ উহা প্রতিবিম্ব, আর যখন কোন প্রকারে উহাকে স্থায়ী করা হয় তখন উহা ছবি বা মূর্তিতে পরিণত হয়।

প্রতিবিম্ব যতক্ষণ প্রতিবিম্ব থাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে উহা হারামও নহে, মাকরূহও নহে— উহা আয়নাতে হউক বা পানি কিংবা ক্যামেরার কাঁচে হউক। কিন্তু যখন উহা রাসায়নিক উপায়ে বা অংকনের মাধ্যমে অথবা ক্যামেরার সাহায্যে ছবিতে রূপান্তরিত হয়, তখন উহার বিধান ছবির অনুরূপ হইবে। অর্থাৎ রাসায়নিক কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে স্থায়ী করার পূর্বে আয়নার প্রতিবিম্বের ক্যামেরায় প্রতিবিম্বও জায়েয ব্যাপার। আর রাসায়নিক কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে স্থায়ী করা হইলে ক্যামেরার প্রতিবিম্বের মত আয়নার প্রতিবিম্বও হারাম। বর্তমানে যদি কেহ এমন কোন রাসায়নিক বস্তু আবিষ্কার করে যাহা কোন আয়নায় লাগাইলে উহার সম্মুখস্থ বস্তুর সুরত উহাতে স্থায়ী হইয়া যাইবে অথবা কেহ সেই সুরতকে কলম ইত্যাদি দ্বারা আয়নায় নকশা করিয়া দিলে তখন এই আয়নার বিধানও ছবিরের মতই হারাম হইবে।

একটি সন্দেহের নিরসন

ছবি তোলা জায়েয হওয়ার পক্ষে অভিমত পোষণকারিগণ বলিয়াছেন, ফটোগ্রাফার কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে না। এই প্রসঙ্গে জানা দরকার যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টির অর্থ কি? কোন যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত শুধু হস্ত দ্বারা ছবির প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরি করাকেই কি সৃষ্টি বলা হয়, না যন্ত্রের সাহায্য নেওয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত? যদি বলা হয় যে, যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হইলে উহা সৃষ্টি বলিয়া গণ্য হইবে না, তাহা হইলে বলিতে হয়, যদি কেহ মেশিনের সাহায্যে

লোহা, তামা বা অন্য কোন ধাতু দ্বারা মূর্তি তৈরি করে বা ছাঁচে ঢালিয়া মূর্তি বানায়, তাহা হইলে এক্ষেত্রে বলিতে হইবে যে, সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে নাই। আর সে মূর্তি তৈরীর অপরাধে অপরাধী হইবে না। এমনকি কলম দ্বারা ছবি আঁকিলেও দোষী হইবে না। কারণ কলমও একটি যন্ত্র বিশেষ। এই যুক্তিতে ফটোগ্রাফিসহ সমস্ত মূর্তি ও ছবি তোলা জায়েয হইয়া যায়; অথচ এইগুলি তৈরি করা সর্বসম্মত মতে নাজায়েয।

আর যদি যন্ত্রের সাহায্যে ছবি আঁকিলেও অঙ্গ সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত হয়, তবে মেশিন ও ছাঁচে তৈরি মূর্তি কলমে আঁকা ছবিতে যেমন অঙ্গ সৃষ্টি হয় অনুরূপ ক্যামেরায় তোলা প্রতিবিম্বকে রাসায়নিক উপায়ে স্থায়ী করাও অঙ্গ সৃষ্টির শামিল। সুতরাং মেশিনে ও ছাঁচে মূর্তি বানান ও কলমে ছবি আঁকা যেমন হারাম, রাসায়নিক পদ্ধতিতে ক্যামেরার প্রতিবিম্বকে স্থায়ী করাও হারাম না হওয়ার কোন কারণ নাই। তর্কের খাতিরে যদি এই কথা মানিয়া নেওয়া হয় যে, ফটোগ্রাফার ছবির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে না তবে ইহা দ্বারা বড়জোর এই কথা প্রমাণিত হইবে যে, ফটোগ্রাফিতে স্রষ্টার সহিত সাদৃশ্যতা হয় না। বস্তুত ছবি অংকন সম্পর্কিত কিতাবে লিখা হইয়াছে যে, ছবি তোলা হারাম হওয়ার কারণ শুধু স্রষ্টার সহিত সাদৃশ্যই নহে। বরং ছবি শিরকের সূচনা হওয়া এবং কাফিরদের সহিত সাদৃশ্যও ছবি তোলা হারাম হওয়ার কারণ। আমি উক্ত কিতাবে লিখিয়াছি যে হারাম হওয়ার কারণসমূহের কোন একটি কারণ বিদ্যমান থাকিলেও ছবি তোলা জায়েয হইতে পারে না। সুতরাং ক্যামেরার ছবি তোলাটি সৃষ্টি করার অর্থ পাওয়া না গেলেও উহা জায়েয হইবে না।

২. অতঃপর আয়না ও পানির মধ্যে দৃশ্য প্রতিবিম্ব ও ক্যামেরায় ছবির মধ্যকার দ্বিতীয় পার্থক্য এই যে, আয়নায় দৃশ্য প্রতিবিম্বে কাফিরের সহিত সাদৃশ্য হয় না; কিন্তু ক্যামেরায় তোলা ছবিতে সাদৃশ্য রহিয়াছে। তাছাড়া পানিতে প্রতিবিম্ব দেখা শুধু কাফিরদেরই বৈশিষ্ট্য ছিল না। মহানবী হুযূরে পাক (সঃ) হইতেও এইরূপ করার প্রমাণ রহিয়াছে। আর ফটো দেওয়ালে

লাগান তো রোমান ক্যাথলিক ও অন্যান্য ছবিপূজক কাফির সম্প্রদায়ের অনুকরণ হয়।

৩. আয়না ইত্যাদিতে দৃশ্য প্রতিবিম্বকে কেহ ছবি বলে না। কিন্তু ক্যামেরায় তোলা প্রতিবিম্বকে ছবি বলা হয়। সুতরাং ক্যামেরায় তোলা ছবি আর অংকিত চিত্রের একই বিধান হইত। কিন্তু আয়নায় দৃশ্য প্রতিবিম্বের বিধান ছবিতে প্রযোজ্য হইবে না। ক্যামেরায় তোলা ছবি আয়না ইত্যাদিতে দৃশ্য প্রতিবিম্ব হইতে পার্থক্যকারী এই তিনটি কারণ বর্ণিত হইল। সুতরাং উহাকে আয়নায় প্রতিবিম্বের সহিত তুলনা করা অযৌক্তিক ও শরীয়তের পরিপন্থী ধারণা।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, ছবি তোলা জায়েয হওয়ার সমর্থকরা নিজেদের মজিমত হইলে সমসাময়িক আলিমদের কথা মানিতে প্রস্তুত আর মজির খিলাফ হইলে মুজাহিদ ইমাম (রঃ) ও পূর্ববর্তী বুযুর্গদের কথাও মানিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা পূর্ববর্তী ইমামগণের অনুসরণকে পথভ্রষ্টতা মনে করে। এমনকি তাহারা সমস্ত ফিকাহ শাস্ত্রবিদ ও মুহাদ্দিসগণের সমালোচনা করিয়া থাকে। তাহারা সমসাময়িক কয়েকজন আলিমের ফতোয়ার দ্বারা হারামকে হালাল করিতে চায়। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, নিজেদের মজিমত না হইলে হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কেও যেন তাহারা চিনে না। আর মজিমত হইলে সমসাময়িক লোকের ফতোয়াকে দলীল হিসাবে দাঁড় করান হয় যদিও ইহার বিপরীত হাজার হাজার আলিমের ফতোয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। যাহারা ধর্মকে প্রবৃত্তির অধীন করেন না, ইসলামের পূর্ববর্তী ইমামগণকে নিজেদের চাইতে অধিক জ্ঞানী মনে করিয়া তাহাদের মতামতকে নিজেদের রায়ের উপর প্রাধান্য দিয়া থাকেন, এমন হক্কানী আলিমগণকে তাহারা প্রগতিশীল আলিম বলিয়া মনে করেন না। যদি শুধু এই কারণে তাঁহাদিগকে প্রগতিমনা শ্রেণী হইতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকে, তবে ইহা তাঁহাদের জন্য গৌরবের বিষয়। তাঁহাদের এমন জ্ঞানের প্রয়োজন নাই, যাহা প্রবৃত্তিকে ধর্মের উপর প্রাধান্য দেয় বা

ইমামগণকে অমান্য করার প্রতি প্ররোচিত করে। অধিকন্তু সমস্ত রওশন খেয়াল ও প্রগতিমনা আলিম ছবি তোলা জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে নহেন। বহু আধুনিক আলিম যাহারা এককালে ছবি তোলা জায়েয বলিয়া তৎপ্রতি মানুষকে কার্যত উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন তাঁহারা বর্তমানে স্বীয় কৃতকর্ম হইতে তওবা করিয়া ছবি তোলা নাজায়েয বলিতেছেন। আমরা অতি আনন্দের সহিত মওলানা আবুল কালাম আযাদকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। তিনি বহুদিন পর্যন্ত স্বীয় পত্রিকা 'আল-হেলাল'-কে ছবিসহ প্রকাশনার পর এখন স্বীয় অভিমত পুনর্বিবেচনা করিয়াছেন। তাঁহার কোন ভক্ত তাঁহার জীবনী লিখিয়া উহাতে তাঁহার ছবি দিতে চাইলে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি উক্ত ভক্তের পত্রের জবাবে লিখেন :

ছবি তোলা, উহা রাখা ও প্রচার করা নাজায়েয। আমি নিতান্ত ভুলক্রমে 'আল-হেলাল পত্রিকা' ছবিসহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই ভুল হইতে এখন তওবা করিয়াছি। আমার পূর্ববর্তী ভুল ঢাকিয়া রাখা উচিত। প্রচার করা সমীচীন নহে।

তাঁহার নিকট ছবি তোলার দরখাস্ত করা হইলে তিনি জবাবে উহা চিত্রাংকনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লিখিয়াছেন। ছবি তোলা, ছবি রাখা, প্রচার করা সব নাজায়েয। ইহা দ্বারা মাওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (রঃ)-এর দলিলের রহস্য ফাঁস হইয়া গিয়াছে—নদভী সাহেব রওশন খেয়াল আলিমদের কথা নকল করিয়া বলিয়াছেন :

ফটো তাসবীর (ছবি) নহে, ফটোকে তাসবীর বলা যায় না। অবশ্য মাওলানা সুলায়মান নদভীও মৃত্যুর পূর্বে মত পরিবর্তন করিয়া ফটোকে নাজায়েয বলিয়াছেন।

আমার শেষ আরয হইল, যে সকল দলীলের উপর ভিত্তি করিয়া ফটোকে জায়েয বলা হয় উহার একটিও গ্রহণযোগ্য নহে। এমন দলীলের পরিপ্রেক্ষিতে

স্পষ্ট হারামকে হালাল বলা আল্লাহ্ভীরু কোন মুসলমানের জন্য সম্ভব নহে। ইহা উপরে উল্লিখিত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হইবে যাহাতে হুযূরে পাক (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক পয়দা হইবে তাহারা নাম বদলাইয়া মদ্য পান করিবে।" অনুরূপ তাহারাও তাসবীরের নাম ফটো রাখিয়া উহাকে হালাল করিতে চায়। আল্লাহ্ তা'আলা মুসলমান-দিগকে এই মুসিবত হইতে রক্ষা করুন! আমীন! লাহাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ্ বিল্লাহ্।

—মুফতী মুহম্মদ শফী

চলচ্চিত্র সম্পর্কে ইসলামী বিধান

প্রশ্ন ঃ শরীয়তের মুফ্তী সাহেবগণ এই মাস্আলায় কি অভিমত পোষণ করেন যে, যদি সিনেমার পর্দায় ইসলামের খলীফাগণ ও ইসলামের পথ প্রদর্শক-গণের চলচ্চিত্র নাচিতে গাহিতে বলিতে দেওয়া এবং মুসলিম ললনাদিগকে জনসাধারণে বেপর্দা পেশ করা হয় তবে শরীয়তে কি এই কাজ জায়েয, না হারাম। আর যাহারা এই কাজে জায়েয হওয়ার স্বপক্ষে প্রচার করে ও মুসলমানদেরকে তৎপ্রতি উৎসাহ প্রদান করে শরীয়তে তাহাদের সম্পর্কে কি বিধান?

উত্তর ঃ অংকিত চিত্র হোক কিংবা দেহবিশিষ্ট মূর্তি হোক, শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রাণী মাত্রেরই ছবি তৈরী করা গুনাহের কাজ।

فى جمع الفوائد من السنة عن عائشة رض قدم صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام على سهوة لى فيه تصاوير فنزعه وقال اشد عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله -

অর্থ: হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, একদা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) সফর হইতে বাড়ী আসিলেন। আমি ছবিযুক্ত তাক পর্দা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলাম। তিনি উহা খুলিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "আল্লাহ্‌র সৃষ্টির সহিত সাদৃশ্যকারীর প্রতি কিয়ামতের দিন ভীষণ আযাব রহিয়াছে।"

কোন মুসলমানের ছবি তোলা আরও বেশী গুনাহের কাজ। কারণ ইহাতে এমন ব্যক্তিকে গুনাহের হাতিয়ার বানান হইতেছে, যিনি ইহাকে খারাপ জানেন। এই বিধান অনুযায়ী পাপকার্যে আল্লাহ্‌র নামের কসম খাওয়া বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। তাফসীরে জালালাইন শরীফে আছে:

ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم اى نصبا لها بان تكثر الحلف به -

অর্থ: "আল্লাহ্ তা'আলাকে তোমরা কসমের হাতিয়ার বানাইও না। যেমন আল্লাহ্‌র নামে অধিক পরিমাণে কসম খাইতে থাকিবে।" যদিও সে ছবির প্রতি কোন মন্দ জিনিস সম্পৃক্ত করা না হয়, বরং শুধু আমোদ-প্রমোদ ও বিনোদনের জন্য করা হয়, কারণ হারাম বস্তু হইতে চোখের স্বাদ গ্রহণ করাও হারাম।

'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে বলা হইয়াছে:

تتاب الا شربة و حرم الانتفاع بها اى بالخمر ولو بسقى دواب او الطين او نظر للتلخ -

অর্থ: মদ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। উহা কোন প্রাণীকে পান করান হউক কিংবা উহা দ্বারা কোন কিছু লেখা হউক, অথবা প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে উহার প্রতি তাকান হউক।

আর যদি সেই ছবির কোন দোষ-ত্রুটি নির্দেশ করা হয়, তাহা হইলে গীবতসহ দ্বিগুণ গুনাহ্ হইবে। কারণ গীবত শুধু কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

নহে, কলমেও গীবত হয়। অনুরূপ সেই দোষ-ত্রুটির আকৃতি তৈরী দ্বারাও গীবত হয়। বরং ইহা কঠিন গীবত।

وفى احياء العلوم بيان ان الغيبة لاتقتصر على اللسان اعلم ان الذم باللسان انما حرم لان فيه تفهيم الغير نقصان اخيك وتعريضه بما يكرهه فالتعريض به كالتصريح والفعل فيه كالقول والاشارة والايماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل فى الغيبة وهو حرام فمن ذالك قول عائشة دخلت علينا امرأة فلما ولت اومأت بيدى انها قصيرة فقال عليه السلام اغتبتيها (ابن ابى الدنيا وابن مردويه من رواية حسان بن مخارق وحسان وثقه ابن حبان وباقيهم ثقات كذا فى تخريج العراقى باختلاف يسير وفى بعض الالفاظ) ومن ذالك المحاكاة كان يمشى متعارجا اوكما يمشى فهو غيبة بل هو اشد فى الغيبة لانه اعظم فى التصوير والتفهيم ولما راى صلى الله عليه وسلم عائشة حاكت امرأة قال ما يسرنى انى حاكيت انسانا ولى كذا وكذا وتقدم فى الادلة العادية عشر عن ابى داؤد والترمذى وصححه وكذا فى تخريج العراقى وكذالك الغيبة بالكتابة فان القلم احد اللسانين وذكر المصنف شخصا معينا وتهجين كلامه فى الكتاب غيبة الخ

অর্থ: ইয়াহ্ওইয়াউল উলুমে 'গীবত কথায় সীমাবদ্ধ নহে' শিরোনামে বর্ণিত আছে, জানিয়া রাখ যে, কথায় গীবত করা হারাম হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে তোমার মুসলমান ভাইয়ের দোষ অন্যকে বুঝান হয় বা দোষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়, যাহা সে জানিতে পারিলে অসন্তুষ্ট হইবে। দোষের ইঙ্গিত করা স্পষ্টভাবে দোষ বলার মতই। এ ব্যাপারে কোন কাজ কথার মতই। সর্ব প্রকার ইশারা, লিখা, এমন কি নড়াচড়া যাহা দ্বারা অন্যের দোষ বুঝান হয় সবই গীবতের অন্তর্ভুক্ত। আর তাহা হারাম। এই পর্যায়ে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর কথা: "একদা আমাদের ঘরে একজন মহিলা আসিল। সে যখন চলিয়া গেল, তখন আমি হাতের ইশারায় মহিলাটির বেঁটে হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিলাম। তখন হুযুর (সঃ) বলিলেন, তুমি তাহার গীবত করিয়াছ।' কাহারও দোষ নকল করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। যেমন লেংড়া ব্যক্তির হাঁটা নকল করা বা সে যেরূপ হাঁটে উহা নকল করা গীবত। বরং ইহা কঠিন গীবত। কারণ নকলের মাধ্যমে সুন্দরভাবে পরের দোষ বুঝান হয়। হযরত রসূলে করীম(সঃ) যখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-কে মহিলাটির দোষ নকল করিতে দেখিলেন, তখন বলিলেন, আমাকে এত টাকা দিলেও আমি কাহারো দোষ নকল করিতে রাযী নাই। অনুরূপ লিখার গীবত রহিয়াছে। কারণ কলমও একটি মুখ। কোন লেখকের কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আলোচনা করিয়া তাহার কথাকে স্বীয় কিতাবে ত্রুটিপূর্ণ গণ্য করা গীবত।

অনুরূপ কাহারও প্রতি দোষারোপ করার মত তাহার দোষযুক্ত আকৃতি বানানও পাপ। যেমন বেপর্দাভাবে মেয়েলোকের ছবি প্রকাশ করা।

বুখারী শরীফের 'মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ' শীর্ষক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে:

غزوة الفتح - عن ابن عباس رض ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تقدم الى ان يدخل البيت و فيه الالهة فامر بها فاخرجت فاخرج صورة ابراهيم واسماعيل فى

ان يقسما من الازلام فقال النبى صلى الله عليه وسلم قاتلهم
الله لقد علموا ما استقسما بهما قط ثم دخل البيت -
(الحديث)

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) যখন মক্কায় আসিয়া বায়তুল্লায় প্রবেশ করিলেন, তখন উহাতে অনেক মূর্তি ছিল। তিনি এইগুলি বাহির করার হুকুম দিলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মূর্তিও বাহির করা হইল, তাঁহাদের হাতে বন্টনের তীরসমূহ ছিল। হযরত রসূলে করীম (সঃ) বলিলেন, আল্লাহ্ তাহাদের ধ্বংস করুক। তাহারা জানিত যে, তাঁহারা (হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল) কখনও এই সব তীর দ্বারা বন্টন করিতেন না। অতঃপর তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করিলেন।

যদিও এই দোষ কাহারও মধ্যে থাকে তবু সর্বপ্রকার গীবত হারাম। আর যদি কাহারও মধ্যে এই দোষ না থাকে তবে ইহাকে অপবাদ (গীবতের চাইতে মারাত্মক) বলা হয়।

আবু দাউদ ও তিরমিযী শরীফে বলা হইয়াছে :

عن ابى هريرة رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكر احدكم
اخاه بما يكره فقال رجل ارايت ان كان فى اخى ما اقول
قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه
ما تقول فقد بهته -

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, 'তোমরা গীবত কি জান?' সকলে বলিলেন, 'আল্লাহ্ ও তাঁহার রসূলই সবচাইতে ভাল জানেন।' হযরত

আকরাম (সঃ) বলিলেন, 'জানিয়া রাখ, গীবত বলা হয় তোমার ভাইয়ের এমন সমালোচনাকে যাহা সে জানিতে পারিলে অসন্তুষ্ট হইবে। এক ব্যক্তি বলিল, যদি কথিত দোষ তাহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তবুও কি গীবত হইবে? তদুত্তরে হুযুর আকরাম (সঃ) বলিলেন, যদি তাহার মধ্যে সেই দোষ থাকে তবে তুমি তাহার গীবত করিলে। আর যদি সেই দোষ না থাকে তবে তুমি তাহার প্রতি বোহতান বা অপবাদ রটাইলে। যাহার গীবত করা হইয়াছে, যদি মুসলমান হওয়া ছাড়াও সম্মান পাওয়ার অন্য কোন কারণ থাকে। যেমন মুসলমান বাদশাহর গীবত করা। তাহা হইলে গীবত দ্বারা এইরূপ লোককে অপদস্থ করিলে আল্লাহ্ তা'আলার ভীষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে বলা হইয়াছে:

من اهان سلطان الله فى الارض اهانه الله -

অর্থ: যে ব্যক্তি পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বাদশাহকে অপদস্থ করিবে আল্লাহ্ তাহাকে অপদস্থ করিবেন।

যাঁহাদেরকে অপদস্থ করা নিন্দনীয় তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদের অপদস্থ করাও নিন্দনীয়। আরবের কাফিররা তাহাদের প্রেম নিবেদনমূলক কবিতায় হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর স্ত্রীদের সম্পর্কে আলোচনা করিত। আল্লাহ্ তা'আলা ইহাকে অতি কষ্টদায়ক বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। তফসীরে জালালাইনে বলা হইয়াছে:

ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم من اليهود والنصرى ومن الذين اشركوا (من العرب) اذى كثيرا من السب والتثريب بنسائكم -

অর্থ: য়াহুদী খৃস্টান ও মুশরিকদের তরফ হইতে তোমরা বহু কষ্টদায়ক কথাবার্তা শুনিবে। তাহারা তোমাদেরকে গালি দিবে, তোমাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করিবে।

বিবি-বাচ্চার স্থান তো অনেক উর্ধ্বে। ব্যবহৃত কাপড়ের দোষ বর্ণনা করাও হারাম।

ইহ্‌ইয়াউল্ উলুম গ্রন্থে বলা হইয়াছে:

بيان معنى الغيبة : واما فى ثوبه فقولك انه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب -

অর্থ: গীবতের ব্যাখ্যায় বলা হয়, কাপড়ের গীবত হইল কাহাকেও এইরূপ বলা যে, তাহার আস্তিন ঢোলা বা নিম্নাংশ লম্বা কিংবা তাহার কাপড় ময়লা।

আর যদি কোন ছবি (খাহেশ হয় এমন) নারীর হয়, তবে ছবির পাপের সহিত কুদৃষ্টির পাপও সংযোজিত হইবে। কারণ ছবি তো তাহার (যাহার ছবি) অবিকল নকল। খারাপ নজরে বেগানা মেয়েলোকের কাপড় দেখাও হারাম।

রুদ্দুল মুহতার গ্রন্থে বলা হইয়াছে:

ان رؤية الثوب بحيث يصف حجم العضو ممنوعة ولو كثيفا لانرى البشرة منه وفيه فى بحيث النظر الى الاجنبية من المرأة او الماء بخلاف النظر لانه انما منع من حيث الفتنة والشهوة وذالك موجود هنا وفيه فى احكام ستر العورة ان الى ملاءة الاجنبية بشهوة حرام -

অর্থ: বেগানা মেয়েলোকের কাপড় দেখা যাহা দ্বারা তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন বুঝা যায়, তাহা শরীয়তে নিষিদ্ধ। যদিও কাপড় মোটা হওয়ার দরুন দেহের চামড়া দেখা না যায়। উক্ত কিতাবে, আয়না ও পানিতে বেগানা

মেয়েলোক দেখার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, আয়না ও পানি ছাড়া সরাসরি দেখার ব্যাপার অন্য রকম। কারণ এইক্ষেত্রে দেখা নিষেধ হওয়ার কারণ হইল ফিতনা ও খাহেশ এবং এই কারণ আয়না ও পানির দেখাও বিদ্যমান রহিয়াছে। উক্ত কিতাবে ছতর ঢাকার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, 'খাহেশের সহিত বেগানা মেয়েলোকের কাপড় দেখা হারাম।

বিশেষত মুসলিম মহিলাদের ছবির প্রতি অমুসলমানদের খাহেশের সহিত দেখার সুযোগ দেয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ খারাপ নিয়তে দেখাও হাদীস মতে এক রকম ব্যভিচার।

সর্বোপরি অপরাধ হইল ধর্মের পথ প্রদর্শকদের অবমাননা করা। কারণ ইহা মূলত ইসলাম ধর্মের অবমাননার সমান। সুতরাং কোন প্রকারেই ইহা বরদাস্ত করা যাইতে পারে না।

জমউল ফাওয়ায়েদে বলা হইয়াছে :

عن ابى امامة رفعه ثلثة لا يستخف بهم الا منافق ذوالشيبة فى الاسلام و ذوالعلم و امام مقسط و فيه عن الترمذى عن عبد الله بن مغفل مرفوعا الله الله فى اصحابى من اذاهم فقد اذانى و من اذانى فقد اذى الله و من اذى الله فيوشك ان ياخذه ـ

অর্থ : তিন প্রকারের লোককে মুনাফিক ভিন্ন অন্য কেহ অবমাননা করিতে পারে না। ১। মুসলমান বৃদ্ধ। ২। আলিম ও ৩। ন্যায়পরায়ণ বাদশা। হযরত রসূলে করীম (সঃ) ইরশাদ করেন, আমার সাহাবাগণ সম্পর্কে (কোন সমালোচনা করা বা তাহাদের কষ্ট দেওয়ার সময়) আল্লাহ্‌কে ভয় কর। যে ব্যক্তি তাহাদেরকে কষ্ট দিবে সে যেন আমাকে কষ্ট দিল, আর যে ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিল সে যেন আল্লাহ্ তা'আলাকে কষ্ট দিল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে কষ্ট দিল, অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তাহাকে পাকড়াও করিবেন।

ফিল্মের এই অপকারিতা জানার পর মুসলমানদের উপর ওয়াজিব (সম্ভব হইলে সরকারী সাহায্য নিয়া হইলেও) ইহা বন্ধ করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা এবং দর্শকদেরকে ইহার অপকারিতা জানাইয়া ইহা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করা দরকার। অন্যথায় ভালমন্দ সকলেরই আযাবে নিপতিত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে।

আবু দাউদ শরীফে বলা হইয়াছে:

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب -

অর্থ: যে কোন কওমে কোন পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয় আর তাহারা উহা বন্ধ করার ক্ষমতাবান হওয়া সত্ত্বেও বন্ধ করে না, অনতিবিলম্বে তাহাদের সকলের উপর আযাব নাযিল হইবে।

যাহারা পাপে অংশগ্রহণও করে না, নিষেধও করে না তাহাদের প্রতি যখন এই সতর্কবাণী, এখন চিন্তা করুন ইহাতে উৎসাহ প্রদানকারীরা কিরূপ শাস্তি-যোগ্য হইবে!

আবু দাউদ শরীফে আরো বলা হইয়াছে:

عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا عملت الخطيئة فى الارض من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها ومن غاب فرضيها كان كمن شهدها -

অর্থ: নবী করীম (সঃ) ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, ভূ-পৃষ্ঠে যখন কোন পাপকাজ করা হয়, ইহাতে উপস্থিত থাকিয়াও যে ব্যক্তি উহাকে মন্দ জানে সে ব্যক্তি ইহাতে অনুপস্থিত বলিয়া গণ্য হইবে আর যে ব্যক্তি ইহা হইতে অনুপস্থিত থাকিয়াও তৎপ্রতি সন্তুষ্ট থাকে, সে ব্যক্তি এই পাপ কাজে উপস্থিত বা শরীক বলিয়া গণ্য হইবে।

আশরাফ আলী
১৮ই শাবান, ১৩৮০ হিঃ

রোযায় ইঞ্জেকশনের ইসলামী বিধান

প্রশ্ন : আজকাল রোযাদারের দেহে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ঔষধ প্রবেশ করান হইয়া থাকে। ইহাতে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে কি না। এই ব্যাপারে উলামায়ে দীন কি অভিমত পোষণ করেন। শরীয়তের দলীল দ্বারা জবাব দিতে মর্জি হয়।

উত্তর : কোন প্রকার ইঞ্জেকশনে রোযা ভাঙ্গে না। কারণ রোযা ভঙ্গের জন্য রোযা ভঙ্গকারী বস্তুর মূলপথে মস্তিষ্ক অথবা পেটে সরাসরি পৌঁছা জরুরী। ডাক্তারগণের তাহকীক ও অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে ঔষধ মূলপথে সরাসরি মস্তিষ্ক অথবা উদরে (পেটে) পৌঁছে না। রোযা ভঙ্গকারী বস্তু কোন অঙ্গের ভিতর অথবা রগের ভিতরে পৌঁছিলে রোযা ভাঙ্গে না। ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের ভাষ্য দ্বারা দুই প্রকারে এই অভিমতের যথার্থতা প্রমাণিত হয়। প্রথমত, যখমে ঔষধ লাগাইলেই রোযা ভাঙ্গে না, বরং পেটের যখম অথবা মস্তিষ্কের যখমে ঔষধ ঢালিলে উহা মস্তিষ্ক অথবা পেটে পৌঁছার দরুন রোযা ভাঙ্গিয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ফিক্‌হর এমন বহু মাসআলা রহিয়াছে, যাহাতে দেহের ভিতর ঔষধ প্রবেশ করিয়াছে; কিন্তু মূলপথে সরাসরি মস্তিষ্ক অথবা পেটে প্রবেশ করে নাই বলিয়া রোযা ভাঙ্গে না। যেমন পুরুষাঙ্গে ঔষধ অথবা তৈল প্রবেশ করাইলে সর্বসম্মতমতে রোযা ভাঙ্গে না।

শামী কিতাবে বলা হইয়াছে :

حیث قال وافاد انه لو القی فی قصبة الذکر لا یفسد اتفاقا
ولا شك فی ذالك شامی ص—۱۰۳ ومثله فی الخلاصة
ص—۲۵۳ ج۱ نقلا عن ابی بکر البلخی رح

অর্থ : যদি পুরুষাঙ্গে (তৈল ইত্যাদি) ঢালা হয়, তবে সর্বসম্মত মতে রোযা ভাঙ্গিবে না। অনুরূপ অভিমত (খালাসা, ১ম খণ্ড, ২৫৩ পৃষ্ঠায়) আবু বকর বালখী (রঃ) হইতে বর্ণিত আছে।

ঔষধ যদি পেশাবের থলিতে পৌঁছে তবুও ইমাম আবু হানীফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে রোযা ভাঙ্গে না। পেশাবের থলি ও পেটের মধ্যে রাস্তা আছে বলিয়া ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ) পেশাবের থলিতে ঔষধ পৌঁছাকে রোযা ভঙ্গের কারণ বলিয়াছেন। হিদায়ার গ্রন্থকার এই মতভেদ সম্পর্কে বলিয়াছেন :

فكانه وقع عند ابى يوسف ان بينه وبين الجوف منفذا ولهذا يخرج منه البول ووقع عند ابى حنيفة ان المثانة بينهما حائل والبول يترشح منه وهذا ليس من باب الاكل .

অর্থ : হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে, পেশাবের থলিতে পেটের মধ্যে রাস্তা রহিয়াছে। এইজন্যই ইহা হইতে পেশাব নির্গত হয়। আর ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর নিকট প্রমাণিত হইয়াছে যে, উহার মাঝখানে আবরণ রহিয়াছে। পাকস্থলী হইতে পেশাবের ফোঁটা নির্গত হইয়া পেশাবের থলিতে জমা হয়। বলা বাহুল্য, এই আলোচনা ফিকার অন্তর্ভুক্ত নহে।

ইবনে হুসাম (রঃ) ইহার ব্যাখ্যায় বলেন যে, ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, যদি ফকীহগণ পেট ও পেশাবের থলির মাঝে পথ থাকা না থাকার ব্যাপারে একমত হন তবে আর কোন মতভেদ থাকে না। কারণ ইমাম আবু ইউসুফ তো পথ আছে বলিয়া রোযা ভঙ্গের কথা বলিয়াছেন। কাজ্জাকায়েকের ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলা হইয়াছে, কেহ কেহ ইমাম আবু ইউসুফের মতে পেশাবের থলিকেই উদর

বা গহ্বর বলেন। আবার কেহ (তৈল ইত্যাদি) পুরুষাঙ্গে থাকা অবস্থায়ই উক্ত মতভেদের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু ইহা মোটেই ঠিক নহে।

অনুরূপ কানে পানি ঢালিলেও রোযা ভাঙ্গে না। 'দুররুল মুখতা-র' ও 'খুলাসা' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত হইয়াছে অথচ কানও একটি গহ্বর। অনুরূপ আঙুর ইত্যাদি রশিতে বাঁধিয়া গিলিয়া টানিয়া বাহির করিলেও রোযা ভঙ্গ হয় না।

'খুলাসা' গ্রন্থে বলা হইয়াছে :

وعلى هذا لو ابتلع عنبا مربوطا بخيط ثم اخرجه لا يفسد
صومه خلاصة ج ١ ص— ٢٦٠ ومثله في العالمغيرية مطبوعة الهند
ص— ٢٠٢ ومن ابتلع لحما مربوطا على خيط ثم انتزعه من
ساعته لا يفسد وان تركه فسد كذا في البدائع

অর্থ: অনুরূপ সুতায় বাঁধিয়া আঙুর গিলিয়া বাহির করিলে রোযা ভাঙ্গিবে না। (খুলাসা, ১ম খণ্ড, ২৬০ পৃঃ)

সুতায় গোশত বাঁধিয়া গিলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বাহির করিয়া ফেলিলে রোযা ভাঙ্গিবে না আর বিলম্বে বাহির করিলে রোযা ভাঙ্গিয়া যাইবে (আলমগীরী, ২০২ পৃঃ)। অনুরূপ 'বাদায়ে' কিতাবে বলা হইয়াছে, যদি উদরে কোন কিছু পৌঁছা-ই রোযা ভঙ্গের কারণ হইত, তবে পুরুষাঙ্গও একটি উদর বা গহ্বর আর পেশাবের থলি গহ্বর বা শূন্যস্থান হওয়া তো আরও সুস্পষ্ট। কান, গলা ও জওফ বা গহ্বর। সুতরাং উহাতে কোন কিছু পৌঁছা বিনা মতভেদে রোযা ভঙ্গের কারণ। ইহা দ্বারা জানা গেল যে, শরীরের কোন অঙ্গের খালি জায়গায় কোন কিছু পৌঁছা রোযা ভঙ্গের কারণ নহে। বরং মস্তিষ্কে ও পেটে পৌঁছিলে রোযা ভাঙ্গিবে ; আর যেহেতু মস্তিষ্ক ও পেটের মধ্যে সরাসরি পথ রহিয়াছে, এইজন্য মস্তিষ্কে পৌঁছিলে রোযা ভাঙ্গিয়া যায়। মূলত শুধু মস্তিষ্কে কোন কিছু পৌঁছিলে রোযা নষ্ট হয় না।

বাহ্‌রুররায়েকে বলা হইয়াছে :

و التحقيق ان بين جوف الرأس و جوف المعدة منفذا
اصليا فما وصل الى جوف البطن من الشامى ج٢ ص—١٢

অর্থ : গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মস্তিষ্ক ও পেটের মাঝে মূলপথ রহিয়াছে। যাহা মস্তিষ্কে পৌঁছে উহা পেটেও পৌঁছিয়া যায়।

ইহা দ্বারা এই কথা পরিষ্কার হইয়া যায় যে, এখানে জওফ অর্থ পেট আর মস্তিষ্কে পৌঁছিলে যেহেতু পেটে পৌঁছা নিশ্চিত, সেইজন্য ইহাকেও রোযা ভঙ্গকারী বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে।

অনুরূপ সিরিঞ্জ দ্বারা গুহ্যদ্বার পথে পেটে ঔষধ ঢুকানোকেও রোযা ভঙ্গকারী বলা হইয়াছে। কারণ ইহাতেও সরাসরি ঔষধ পেটে পৌঁছিয়া যায়।

ফাতাওয়ায়ে কাজিখানে বলা হইয়াছে :

اما الحقنة والوجور فلانه وصل الى الجوف ما فيه صلاح
البدن و فى القطور و السعوط لانه وصل الى الرأس ما فيه
صلاح البدن -

অর্থ : হোকনা ও ওয়াজুর (ঔষধ মুখে টপকান) রোযা ভঙ্গকারী হওয়ার কারণ এই যে, ইহা দ্বারা শরীর সুস্থ-সবল রাখার বস্তু পেটে পৌঁছিয়াছে। আর কানে ও নাকে ঔষধ ঢালিলে এই কারণেই রোযা ভাঙ্গিয়া যায়।

উপরিউক্ত ভাষ্য দ্বারাও জানা গেল, কোন কিছু শরীরে ঢুকানোই রোযা ভঙ্গকারী নহে, বরং মস্তিষ্ক বা পেটে পৌঁছিলে রোযা নষ্ট হইবে। 'খুলাসাতুল

ফাতাওয়া'র নিম্নলিখিত ভাষ্যটি এ ব্যাপারে অত্যন্ত স্পষ্ট :

وما وصل الى جوف الراس و البطن من الاذن و الانف و الدبر فهو مفطر بالاجماع و فيه القضاء و هى مسائل الاقطار فى الاذن و السعوط و الوجور و الحقنة وكذا من الجائفة و الامة عند ابى حنيفة رح -

অর্থ : কান, নাক ও গুহ্যদ্বার দিয়া যাহা মস্তিষ্ক বা পেটে পৌঁছে উহা সর্বসম্মত মতে রোযা ভঙ্গের কারণ। ইহাতে রোযার কাযা করিতে হয়।

ফতোয়ায়ে আলমগীরিতে বলা হইয়াছে :

و فى دواء الجائفة و الامة اكثر المشائخ على ان العبرة للوصول الى الجوف و الدماغ -

অর্থ : পেট ও মস্তিষ্কের যখমে ঔষধ দিলে রোযা ভাঙ্গার ব্যাপারটি অধিকাংশ ফকীহ্‌র মতে মস্তিষ্ক ও পেটে পৌঁছার উপর নির্ভরশীল। যদি পৌঁছে তবে রোযা নষ্ট হইবে। (আলমগীরী, ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃঃ)

বাদায়ের ভাষ্য এই বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট। তাহা এই :

و ما وصل الى الجوف و الدماغ من المخارق الاصلية كالانف و الاذن و الدبر بان استعط او احتقن او اقطر فى اذنه فوصل الى الجوف او الى الدماغ فسد صومه و اما اذا وصل ان الدماغ لانه له منفذا الى الجوف فكانه بمنزلة راوية من زوايا الجوف و اما اذا وصل الى الجوف او الى الدماغ من غير المخارق الاصلية بان داوى الجائفة و الامة فان دواها بدواء يابس لا يفسد صومه لانه لم يصل الى الجوف ولا الى الدماغ ولو علم انه وصل يفسد فى قول ابى حنيفة رح -

অর্থঃ যাহা মূলপথে মস্তিষ্ক বা পেটে পৌঁছে, উহা রোযা ভঙ্গকারী। যেমন কেউ নাক বা কানে ঔষধ ঢালিল অথবা ইঞ্জেকশন লাগাইল এবং ঔষধ পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া গেল। মস্তিষ্কে পৌঁছিলে রোযা এই কারণে ভঙ্গ হইবে যে, মস্তিষ্ক হইতে পেট পর্যন্ত সরাসরি পথ রহিয়াছে। মস্তিষ্ক যেন পেটের একটি কোণ বা অংশ। আর যদি মূলপথ ভিন্ন মস্তিষ্ক বা পেটে কোন কিছু পৌঁছে যেমন পেট বা মস্তিষ্কের ক্ষত স্থানে কেহ ঔষধ লাগাইল তবে শুকনা ঔষধ লাগাইলে রোযা ভাঙ্গিবে না। কারণ ইহা মস্তিষ্কে বা পেটে পৌঁছে না। আর যদি কোন প্রকারে জানিতে পারে যে, ঔষধ মস্তিষ্কে বা পেটে পৌঁছিয়াছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে রোযা নষ্ট হইয়া যাইবে। (বাদায়ে, ২য় খণ্ড, ৯৩ পৃঃ)

বাদায়ে কিতাবের উপরিউক্ত ভাষ্য দ্বারা দুইটি কথা প্রমাণিত হইল। প্রথমটি এই যে, কোন কিছু দেহের কোন অংশে প্রবেশ করানো রোযা ভঙ্গের কারণ নহে, বরং রোযা ভঙ্গের জন্য দুইটি শর্ত রহিয়াছে। প্রথম শর্ত হইল, রোযা ভঙ্গকারী বস্তুটি উদরে অথবা মস্তিষ্কে পৌঁছিতে হইবে। দ্বিতীয় শর্ত হইল, এই বস্তুটি মূল পথে সরাসরি উদরে পৌঁছিতে হইবে। শর্তদ্বয়ের কোন একটি পাওয়া না গেলে রোযা নষ্ট হইবে না। ইঞ্জেকশন দ্বারা ঔষধ বা উহার প্রতিক্রিয়া নিঃসন্দেহে সর্বাঙ্গে পৌঁছিয়া যায়; কিন্তু মূলপথে সরাসরি উদরে পৌঁছে না। এইজন্য ইঞ্জেকশন দ্বারা রোযা ভাঙ্গিবে না— যদিও গ্লুকোজ ইঞ্জেকশন হয়। তদ্রূপ গরমের সময় গোসল করিলে পিপাসা কমিয়া যায়; কারণ ইহাতে লোমকূপের মাধ্যমে সর্বাঙ্গে পানি প্রবেশ করিয়া থাকে। কিন্তু উক্ত শর্তদ্বয়ে পাওয়া না যাওয়ায়, রোযা ভাঙ্গিবে না।

ইঞ্জেকশনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

হুযূরে পাক (সঃ) অথবা ইমামগণের যুগে ইঞ্জেকশন ছিল না। কাজেই হাদীস শরীফ অথবা ফিক্‌হর গ্রন্থে উহার হুকুম (প্রত্যক্ষভাবে) পাওয়া যাইবে না। তবে ফিক্‌হর মূলনীতি ও বিভিন্ন দৃষ্টান্ত হইতে ইহার বিধান

জানা যাইতে পারে। যেমন সাপ অথবা বিচ্ছু কামড় (১) দিলে উহার বিষ সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া পড়ে; কিন্তু দুনিয়ার কোন ফকীহ্ সাপ অথবা বিচ্ছুর কামড়কে রোযা ভঙ্গকারী বলেন না। ইহা ইঞ্জেকশনের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বস্তুত বাদায়ে কিতাবে লিখিত শর্তদ্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই সাপের কামড়ে রোযা নষ্ট হয় না। কারণ বিষ মূল পথে সরাসরি মস্তিষ্ক অথবা উদরে পৌঁছে না, বরং ইঞ্জেকশনের মতই সর্বাঙ্গে পৌঁছিয়া থাকে।

(১) বরং জানা গিয়াছে যে, ইহা হইতেই ইঞ্জেকশন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিষাক্ত প্রাণীর কামড়কে পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে যে, ক্ষণিকের মধ্যে শরীরে ঔষধ পৌঁছান হইয়াছে।

লেখক
মোঃ শফী
১১/৩/৫০ হিঃ

সাক্ষ্যসমূহ

১। জওয়াব সহীহ।
আশ্‌রাফ আলী থানবী।
১৫/৩/৫০ হিঃ

২। জওয়াব সহীহ।
হোসাইন আহম্মদ মাদানী
ছদর মুফাসসিরিন, দেওবন্দ।

৩। জওয়াব সহীহ।
আজগর হোসাইন,
মুদারিস, দেওবন্দ।

৪। জওয়াব সহীহ।
মুহাম্মদ এ'জাজ আলী
মুদাররিস, দেওবন্দ।

---

১. কুকুরের কামড় অথবা অন্য কোনও কারণে পেটে ইঞ্জেকশন দিলে যদি ঔষধ সরাসরি উদরে পৌঁছে, তবে রোযা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অভিজ্ঞ দীনদার ডাক্তারের নিকট হইতে এই কথা জানিয়া নিতে হইবে যে, পেটের ইঞ্জেকশনের ঔষধ সরাসরি উদরে পৌঁছে, না পরোক্ষভাবে পৌঁছে। যদি সরাসরি পৌঁছে তবে রোযা ভাঙ্গিয়া যাইবে। অন্যথায় ভাঙ্গিবে না। এই মাসআলাটি মাওলানা রফী ওসমানী (উস্তাদ, দারুল করাচী) মুফতী শফী (রঃ) হইতে লিখিয়াছেন।

রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত

আধুনিককালে আবিষ্কৃত রেডিওকে যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হইত, তাহা হইলে সারা বিশ্ববাসীর জন্য ইহা অতি বড় নিয়ামত ছিল। ইহা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার একটি উত্তম মাধ্যম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, রেডিও কর্তৃপক্ষ ইহাতে সর্বশ্রেণীর মানুষের সন্তুষ্টির খাতিরে নাচ-গান-বাদ্য ও অন্যান্য ধর্মদ্রোহিতামূলক অনুষ্ঠানের প্রাধান্য দিয়াছেন। অবশ্য দীনদার মুসলমানের খাতিরে উহাতে তিলাওয়াতে কুরআনে পাক ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইজন্য ফিকহ্‌র দৃষ্টিকোণ হইতে এ ব্যাপারে কয়েকটি প্রশ্ন উদ্ভূত হইয়াছে এবং বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমার নিকট এই সব প্রশ্ন আসিতেছিল। সুতরাং এই সব প্রশ্নের জওয়াব এই পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি।

প্রশ্ন : রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয কি না?

উত্তর : (১) যে সকল যন্ত্রপাতি খেলাধুলা ও আমোদের উদ্দেশ্যে তৈরী করা হইয়াছে যথা তবলা, সারিন্দা, দোতারা, সেতারা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি, উহাতে কুরআন পাকের আওয়াজ বাজানো বেআদবী ও না-জায়েয। আর সকল যন্ত্র মূলত আমোদ-প্রমোদের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয় নাই, কিন্তু কার্যত আমোদ-প্রমোদে ব্যবহার করা হয়; আর এই জন্যই এইগুলিকে খেলার সরঞ্জাম হিসাবে গণ্য করা হয়, যেমন গ্রামোফোন ইত্যাদি। এই সবের হুকুমও পূর্ববৎ না-জায়েয। অবশ্য যাহা খেলাধুলা ও আমোদের নিমিত্ত প্রস্তুত করা হয় নাই; কার্যত উহা ব্যাপকভাবে খেলা বা

---

১. ইহা হাকীমুল উম্মাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) কর্তৃক লিখিত 'আল মাকালোতুল্ মুফিদাহ ফি হুকমিল আছওয়াতিলজাদিদাহ' কিতাবের তাহ্‌কীকের সারাংশ।

আমোদে ব্যবহৃত হয় না; এই ধরনের যন্ত্রে তিলাওয়াতে কুরআন শর্ত-সাপেক্ষ জায়েয অর্থাৎ কিরাতের মজলিসটি খেলা-ধুলা ও আমোদ-প্রমোদ-বিহীন হইতে হইবে। কারী সাহেব আদবের সহিত সওয়াব মনে করিয়া তিলাওয়াত করিবেন। মাইক, রেডিও, টেপরেকর্ড ইত্যাদি এই তৃতীয় পর্যায়ের যন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যদিও ব্যবহারকারীদের মন্দ অভিরুচির দরুন রেডিওতে গান, বাদ্য ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান বেশী হওয়ায় কোন কোন আলিম বলিয়াছেন যে, রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয নহে; কিন্তু অন্যান্য উপকারী অনুষ্ঠান যথা সংবাদ, তিলাওয়াত, তাফসীর ইত্যাদিরও বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। বিশুদ্ধমতে রেডিওকে খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের সরঞ্জামে পরিণত করা যাইতে পারে না। তদুপরি রেডিওর তিলাওয়াতের মজলিস আমোদ-প্রমোদশূন্য হইয়া থাকে। সুতরাং (আদবের সহিত, সওয়াবের নিয়তে) রেডিওতে কুরআন পাকের তিলাওয়াত দুরস্ত আছে। এখানে তিলাওয়াত করিয়া টাকা লওয়ার দুইটি মাত্র পন্থা রহিয়াছে।

১. তিলাওয়াতের সহিত তরজমা বা তাফসীর করিবে, তখন তিলাওয়াত তা'লিমের পর্যায়ভুক্ত হইবে। সেইজন্য পারিশ্রমিক লওয়া জায়েয হইবে। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, রেডিওতে চাকুরী গ্রহণ করিবে এবং তথায় যাতায়াতের এবং সময়ের নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদির পারিশ্রমিক নিবে এবং সওয়াবের উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করিবে।

এখানে আর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, যদিও রেডিওতে মজলিসটি প্রমোদশূন্য হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রোতাদের মজলিসসমূহ অনেক ক্ষেত্রে প্রমোদশূন্য হয় না। হাটে-বাজারে, হোটেলে-দোকানে নানাবিধ কাজ-কারবারের ব্যস্ততা ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রেডিওর তিলাওয়াতের আওয়াজ আসিতে থাকে, অতি স্বল্প সংখ্যক লোকই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, সুতরাং এই ধরনের মজলিসে কুরআন শোনানো বে-আদবী এবং জায়েয নহে।

ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে বলা হইয়াছে :

ومن حرمة القران ان لا يقرأ فى الاسواق وفى مواضع اللغو كذا فى القنية (وفيه قبل ذالك) فديا ثوبه (أى بالذكر والتلاوة) اذا فعله فى مجلس الفسق وهو يعلمه لما فيه من الاستهزاء والمخالفة لموجبه عالمگیری طبع مصر ج ٥ ص — ٣٢٧

অর্থাৎ : হাটে, বাজারে ও বেহুদা গাল-গল্পের মজলিসে কুরআন তিলাওয়াত করাতে কুরআনের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। জানিয়া-শুনিয়া শোরগোল বা পাপের মজলিসে কুরআন শুনাইলে তিলাওয়াতকারী গুনাহ্গার হইবে।

শায়খুল ইসলাম মুহিউদ্দীন নববী (রঃ) তাঁহার 'আত্তিব্ইয়ানু ফি আদাবি হামালাতিল কুরআন শীর্ষক' পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :

ومما يعتنى به ويتاكد الامر به احترام القران من امور قد يتساهل فيها بعض القارئين الغافلين المجتمعين فمن ذالك اجتناب الضحك واللغط والحدث فى خلال القراءة الا كلا ما يضطر اليه ومن ذالك العبث باليد او غيرها ومن ذالك النظر الى ما يلهى ويبدد الذهن ص — ١٨

অর্থাৎ : কুরআনের প্রতি অমর্যাদামূলক যে সকল কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা অত্যাবশ্যক, তন্মধ্যে কয়েকটি হইল তিলাওয়াতের মজলিসে হাসি-ঠাট্টা ও বেহুদা কথাবার্তা বলিবে না ; এমন বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না যাহাতে কুরআনে পাকের প্রতি একাগ্রতা বিনষ্ট হইবে এবং অমনোযোগী হইয়া পড়িবে।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে জানা গেল যে, খেলা বা প্রমোদের মজলিস, যেখানে মানুষ একাগ্রচিত্তে কুরআন শ্রবণে রত নহে, তথায় কুরআন তিলাওয়াত

করা জায়েয নহে ; সুতরাং রেডিওর ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ মজলিসে হয়। সেইজন্য রেডিওতে তিলাওয়াতকারীও এক হিসাবে এই পাপের অংশীদার বটে। কিন্তু ইহার সাথে সাথে এই কথাও অনস্বীকার্য যে, মুসলমানের এক বিরাট অংশ অতি গুরুত্ব সহকারে উক্ত তিলাওয়াত শুনিয়া থাকেন ও বিশেষ উপকৃত হন। অন্যথায় তিলাওয়াত রেডিওর প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত হইত না। অতএব মাযহাবের মূলনীতি ও নিয়মাবলীর প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টিপাত করিলে এই কথাই বুঝা যায় যে, এই দীনদার শ্রোতাদের খাতিরে রেডিওর তিলাওয়াত জায়েয হইবে এবং খারাপ মজলিসে রেডিওর অপ-ব্যবহারের পাপ ব্যবহারকারীদের উপর বর্তাইবে।

প্রশ্ন : রেডিওর তিলাওয়াতে কুরআন শোনা জায়েয কিনা। যদি জায়েয হইয়া থাকে তবে কোন কারীর সম্মুখে বসিয়া কুরআন শোনার যে আদব ও শর্ত রহিয়াছে, রেডিওর তিলাওয়াত শ্রবণের বেলায় কি উক্ত শর্ত ও আদব পালন করিতে হইবে ?

উত্তর : যাহা তিলাওয়াত করা জায়েয উহা শোনাও জায়েয এবং কারী সাহেবের সামনে বসিয়া তিলাওয়াত শোনার আদব ও শর্তসমূহ রেডিওর তিলাওয়াত শ্রবণের বেলায়ও পালন করিতে হইবে। সুতরাং যেমন কারী সাহেবকে কিরাতের মজলিসে কুরআন পাকের আদবের প্রতি পূর্ণভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, তেমনিভাবে শ্রোতাগণ কাজ-কারবার, শোরগোল বা খেলা-ধুলার মজলিসে কখনও তিলাওয়াতের রেডিও খুলিবে না। অন্যথায় গুনাহগার হইবে। যখন রেডিওর তিলাওয়াত শোনার ইচ্ছা হয়, তখন অত্যন্ত আদবের সহিত বসিয়া শুনিবে এবং তিলাওয়াতের আদব ও শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করিবে। রেডিও খুলিয়া রাখিয়া কাজ-কারবারে লিপ্ত থাকা, চলাফেরার সময় কখনও আওয়াজ শোনা আদবের পরিপন্থী।

প্রশ্ন : কারী সাহেব রেডিওতে সিজদার আয়াত পাঠ করিলে শ্রোতাদেরকে সিজদা করিতে হইবে কিনা ?

উত্তরঃ রেডিও আধুনিক যন্ত্র। কাজেই কুরআন-হাদীস বা ফিক্‌হে ইহার বিধান স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। তবে মূলনীতি, নিয়মাবলী ও দৃষ্টান্ত হইতে ইহার বিধান জানা যাইতে পারে। ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদগণের ভাষ্যে ইহার একটি নজীর বা দৃষ্টান্ত এই যে, প্রতিধ্বনি যেহেতু বক্তার মূল আওয়াজ নহে বরং উহার প্রতিবিম্ব, প্রাণহীন বস্তুর দ্বারা মানুষের কানে পৌঁছিয়া থাকে। এইজন্য ফকীহগণ প্রতিধ্বনিকে তিলাওয়াত বলিয়া গণ্য করেন নাই এবং সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সহীহ্‌ তিলাওয়াত হওয়া শর্ত। সুতরাং প্রতিধ্বনি দ্বারা সিজদার আয়াত শ্রবণকারীদের উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হইবে না। ফিক্‌হর অতি নির্ভরযোগ্য কিতাব 'বাদায়েউস্‌সানায়ে' মালিকুল ওলামা লিখিয়াছেন, সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য নামাযের যোগ্যতা থাকা শর্ত। সুতরাং কাফির, নাবালেগ, পাগল ও হায়েজ-নেফাজওয়ালী মেয়েলোকের উপর সিজদা ওয়াজিব হয় না—তাহারা নিজে পড়ুক বা অন্যের তিলাওয়াত শুনুক। কারণ তাহাদের মধ্যে নামায ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা নাই। অবশ্য কোন মুসলমান অযূহীন অবস্থায় বা গোসল ফরয অবস্থায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করিলে বা শুনিলে সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হইবে। অযূ বা গোসল করিয়া সিজদা আদায় করিবে। কারণ তাহাদের মধ্যে নামায ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। কিন্তু নামায ওয়াজিব হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা প্রথমোক্ত ব্যক্তিদের তিলাওয়াত শুনিলে শ্রোতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হইবে। কারণ তাহাদের তিলাওয়াত সহীহ্‌। কারণ সিজদা তো সিজদার অসম্পূর্ণ আয়াত শুনিলেও ওয়াজিব হয় এবং অসম্পূর্ণ আয়াতের তিলাওয়াত হায়েজ-নেফাস ওয়ালীর জন্য দুরস্ত আছে। অতঃপর কাফির ও শিশুর তিলাওয়াত সহীহ হওয়া আরও প্রকাশ্য ব্যাপার। অতএব তাহাদের তিলাওয়াত সহীহ এবং সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সহীহ্‌ তিলাওয়াত হওয়া শর্ত। কাজেই শ্রোতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হইবে। অতঃপর ইহার বিপরীত দুইটি বস্তুর হুকুম বর্ণনা করিয়াছেন। এইগুলিতে শ্রোতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হইবে না। প্রথমত, তোতা পাখী কিংবা অন্য কোন

প্রতিধ্বনি হইতে সিজদার আয়াত শ্রবণ করা। ইহাকে তিলাওয়াতই বলা হয় না। কারণ ইচ্ছা ও অনুভূতির সহিত তিলাওয়াতের সম্পর্ক রহিয়াছে; তোতা বা গম্বুজ ইত্যাদির প্রতিধ্বনিতে ইচ্ছা ও অনুভূতি নাই। দ্বিতীয়ত, পাগলের কুরআন তিলাওয়াত। তাহার তেলাওয়াত যদিও তেলাওয়াত হিসাবে গণ্য করা যাইবে; কিন্তু সে তার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য তাহার তেলাওয়াত সহীহ তেলাওয়াত বলা যাইবে না। কাজেই পাগলের মুখ হইতে সিজদার আয়াত শুনিলে সিজদা ওয়াজিব হইবে না। বাদায়ে কিতাবে এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:

بخلاف السماع من الببغاء والصدى فان ذالک ليس بتلاوة وكذا اذا سمع من المجنون لان ذالک ليس بتلاوة صحيحة لعدم اهليته لانعدام التميز (ص- ١٨٦ ج ١ بدائع)

অর্থ: পক্ষান্তরে কোন তোতা পাখী কিংবা গম্বুজ ইত্যাদির প্রতিধ্বনি হইতে সিজদার আওয়াজ শুনিলে সিজদা ওয়াজিব হইবে না। কারণ তিলাওয়াতই গণ্য করা হইবে না। অনুরূপ যদি কোন পাগলের মুখ হইতে সিজদার আয়াত শোনা হয়, তবে উহা তিলাওয়াত হিসাবে গণ্য হইলেও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত বলা যাইবে না। কারণ হিতাহিতের পার্থক্য নির্ণয়ের যোগ্যতা সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণের উপরিউক্ত ভাষ্যগুলি শোনার পর আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিলে প্রতিভাত হয় যে, রেডিও কিংবা মাইকের আওয়াজ যদি বক্তার শব্দমালার প্রতিধ্বনি বলা হয়, তবে শ্রোতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব হইবে না। তবে উহা বক্তার মূল আওয়াজ বলিয়া সাব্যস্ত হইলে সিজদা ওয়াজিব হইবে। মাইকের আলোচনায় আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, এই বিষয়ে তাঁহারা একমত নহেন। কেহ বক্তার মূল শব্দ বলিয়াছেন, আবার কেহ প্রতিধ্বনি বলিয়াছেন, সুতরাং রেডিওতে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করিলে সাবধানতার প্রেক্ষিতে শ্রোতাদের উপর সিজদা ওয়াজিব ও শ্রেয়।

প্রশ্ন ঃ রেডিওতে কুরআন শিক্ষা, ওয়াজ বা বক্তৃতার প্রারম্ভে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা কেমন? এবং শ্রোতাদের উপর উহার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব কিনা?

উত্তর ঃ এই বিষয়ে গবেষণাপ্রসূত অভিমত এই যে, কুরআন শিক্ষা, খুতবা অথবা ওয়াজের শুরুতে শ্রোতাদেরকে সালাম দেওয়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নহে। হযরত রসূলে পাক (সঃ) বা তাঁহার সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-গণ খুতবা অথবা ওয়াজের প্রারম্ভে সালাম দিয়াছেন এমন কোন কথা কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। অনুরূপ উলামায়ে কিরামের মধ্যেও এইভাবে সালাম দেওয়ার নিয়ম পাওয়া যায় না। সুতরাং রেডিওতে বক্তৃতা বা দরসে কুরআনের প্রারম্ভে সালাম দেওয়াকে সুন্নতের পরিপন্থীই বলিতে হইবে। সালাম না দেওয়ার বিশেষ কারণ ইহাও যে, শরীয়তে শ্রোতাদের উপর সালামের জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব হইয়া যায়। এখানে এই ওয়াজিবটি আদায় করার কোন উপায় নাই। কারণ সালামদাতাকে শুনাইয়া জওয়াব দিতে হয়; এখানে তাহা অসম্ভব ব্যাপার। এতদসত্ত্বেও যদি কেহ সালাম দিয়া বসে তবে শরীয়তের নিয়ম অনুসারে জওয়াব ওয়াজিব হওয়ার কথা নয়। কারণ সালামের জওয়াব সালামদাতাকে শুনাইয়া দিতে হয়; এখানে তাহাকে শুনান সম্ভবপর নহে। অবশ্য জওয়াব ওয়াজিব না হইলেও জওয়াব দেওয়া ভাল, কারণ ইহা দেওয়া বিশেষ এবং দোয়া গায়েবানাও হইতে পারে।

রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে আল-আজহারের আলিমগণের অভিমত

মিসরের মুফতী শায়খ আবদুল মজিদ আফেন্দী সলীম তাঁহার ফতোয়ায় রেডিওতে তিলাওয়াতে কুরআন শর্তসাপেক্ষে জায়েয বলিয়াছেন। অর্থাৎ

আদবের সহিত হইতে হইবে এবং কিরাতের মজলিসটি ক্রীড়া-কৌতুক ও পাপমুক্ত হইতে হইবে এবং শ্রোতাগণকেও চুপচাপ কুরআন শুনিতে হইবে।

শায়খ কামালুদ্দীন আদহমি মিসরী তাঁহার কিতাব 'তাহ্‌বীবুল মুসলিমিন বি কালামি রাব্বিল আলামিনে' উক্ত ফতোয়া উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন, যে সকল শর্ত আরোপ করিয়া মুফতী (আবদুল মজিদ) তিলাওয়াত জায়েয বলিয়াছেন, ব্যাপকভাবে উহা বিদ্যমান না থাকায় উক্ত ফতোয়া মতে রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয হইতে পারে না। কারণ দোকানে, হোটেলে, হাটে-বাজারে বিভিন্ন প্রমোদ মজলিসে তিলাওয়াতের আওয়াজ আসিতে থাকে। নিঃসন্দেহে ইহাতে কুরআনের প্রতি বেআদবী করা হয়। তদুপরি রেডিও কর্তৃপক্ষের নিকট চিত্তবিনোদনমূলক গান-বাদ্য ইত্যাদিই মুখ্য উদ্দেশ্য। কুরআন তিলাওয়াত ও অন্যান্য উপকারী বিষয় দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখা হইয়াছে। সুতরাং রেডিওতে তিলাওয়াতকারী ক্রীড়া-কৌতুকের জলিসে কুরআন শোনা ও শুনানো গুনাহের অংশীদার হইবে। বিশেষত রেডিওতে মেয়েলোক কিরাত পড়িলে দ্বিগুণ গুনাহ হইবে। কারণ মেয়েদের কণ্ঠস্বরও পর্দা বা গোপনীয় ব্যাপার। শায়খ কামালুদ্দীন আদহমি মিসরী তাঁহার অভিমত নিম্নের কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন:

مالي وما للراديو وشرائه — وسماع ما قد جاء في اذاعته

রেডিও ক্রয় করা ও উহার কথা শোনার কোন আগ্রহ আমার নাই।

والله لو اعطوه بالمجان لي — وتكفلوا بجميع مصروفاته

আল্লাহ্‌র কসম যদি কেহ আমাকে বিনামূল্যে রেডিও প্রদান করে উহার প্রয়োজনীয় খরচও বহন করে,

ما كنت اقبله ولا ارغب فيه — فالشر كل الشر في طياته

তবুও আমি রেডিও গ্রহণ করিব না এবং উহার প্রতি আগ্রহও প্রকাশ করিব না। কারণ উহাতে গানবাদ্য ইত্যাদি নানাবিধ হারাম অনুষ্ঠান রহিয়াছে।

صرف المال ليس فائدة به — وضياع ما قد عز من اوقاته

উহাতে অনর্থক সময় ও অর্থ অপচয় করা হয় মাত্র।

سماع اغنية يهيج سمعها — شهوات خانى الفكر من شهواته —

এবং এমন গানবাদ্য শোনা হয় যাহার দরুন শুষ্ক মনে প্রেমের ঝড় বহিয়া যায়।

وماسوى هذا من القرآن ومن — اداب ذيه فليس من غاياته —

তাছাড়া তিলাওয়াতে কুরআন বা চরিত্র গঠনমূলক বিষয়াদি (যাহা রেডিওতে হইয়া থাকে) এই সবের উদ্দেশ্য মুখ্য নহে।

بل انما جوته قاذية له — وسوا هما المقصود منه بذاته

বরং ইহা আনুষঙ্গিক বিষয় মাত্র। চিত্তবিনোদনমূলক অনুষ্ঠানই মুখ্য উদ্দেশ্য।

ولكم ارادا وارطية فتخوفوا — شعبا يدين الله فى اياته

রেডিও কর্তৃপক্ষ বহুবার কুরআন তিলাওয়াতকে বাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু একদল ধর্মভীরু লোকের ভয়ে উহা কার্যকরী করা হয় নাই।

فراوا مدارا ة له ابقائه — لكنهم نقدوه من ساعاته

দীনদার লোকের খাতিরে তিলাওয়াতকে বহাল রাখিলেও উহার সময় কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

الراديو شيئ عظيم نافع — للخلق لو راعوا جميل صفاته

রেডিও মূলত অতীব উপকারী যন্ত্র যদি ইহার উপকারী দিকসমূহের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হইত।

অতঃপর আল্লামা আদহমি লিখেন যে, কুরআনে পাকের প্রতি অমর্যাদামূলক আচরণের দরুনই রেডিওতে তিলাওয়াতের বিরোধিতা করিতেছি। রেডিও তো মানুষের জন্য অত্যন্ত উপকারী বস্তু। দুনিয়ার অসংখ্য লাভজনক কাজ ইহা দ্বারা সমাধা করা হয়।

আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শায়খের ফতোয়া

রেডিওতে কুরআন তিলাওয়াত জায়েয কি না? বিশেষ করিয়া যখন ক্রীড়া-কৌতুক ও প্রমোদীয় অনুপযোগী স্থানে রেডিওর উক্ত তিলাওয়াত শোনা যায় তখন ইহার বিধান কি হইবে।

উত্তর ঃ রেডিওর শব্দ বক্তার মূল শব্দ, প্রতিধ্বনি নহে। রেডিওর মাধ্যমে যে তিলাওয়াত শোনা যায় উহা তিলাওয়াতকারীর মূল শব্দই শোনা যায়। সুতরাং কারী সাহেব যদি তিলাওয়াতের যাবতীয় আদব রক্ষা করিয়া শুদ্ধ-ভাবে ভাবগম্ভীর মজলিসে তিলাওয়াত করেন তবে জায়েয হইবে এবং রেডিও হইতে যাহা শোনা যাইবে উহা অবিকল কুরআনই শোনা যাইবে। কাজেই উহা শোনা জায়েয ও সওয়াবের কাজ। আর যদি তিলাওয়াতের শর্তসমূহ পালন করা না হয় অর্থাৎ কুরআনের প্রতি বেআদবী হয় এমন স্থানে বসিয়া তিলাওয়াত করা হয় বা স্ফূর্তির খাতিরে তিলাওয়াত করা হয় তবে ইহা জায়েয হইবে না। কারী সাহেব যদি কিরাতের আদবসমূহ পালন করিয়া তিলাওয়াত করেন তবে শ্রোতাদের বাজার বা প্রমোদ মজলিসে রেডিও শোনাতে কারী সাহেবের গোনাহ হইবে না; বরং শ্রোতাদের কর্তব্য হইবে যে, তাহারা কখনও কাজ কারবার, শোরগোল ও আমোদ-প্রমোদের মজলিসে তিলাওয়াতকালীন রেডিও খুলিবে না। কেহ কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি অমনোযোগী হইয়া কোন কথা বলিতে চাহিলে তাহাকে নিষেধ করিবে।

চাঁদের মাসআলা

১৯৫০ সালের কথা। করাচীতে উড়োজাহাজে চাঁদ দেখার ব্যবস্থা করা হইল। এইভাবে চাঁদ দেখিয়া রোযার এ'লান (প্রচার) করা হইল। এই ব্যাপারে পাকিস্তান, হিন্দুস্তান ও অন্যান্য স্থান হইতে নানা প্রকার প্রশ্ন আসিতে লাগিল। আলিমগণ এই ব্যাপারে নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন। সুতরাং উড়োজাহাজে চাঁদ দেখার বিষয়টি শরীয়তের দৃষ্টিতে আলোচনা করিয়া উহার হুকুম নিরূপণ করা প্রয়োজন মনে করিতেছি।

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম, বিশ্বজনীন ধর্ম। শিক্ষিত-অশিক্ষিত নারী-পুরুষ দার্শনিক,

উলামা, আমীর, গরীব, পাহাড়ী-জঙ্গলী (নাগরিক গ্রামীণ) ও আধুনিক যন্ত্র লাভ করিতে বা ব্যবহার করিতে অক্ষম ব্যক্তিসহ সর্বশ্রেণীর লোকের প্রতি ইসলাম ধর্মের বিধি-বিধান সমভাবে প্রযোজ্য, অপরদিকে ইসলামে বিভিন্ন ইবাদতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে যে, আমীর-গরীবের যেন কোন পার্থক্য না থাকে এবং প্রত্যেক মুসলমান যেন একইভাবে ইবাদত করিতে পারে। 'একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেল (সুলতান) মাহমুদ ও (তার ক্রীতদাস) আয়াজ'-এর দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। হজ্জে ইহ্‌রামের একই পোশাক হওয়া, মিনা-মুযদালিফা ও আরাফাতে একই স্থানে সকলের অবস্থান এবং নামাযের কাতারগুলি এক ধরনের হওয়া উক্ত সমতার উজ্জ্বল প্রমাণ।

এইজন্য ইসলামের আদেশ-নিষেধ ও সমস্ত ইবাদত এমন সাদাসিধা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যাহাতে সর্বকালের সকল স্থানের মানুষ সমভাবে আদায় করিতে পারে এবং যাহাতে এমন বৈষম্যের সৃষ্টি না হয় যে, ধনীরা আধুনিক যন্ত্র দ্বারা নিজের ইবাদতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়া ফেলিবে আর গরীব সমাজ উহা দেখিয়া দুঃখবোধ করিবে। সুতরাং ইবাদতসমূহ পুরাতন দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান বা উহার যন্ত্রপাতির মুখাপেক্ষী নহে। কোন ইবাদত আদায় করিতে অভিজ্ঞ দার্শনিক অথবা গণিত শাস্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদের প্রয়োজন নাই। কিবলার দিক নির্ণয় করা গণিত শাস্ত্রের ব্যাপার। চাঁদের দ্বারা মাস শুরু ও শেষ হওয়া জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়। কিন্তু হযরত নবী করীম (সঃ) এই ইহলৌকিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক বাদ দিয়া সাদাসিধা পন্থা অবলম্বন করার কথা বলিয়াছেন। চাঁদ দেখার ব্যাপারে ফরমাইয়াছেন :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاقدروا ثلثين
- (رواه مسلم)

অর্থাৎ : চাঁদ দেখিয়া রোযা রাখিবে এবং চাঁদ দেখিয়া ঈদ করিবে। যদি আকাশ মেঘলা থাকার দরুন ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তবে মাসের ৩০ দিন পূর্ণ করিবে। সারকথা এই যে, গণিত অথবা জ্যোতির্বিদ্যার সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম হিসাবে না যাইয়া সাদাসিধাভাবে প্রত্যেক শহরের লোকেরা নিজ নিজ স্থানে

চাঁদ দেখার চেষ্টা করিবে। চাঁদ দেখা না গেলে মাস ৩০ দিন পূর্ণ করিবে। চাঁদ দেখার জন্য শুধু এতটুকু ব্যবস্থা করিবে, যে স্থান হইতে পরিষ্কারভাবে চাঁদ দেখা যাইতে পারে তথায় দাঁড়াইয়া চাঁদ দেখিবে। এই ব্যাপারে তিনি আরও অধিক গুরুত্ব দেওয়া পছন্দ করেন নাই। হুযূরে পাক (সঃ)-এর যুগে উড়োজাহাজ ছিল না বটে, কিন্তু সেলাও উহুদ পাহাড় মদীনার পাশেই ছিল। মক্কাশরীফ তো পাহাড়াবৃত এলাকা। সাফা, মারওয়া, আবি-কোবাইস ইত্যাদি পাহাড় মক্কা শহরের সংলগ্ন ছিল। কিন্তু হুযূরে পাক (সঃ) ও তাঁহার সাহাবাগণের কেহই কখনও এতটুকু ব্যবস্থাও করেন নাই যে, উক্ত পাহাড়ের কোন একটিতে উঠিয়া চাঁদ দেখা হউক। অনুরূপ সে বরকতময়-কালে উড়োজাহাজ, রেডিও-টেলিফোন না থাকিলেও দ্রুতগামী উট ছিল। ইহা রাত্রি মধ্যে বহু দূর পর্যন্ত সংবাদ বা সাক্ষী নিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু মহাদার্শনিক নবী করীম (সঃ) উষ্ট্র দৌড়াইয়া মক্কা হইতে মদীনা বা রাবেগের সংবাদ সংগ্রহ করাও পছন্দ করেন নাই। সিরিয়া ও মিসর বিজয়ের পর তথাকার সাক্ষিগণ উষ্ট্র দৌড়াইয়া মদীনায় আসা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল। কিন্তু সাহাবা (রাঃ) কর্তৃক ইহার গুরুত্ব দেওয়ার কথা কোন কিতাবে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের আমল এই কথার জ্বলন্ত প্রমাণ যে, চাঁদের ব্যাপারে এই ধরনের গুরুত্ব দেওয়া তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। হুযূরে পাক (সঃ) ও তাঁহার সাহাবা (রাঃ)-গণ সম্পর্কে এই ধারণা করা যায় না যে, বিভিন্ন স্থানে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া একই তারিখে রোযা বা ঈদ করা উত্তম পন্থা হওয়া সত্ত্বেও আলস্যবশত তাহারা ইহা করেন নাই। বরং হযরত রসূলে করীম (সঃ) ও সাহাবা (রাঃ)-গণের উক্ত বাস্তব শিক্ষার সারাংশ এই ছিল যে, প্রত্যেক শহরবাসী সাদাসিধাভাবে নিজ নিজ স্থানে চাঁদ দেখার চেষ্টা করিবে। চাঁদ দেখা না গেলে উক্ত মাসকে ৩০ দিনের মনে করিবে। ঘটনাক্রমে অন্যত্র হইতে চাঁদ দেখার (গ্রহণযোগ্য) সাক্ষী-প্রমাণ পাওয়া গেলে উহা গ্রহণ করিবে। অন্যথায় অনর্থক সংবাদ বা সাক্ষী সংগ্রহের ফিকিরে পতিত হইবে না। হুযূরে পাক (সঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের উত্তম জামানায় এই আমলের পরিপ্রেক্ষিতে উড়োজাহাজে উঠিয়া চাঁদ দেখার গুরুত্ব দেওয়া কখনও উত্তম পন্থা

হইতে পারে না। তা সত্ত্বেও উড়োজাহাজের কোন যাত্রী ঘটনাক্রমে চাঁদ দেখিয়া সাক্ষ্য দিলে উহা গৃহীত হইবে। ইহা অগ্রাহ্য করার কোন কারণ নাই। অনেক সময় নিম্নাকাশে ধূলা-বালি ও বাষ্পরাজির দরুন চাঁদ দেখা যায় না। কিন্তু উচ্চাকাশ হইতে পশ্চিমাকাশ পরিষ্কার হওয়ার কারণে চাঁদ দেখা যাইতে পারে। কিন্তু শর্ত হইল, এত উচু হইতে বিমানে দেখা চলিবে না, যেখানে মাটির মানুষের দৃষ্টি পৌঁছিবে না। কেননা, শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হইল যেখানে মাটির মানুষ দেখিতে পারে। কিন্তু ২০/৩০ হাজার ফুট উপরে উঠিয়া চাঁদ দেখিলে এই সংবাদ এই বস্তির জন্য প্রযোজ্য হইবে না, যাহারা পশ্চিমাকাশ পরিষ্কার হইলেও মাটি হইতে উক্ত চাঁদ দেখিতে পারিবে না।

একই তারিখে সর্বত্র রোযা বা ঈদ করাতে অধিক সওয়াব নাই

একই দিনে সারা দেশে রোযা থাকা বা ঈদ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বাধ্যতামূলক নহে। এই ব্যাপারে পরিশ্রম করাতে কোন সওয়াব নাই; ইহা অসম্ভব ব্যাপারও বটে। কারণ পূর্ব ও পশ্চিমের রাজ্যসমূহের মধ্যে অত্যধিক দূরত্ব বিধায় চন্দ্র উদয় স্থলের বিভিন্নতা নিশ্চিত। ফকীহ্‌গণ ইহা মানিয়া নিয়াছেন। এইজন্য সেই যুগের রোযা ও ঈদ কোনদিন মক্কায়, কোনদিন মদীনায়, কোনদিন সিরিয়ায়, আবার কোনদিন ইরাক ও মিসরে আরম্ভ হইত অথচ এই সব শহরে একই তারিখে রোযা আরম্ভ করা বা ঈদের ব্যবস্থা করা তখন সম্ভব ছিল। হযরতের সাহাবা (রাঃ) ও তাবেয়ীগণ তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। এই বিষয়ে হযরত কোরাইব (রাঃ)-এর একটি ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত কোরাইব মদীনা হইতে সিরিয়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-এর নিকট গিয়াছিলেন। সেখানে বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে রমযানের চাঁদ দেখা গেল। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ)-সহ সকল দেশবাসী শুক্রবার দিন প্রথম রোযা রাখিলেন। অতঃপর হযরত কোরাইব (রাঃ) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলে হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস

(রাঃ) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কখন চাঁদ দেখিয়াছেন? তিনি বলিলেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে চাঁদ দেখিয়াছি; হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি স্বয়ং চাঁদ দেখিয়াছেন? হযরত কোরাইব জওয়াব দিলেন, হ্যাঁ, আমি নিজেই চাঁদ দেখিয়াছি। হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) সহ অন্য মুসলমানও দেখিয়াছেন এবং সকলে শুক্রবার রোযা রাখিয়াছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলিলেন, আমরা (মদীনাবাসী) তো শুক্রবার দিবাগত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখিয়াছি। সুতরাং ঈদের চাঁদ না দেখিয়া বা রোযা ত্রিশ দিন পূর্ণ না করিয়া ঈদ করিব না। তখন হযরত কোরাইব (রাঃ) আরয করিলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) অন্য সকল মুসলমানের চাঁদ দেখা আপনার ঈদ করার জন্য কি যথেষ্ট নহে? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) জানাইলেন যে, এই অবস্থায় অনুরূপ আমল করার জন্য হুযূরে পাক (সঃ) আমাদের প্রতি হুকুম করিয়াছেন। সহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪৮।

এখানে হযরত কোরাইব (রাঃ)-এর কথা অগ্রাহ্য হওয়ার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথম কারণ এই যে, হয়ত তিনি সিরিয়া ও মদীনার চন্দ্রোদয় স্থলের ভিন্নতার দরুন সিরিয়ার চাঁদ দেখার কথা মদীনার জন্য যথেষ্ট মনে করেন নাই। দ্বিতীয় কারণ এই যে, হযরত কোরাইব একাই সিরিয়ায় চাঁদ দেখার সাক্ষী ছিলেন। সুতরাং ঈদের বেলায় এক সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় না। সেইজন্য তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। মোটকথা, এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, হযরতে সাহাবায়ে কিরামগণ কখনও এক তারিখে রোযা রাখার বা ঈদ করার বিষয় চিন্তা করিতেন না। অন্যথায় সমগ্র রমযানের মধ্যে সিরিয়ায় চাঁদ দেখার খবরটি যথারীতি মদীনায় পৌঁছাইয়া এক তারিখে ঈদ করা যাইত। চাঁদের মাসআলায় বিস্তারিত বিবরণ জানিতে হইলেই আমার 'রুইয়াতে হেলাল' শীর্ষক কিতাব দেখুন। এখানে শুধু আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বিষয়াদি বর্ণনা করা হইতেছে।

চাঁদ দেখার ব্যাপারে আধুনিক যন্ত্রপাতির সংবাদের গুরুত্ব

চাঁদের মাসআলায় প্রয়োজনীয় বিষয়াদির বিশ্লেষণের মধ্য দিয়া আধুনিক যন্ত্র যথা রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন, ওয়ারলেস, টেলিগ্রাম ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত সংবাদের গুরুত্ব জানা গিয়াছে। ইহার সারাংশ নিম্নরূপ ঃ

১. রমযানের চাঁদ ছাড়া রোযার ঈদ, কুরবানীর ঈদ অথবা অন্য কোনও মাসের চাঁদ দেখার প্রমাণ সাক্ষ্য ছাড়া হইতে পারে না। সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাক্ষীকে দরবারে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হয়। দূর হইতে সংবাদ পাঠানোর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। উহা চিঠি-পত্রের দ্বারা হউক কিংবা আধুনিক যন্ত্র যথা রেডিও-টেলিফোন ইত্যাদির মাধ্যমে হউক।

২. যে দেশে কাজী অথবা হেলাল কমিটি যথারীতি কোন সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নিশ্চিত হইয়া ঈদ ইত্যাদি হুকুম দিয়াছেন। এই হুকুম যদি রেডিওর মাধ্যমে প্রচার করা হয় তবে সেই কাযী বা হেলাল কমিটির আওতাধীন এলাকাবাসীর জন্য এই সংবাদে ঈদ করা জায়েয হইবে। তবে শর্ত হইল, রেডিওকে বাধ্য করিতে হইবে যে, চাঁদ দেখা সম্পর্কে অন্য কোন সংবাদ প্রচার করিবে না। কেবল মাত্র হেলাল কমিটির দেওয়া খবর প্রচার করিবে।

৩. কাযী অথবা হেলাল কমিটির পক্ষ হইতে যে ভাষা প্রদান করা হইবে, রেডিও অবিকল সেই ভাষাই প্রচার করিবে। যে রেডিও এই নিয়ম মানিয়া চলে না সেই রেডিওর খবরে ঈদ ইত্যাদি করা কাহারও জন্য জায়েয নহে। অনুরূপ যদি কোন কাযী, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা হেলাল কমিটি সমগ্র জেলা, প্রদেশ বা রাজ্যের জন্য হয় তবে তাঁহাদের আওতাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য এই ফয়সালামতে আমল করা ওয়াজিব। সুতরাং যদি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শরীয়তসম্মত নিয়মে সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার পক্ষ হইতে এই ফয়সালা রেডিওতে প্রচার করা হয়, তবে সারা পাকিস্তানবাসীর জন্য এই খবর অনুসরণ করা ওয়াজিব হইবে। যদি না পাকিস্তানের কোন এলাকা এমন হয়, যেখানে চন্দ্রোদয়ের স্থলের বিভিন্নতা মানিতে হয়।

৪. অনুরূপ সংগৃহীত খবরও আধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে গৃহীত হইবে। যদি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন অথবা চিঠি ইত্যাদির মাধ্যমে স্বয়ং চাঁদ দেখিয়াছে এমন ব্যক্তির পক্ষ হইতে নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য সংবাদ আসে, তাহা হইলে এইরূপ সংবাদ গ্রহণ করা যাইবে। তবে এই ক্ষেত্রে শর্ত হইল এই যে, সংবাদদাতার পরিচয় জানিতে হইবে এবং সে এইভাবে সংবাদ দিবে যে, আমি স্বয়ং চাঁদ দেখিয়াছি অথবা আমাদের সম্মুখে অমুক শহরের কাযী অথবা হেলাল কমিটির সামনে সাক্ষ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং সেই সাক্ষ্য হিসাবে চাঁদ দেখা যাওয়ার ফয়সালা করা হইয়াছে। ফতোয়ায়ে শামী, ১ম খণ্ড, ১৫১ পৃঃ। এইরূপ সন্দেহযুক্ত সংবাদ যাহাতে কে বা কাহারা চাঁদ দেখিয়াছে ইহার কোন হদিস নাই বরং এইরূপ খবর দেওয়া হয় যে, অমুক স্থানে চাঁদ দেখা গিয়াছে, এমন সংবাদকে এস্তেফাজায়ে খবর বলা হয় না।

৫. রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন দীনদার মুসলমানের খবরই যথেষ্ট। যদি আকাশ পরিষ্কার না থাকে, তা'হলে একজনের কথায় চলিবে না। সুতরাং আধুনিক যন্ত্রপাতির খবরে নিম্নোক্ত শর্তমতে রোযা রাখা দুরস্ত আছে। সংবাদদাতার চিঠির লেখা অথবা কথার আওয়াজ চিনিতে হইবে। সংবাদদাতা স্বয়ং চাঁদ দেখার কথা বলিবে এবং যাহার সম্মুখে খবর বলা হইতেছে সে তাহাকে চিনিতে হইবে; এবং তাহার সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য হইতে হইবে।

টেলিগ্রাম ও ওয়ারলেসের খবরে যেহেতু সংবাদদাতার পরিচয় পাওয়া যায় না, কাজেই এই খবরে চাঁদ দেখার প্রমাণ হইবে না। অবশ্য টেলিফোন, টেলিভিশন ও রেডিওতে আওয়াজের পরিচয় হয়। সেইজন্য নির্ভরযোগ্য সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বালেগ চক্ষুষ্মান মুসলমান স্বয়ং চাঁদ দেখার কথা বলিলে রোযা রাখার হুকুম দেওয়া যাইতে পারে। আর যদি সংবাদদাতার উপর পূর্ণ বিশ্বাস না হয়, তবে রোযা রাখার হুকুম দেওয়া জায়েয হইবে না। রমযান প্রমাণ হওয়ার নিমিত্ত হাকিম বা কাযীর হুকুমের প্রয়োজন নাই,

বরং সাধারণ মুসলমান যদি কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বালেগ চক্ষুষ্মান মুসলমানের নিকট স্বয়ং চাঁদ দেখার কথা শুনে তবে তাহাকে রোযা রাখিতে হইতে। কাযী বা হেলাল কমিটির হুকুমের প্রয়োজন নাই।

বান্দা মোঃ শফী
১৬-১১-৮০ হিঃ।

টেলিফোনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান

১. ঈদের চাঁদ দেখার খবর যদি কোন নির্ভরযোগ্য মুসলমানের নিকট হইতে টেলিফোনে জানা যায়, তবে এই খবর শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হইবে কি না?

২. রমযানের চাঁদ টেলিফোনে জানা গেলে উহা গ্রহণ করা যাইবে কি না?

রমযান ও ঈদ উভয় চাঁদের প্রমাণের নিমিত্ত সাক্ষীকে আদেল (যে কবীরা গুনাহ্ করে না, সগীরা গুনাহের উপর বাড়াবাড়ি করে না এবং ভাল আমল মন্দ আমল অপেক্ষা বেশী এমন ব্যক্তি) হওয়া বা ফাসিক না হওয়া শর্ত। এখানে তো মূল ব্যক্তিই অপরিচিত; কারণ টেলিফোনে পরিষ্কারভাবে আওয়াজ চেনা যায় না। চেনা গেলেও অন্যের আওয়াজের সহিত সাদৃশ্য থাকে। লুক্কায়িত ব্যক্তির নির্দিষ্টকরণের শর্ত এখানে বর্তমান থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং টেলিফোনের মাধ্যমে প্রদত্ত সাক্ষী ঈদ বা রমযানে গ্রহণ করা যাইবে না।[১]

প্রশ্ন ঃ কোনও স্থানের মুফতী অথবা দীনদার আলিম শরায়ী নিয়মে চাঁদের প্রমাণ লইলেন এবং এই খবরটি টেলিফোনে অন্য শহরের মুফতী

---

১ রমযানে চাঁদ প্রমাণ হওয়ার নিমিত্ত সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন। বরং একজন আদেল ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট; সুতরাং টেলিফোনে প্রদত্ত খবর গ্রহণযোগ্য হইবে যদি সংবাদদাতা চিনা যায় এবং সে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হয়।

মোঃ শফী

অথবা দীনদার আলিমকে সরাসরি জানাইয়া দিলেন, উভয়ে উভয়ের আওয়াজ চিনিলেন এবং সংবাদদাতার সংবাদটি দ্বিতীয় আলিম নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করিলেন, তখন এই সংবাদের উপর আমল করা দুরস্ত হইবে কিনা? এই অবস্থায় অন্য নির্ভরযোগ্য টেলিফোনের প্রয়োজন আছে কিনা?

উত্তর ঃ উপরে উল্লেখিত বিস্তারিত বর্ণনায় জানা গিয়াছে, যেক্ষেত্রে দরবারে অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা কবুল হয় না, সেক্ষেত্রে টেলিফোনের খবর গৃহীত হইবে না আর যেখানে দরবারে অনুপস্থিত ব্যক্তির কথা কবুল হয়, সেখানে বক্তার পরিচয় পাওয়া গেলে টেলিফোনের খবর গ্রহণযোগ্য হইবে।[১] ১৬-.-৩৮ হিঃ

টেলিফোনের মাধ্যমে চাঁদ দেখার সংবাদ পাওয়া গেলে এই সংবাদে রোযা রাখা যাইবে, ঈদ করা যাইবে না। কারণ উহাতে সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রয়োজন এবং ইহা দরবারে হাযির হওয়া ব্যতীত সম্ভবপর নহে। তবে কাযী বা দীনদার আলিমের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া টেলিফোনে খবর দিলে ঈদের বেলায়ও উহা গৃহীত হইবে।

ফতোয়ায়ে দারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪১

যে স্থানে মুসলমান সরকার নাই, সেখানে ঈদের চাঁদের বেলায়ও কাযী বা হাকীমের দরবারে গিয়া 'আমি সাক্ষ্য দিতেছি' এরূপ সাক্ষ্য নিষ্প্রয়োজন, তবে ঈদের চাঁদের প্রমাণ হইতে হইলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার বেলায় দুইজন ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক হইতে হইবে। তাহা ক্রীতদাস বা দাসী হইবে না এবং 'হদ্দে কজফ' লাগান হইয়াছে এমন ব্যক্তি হইবে না। তাহারা আলিমের সামনে হাযির হইয়া স্বয়ং চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে ঈদ করা যাইবে। ফতোয়ায়ে দারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৫৯

এই বিষয় বিস্তারিত অবগতির জন্য মুফতীয়ে আযম হযরত মাওলানা মোঃ শফী (রঃ)-এর 'রুইয়্যাতে হেলাল' পড়ুন। —অনুবাদক

---

১. টেলিগ্রামের খবরে রোযা রাখা বা ঈদ করা জায়েয নহে।

ইমদাদুল ফতোয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯১

রোগীর শরীরে রক্ত দান

আজকাল মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসার একটি নূতন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে অন্য কারো শরীর হইতে রক্ত বাহির করিয়া তাহা সংরক্ষণ করা হয়। ইহার পর ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে এই রক্ত মুমূর্ষু রোগীর শরীরে প্রবেশ করান হয়। ইহাতে মুমূর্ষু রোগী দ্রুত শক্তি লাভ করে। এই সম্পর্কে নানা প্রশ্ন আসিয়া থাকে। এইজন্য রক্তদান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জওয়াব এই স্থানে উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করিতেছি।

প্রশ্ন ঃ অসুস্থতার দরুন একজনের রক্ত অন্যের শরীরে প্রবেশ করান জায়েয কি না।

উত্তর ঃ ইহার মূল বিধান হইল, রক্ত নাজাছাতে গলিজা এবং দেহের উপরিভাগে নাপাক বস্তুর ব্যবহার দুরস্ত নহে। কাজেই দেহের ভিতরে ঢুকান না-জায়েয হওয়ার দিক আরও প্রবল। দুররুল মুখ্‌তার ও শামী কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত আছে। হযরত রসূলে পাক (সঃ)-এর নিকট কোনও সাহাবী নাপাক চর্বি নৌকা অথবা চামড়ায় লাগানোর কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, উহা হারাম (সহীহ বুখারী শরীফ)। তদুপরি যেহেতু মানুষের রক্ত মানুষের শরীরের অংশ বিশেষ এবং মানুষের দেহাংশ ব্যবহার করা হারাম।

ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে বলা হইয়াছে ঃ

الانتفاع باجزاء الادمى لم يجز قيل للنجاسة قيل للكرامة
وهو الصحيح كذا فى جواهر الاخلاطى -

অর্থাৎ ঃ মানুষের দেহাংশ দ্বারা উপকৃত হওয়া জায়েয নহে। ইহার কারণ দুইটি। কাহারও মতে দেহাংশ নাপাক বিধায় উহার ব্যবহার নাজায়েয। আবার কাহারও মতে মানব জাতির মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয় বলিয়া ইহার ব্যবহার নিষিদ্ধ। প্রথম অভিমত অনুযায়ী রক্ত বা দেহের কর্তিত টুকরা বা চামড়া ইত্যাদির মত নাপাক অঙ্গের ব্যবহার হারাম আর দ্বিতীয় ভাষ্য অনুযায়ী

শরীরের যেসব জিনিস অপবিত্র নহে যেমন নখ, চুল ইত্যাদি ব্যবহার করাও হারাম হইবে। ফতোয়ায়ে আলমগিরীতে এই দুইটি অভিমত উল্লেখ করার পর দ্বিতীয়টির প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। এবং অধিকাংশ ফকীহ ইহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন। এইজন্য মানুষের চুল দ্বারা প্রস্তুত বস্তুর ব্যবহার হারাম বলিয়াছেন। আলমগিরীতে ফতোয়ায়ে কাযী খান হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, যদি কেহ ক্ষুধায় মরণাপন্ন হয়, জীবন রক্ষার জন্য কোন মৃত জীবও না পায়; এমতাবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, আমার দেহ হইতে মাংসের টুকরা কাটিয়া খাইয়া জীবন বাঁচাও তবে তাহার জন্য খাওয়া জায়েয হইবে না। আর ঐ ব্যক্তির জন্য দেওয়াও জায়েয হইবে না। আলমগিরীর ভাষ্যটি হইল:

مضطر لم یجد میتة وخاف الهلاک فقال له رجل اقطع یدی
و کل اوقال اقطع منی قطعة و کلها لایسعه ان یفعل ذالک و لا یصح
امره به - عالمگیری باب ۲ـ۱۱ صـ۳۸۴ ج ۵ طبع مصر -

অর্থ: ক্ষুধায় মরণাপন্ন কোন লোক যদি জীবন বাঁচানোর জন্য মৃত বস্তুও খাইতে না পায়, এইরূপ পরিস্থিতিতে যদি কেহ তাহাকে বলে যে, তুমি আমার হাত কিংবা শরীরের কোন অংশ কাটিয়া খাও, তাহা হইলেও এইরূপ করা জায়েয হইবে না। সুস্থ ব্যক্তিকেও এইরূপে নিজের শরীরের কোন অংশ কোন ক্ষুধার্তকে দেওয়া জায়েয হইবে না।

আলমগিরী, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৪

ফিকাহ্ শাস্ত্রের এই বিধানটি আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অনুরূপ। অর্থাৎ এক ব্যক্তির জীবন রক্ষার জন্য যদি কেহ স্বেচ্ছায় নিজের শরীরের রক্ত দিতে চায়, তবে রক্ত মানব দেহের অংশ হওয়ার প্রেক্ষিতে এরূপ করা জায়েয হইবে না। মূল মাস'আলাও উহার বিধান। কিন্তু অপারগ অবস্থায় ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তু খাওয়ার অনুমতি দিয়াছেন। দুররুল মুখতার ও শামী ইত্যাদি কিতাবে এই কথার উপরই ফতোয়া দেওয়া হইয়াছে। তবে ঔষধ হিসাবে হারাম বস্তু খাওয়া জায়েয হওয়ার নিমিত্ত শর্ত হইল

এই যে, কোন অভিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার যদি বলেন যে, এই হারাম বস্তু ছাড়া এই রোগীর চিকিৎসা সম্ভব নহে এবং এই হারাম বস্তু খাইলে সুস্থ হওয়ার একান্ত আশা করা যায়, তখন খাওয়া জায়েয হইবে।

আলমগিরীর উপরিউক্ত ফতোয়ায়ও এই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, মানুষের রক্তকে অন্যান্য হারাম বস্তুর উপর কিয়াস করা যায় না। অর্থাৎ অন্যান্য হারাম বস্তু প্রয়োজনবোধে খাওয়া জায়েয হইলেও মানুষের রক্তের ব্যবহার জায়েয হইবে না। তদুত্তরে বলা যায় যে, আলমগিরীর মাস'আলায় দেখুন একজন জীবিত মানুষের মাংস বা অঙ্গ কাটার কথা বলা হইয়াছে। উহা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। এমন কি এইজন্য অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুর আশঙ্কা রহিয়াছে। পক্ষান্তরে রক্ত দান ও তাহা রোগীর শরীরে ঢুকানোর পদ্ধতিতে এই ধরনের কষ্ট কিংবা মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। রক্তদাতার সাময়িক দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইলেও তাহা অল্প সময়ের মধ্যে কাটিয়া যায়। সুতরাং এই পার্থক্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যাইতে পারে যে, অভিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার যদি বলেন যে, রক্তদান ভিন্ন নির্দিষ্ট কোন রোগীর চিকিৎসার কোন উপায় নাই এবং রক্ত দেওয়া হইলে আরোগ্যের অধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে, তখন অন্যের রক্ত দেওয়া যাইবে।

প্রশ্ন: স্ত্রীর রক্ত যদি স্বামীর শরীরে বা স্বামীর রক্ত স্ত্রীর শরীরে ঢুকান হয় তবে ইহাতে বিবাহ বিনষ্ট হইবে কিনা?

উত্তর: রক্ত দান প্রথা ফকীহদের জামানায় ছিল না। কাজেই ইহার সরাসরি হুকুম ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণের আলোচনায় পাওয়া যাইতে পারে না। তবে অনুরূপ অন্য কোন দৃষ্টান্ত হইতে ইহার হুকুম জানা যাইতে পারে। অর্থাৎ কোন শিশুকে অন্য মেয়ে লোক স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ পান করাইলে সে শিশুটির দুধ-মা হইয়া যায়। কারণ তাহার দুধ শিশুটির অঙ্গাংশে পরিণত হইয়াছে এবং শিশুটির সহিত মেয়েলোকটির ও তাহার ছেলেমেয়ের বিবাহ হারাম হইয়া যায়; কিন্তু ফিকাহশাস্ত্রবিদগণের সর্বসম্মত মতে শিশুটিকে আড়াই বৎসর বয়সের মধ্যে দুধ পান করাইলেই বিবাহ হারাম হইবে, অন্যথায়

হারাম হইবে না। কারণ তখন শিশুটির বাঁচিয়া থাকা দুধের উপর নির্ভরশীল নহে। অনুরূপ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার একজনের রক্ত এমন সময় অপরকে দেওয়া হইয়াছে, যখন তাহার দেহের বৃদ্ধি এই রক্তের উপর নির্ভরশীল নহে; বরং ইহা দ্বারা সাময়িক সাহায্যই উদ্দেশ্য। সুতরাং এই রক্তদানে তাহাদের বিবাহ বিনষ্ট হইবে না।

অপারগ অবস্থায় রক্তদান জায়েয হইলেও ভালো লোকের রক্ত গ্রহণ করিবে। কাফির বা চরিত্রহীন লোকের রক্ত সচ্চরিত্রবান লোকের দেহে প্রবেশ করাইলে তাহার চরিত্রও বিনষ্ট হইতে পারে। তদুপরি রক্তদান প্রথায় বহু অসুবিধার পথও খুলিয়াছে যেমন কম্পাউণ্ডার বা নার্সরা সরলমনা রোগীদের দেহ হইতে ইঞ্জেকশন দ্বারা রক্ত নিয়া বিক্রি করিয়া থাকে। চরিত্র বিনষ্ট ও অন্যান্য অসুবিধার দরুন রক্ত গ্রহণ হইতে বিরত থাকা ভাল। তবে অপারগ অবস্থায় রক্ত গ্রহণ না-জায়েয নহে।

বান্দা মোঃ শফী
৭।৪।৮২ ইঃ

পাইপ সংযুক্ত টাঙ্কি পাক করার নিয়ম

প্রশ্ন: আজকাল অনেক স্থানে দেখা যায় যে, বাড়ীর নীচের তলায় একটি টাঙ্কি এবং উপরতলায় আর একটি টাঙ্কি থাকে। পানির সরকারী পাইপ লাইন হইতে নীচের টাঙ্কিটিতে পানি ভরিয়া মেশিনের সাহায্যে উপর তলায় টাঙ্কিতে উঠাইয়া বিল্ডিং-এর সব কামরায় পানি পৌঁছানো হয়। এমতাবস্থায় যদি কোন প্রকারে টাঙ্কিতে (যাহা সাধারণত ১০×১০ হাত হয় না কোন নাপাক পতিত হয় তবে টাঙ্কিটি নাপাক হইবে কিনা? যদি নাপাক হইয়া যায় তবে উহাকে কিভাবে পাক করিতে হইবে? একবার অথবা তিনবার পানি ঢালিয়া ধুইতে হইবে? না অন্য কোন সহজ পন্থা আছে?

উত্তর: প্রথমত দেখিতে হইবে যে, নীচের অথবা উপরের টাঙ্কিতে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার অবস্থাটা কি ছিল। যদি এমতাবস্থায় নাপাক বস্তু

পড়িয়া থাকে, যখন উভয় দিক দিয়া পানি প্রবাহিত ছিল। যেমন—এক দিকে সরকারী পাইপ দিয়া পানি নীচের টাঙ্কিতে আসিতেছিল এবং বাড়ির ভিতরের পাইপ দিয়া উপরের টাঙ্কিতে উঠাইতেছিল। অপরদিকে উপরের হাউজ বা টাঙ্কি হইতে পাইপের মাধ্যমে গোসলখানা ইত্যাদির দিকে পানি যাইতেছিল। এই অবস্থায় পতিত নাপাকির দরুন অধিকাংশ শাস্ত্রবিদের মতে টাঙ্কি নাপাক হইবে না। কারণ ইহা প্রবহমান পানির পর্যায়ভুক্ত-[১] আর যদি কোন একদিকের লাইনের পানি বন্ধ থাকাকালে নাপাক বস্তু পতিত হয় তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে হাউজ নাপাক হইয়া যাইবে। অতঃপর ইহাকে পাক করার নিয়ম এই যে, যদি হাউজ হইতে ফেলিয়া দিবার মত নাপাক বস্তু হয় তবে উহা ফেলিয়া দেওয়ার পরে যে হাউজে (টাঙ্কিতে) নাপাক পতিত হইয়াছে উহার এক দিক দিয়া পানি ঢুকাইবে এবং অপর দিকের পাইপ দিয়া পানি বাহির করিবে। অপর দিক দিয়া পানি বাহির হওয়ার সাথে সাথে হাউজ পাইপ সব পাক হইয়া যাইবে; এখানে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বাহির করার প্রয়োজন নাই। কোন কোন ফকীহর মতে তিনবার আবার কাহারও মতে একবার টাঙ্কিটি পানিতে ভরিয়া রাখিয়া পানি ফেলিয়া দেওয়া আবশ্যক। এই মতভেদের প্রেক্ষিতে নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময় হাউজে যে পরিমাণ পানি ছিল সেই পানি হাউজ হইতে বাহির করার পর হাউজটি পাক হইয়াছে বলিয়া মনে করাই উত্তম; অবশ্য সাধারণ পানি বাহির করিয়া উক্ত হাউজের পানি

১, অবশ্য যদি উক্ত পানিতে নাপাকির রং, গন্ধ বা স্বাদ প্রকাশ পায় তবে যতটুকু পানিতে রং, গন্ধ বা স্বাদ পাওয়া যায় ততটুকু পানি নাপাক হইয়া যাইবে। অনুরূপ যদি নাপাকি বস্তুটি পানি প্রবাহকালে পতিত হইয়া কোন একদিকের (সরকারী পাইপের পানি বা গোসলখানা ইত্যাদির লাইনের পাইপের পানি) পাইপের পানি বন্ধ হওয়ার পরও নাপাকি পানিতে পড়িয়া থাকে তখনও পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

ব্যবহার করার অবকাশ রহিয়াছে। এই মাস'আলা সম্পর্কে ফিকাহশাস্ত্রবিদদের ভাষ্য নিম্নরূপ ;

(১) فى شرح المنية عن فتاوى قاضيخان فان ادخل يده فى الحوض وعليها نجاسة ان كان الماء ساكنا لايدخل فيه شى من انبوبه - ولا يغترف انسان بالقصعة يتنجس ماء الحوض وان كان الناس يغترفون من الحوض بقصاعهم ولا يدخل من الانبوب ماء او على العكس اختلفوا فيه واكثرهم على انه يتنجس ماء الحوض وان كان الناس يغترفون بقصاعهم ويدخل فيه من الانبوب اختلفوا فيه واكثرهم على انه لايتنجس انتهى فهذا هوالذى ينبغى ان يعتمد عليه - شرح منية ص- ٩٩

(২) قال فى شرح منية فان دخل الماء من جانب حوض صغير كان قد تنجس ماءه فخرج من جانب قال ابو بكر بن سعد الامش لايطهر مالم يخرج مثل ما كان فيه ثلث مرات فيكون ذالك غسلاته كالقصعة حيث تغتسل اذا تنجست ثلث مرات وقال غيره لايطهر مالم يخرج مثل ما كان فيه مرة واحدة وقال ابو جعفر الهند وانى يطهر بمجرد الدخول من جانب والخروج من جانب وان لم يخرج مثل ما كان فيه وهواى قول الهند وانى اختار صدر الشهيد حسام الدين لانه حينئذ يصير جاريا والجارى لايتنجس مالم يتغير بالنجاسة والكلام فى غير المتغير انتهى - شرح المنية ص-٩٩

অর্থ ঃ

১। যদি কেউ নাপাক হাত হাউজে ঢুকায়, তবে যদি হাউজটি প্রবহমান না হয়, বাহির হইতে পাইপ দিয়া পানি ভিতরে না আসে আর লোকেরা বড় পাত্র দ্বারা হাউজ হইতে পানি না নেয় তবে হাউজের পানি নাপাক হইয়া যাইবে। আর যদি লোকেরা পাত্র দ্বারা পানি উঠাইয়া নেয় বা পাইপ দিয়া বাহির হইতে ভিতরে পানি না আসে অথবা পাইপের মাধ্যমে পানি আসে কিন্তু লোকেরা পানি উঠায় না তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে হাউজের পানি নাপাক হইয়া যাইবে। আর যদি লোকেরা বড় বড় পাত্র দ্বারা পানি উঠাইয়া নেয় এবং পাইপ দিয়া পানি বাহির হইতে আসে তবে অধিকাংশ ফকীহর মতে হাউজের পানি নাপাক হইবে না। এবং ইহাই নির্ভরযোগ্য হওয়া উচিত। —কবীরী, পৃ: ৯৯

২। শরহে বুনিয়: কিতাবে বলা হইয়াছে, যদি নাপাক হাউজের এক দিক দিয়া হাউজের ভিতর পানি ঢুকে ও অপর দিক দিয়া বাহির হয় তবে আবু বক্‌র ইবনে সাদ আ'মশ বলেন যে, হাউজের সমপরিমাণ পানি তিনবার ভরিয়া বাহির করিলে হাউজটি পাক হইবে যেমন নাপাক পেয়ালা তিনবার ধুইলে পাক হয়।

অন্যরা বলেন যে, হাউজটি একবার ভরিয়া পানি বাহির করিলে পাক হইবে। আবু জা'ফর হিন্দওয়ালী বলেন, হাউজটির একদিক দিয়া পানি ঢুকিয়া অপর দিক দিয়া বাহির হওয়া মাত্র পাক হইয়া যাইবে; সাদরুশ শাহীদ হুসামুদ্দীন এই অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন। কারণ তখন হাউজটি প্রবহমান হইয়া যায় আর রং, গন্ধ বা স্বাদের পরিবর্তন না হইলে প্রবহমান পানি নাপাকি পড়ার দরুন নাপাক হয় না। আলোচ্য বিষয় ইহাই। —কবীরী, পৃঃ ৯৯

আল্লামা শামীর কোন কোন ভাষ্য হইতে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তাহা হইল এই যে. ছোট হাউজ অথবা টাঙ্কি 'পাক করার নিয়ম হইল, এক দিক হইতে পানি পূর্ণ করিয়া অপর দিক দিয়া বাহির করিয়া দেওয়া। বস্তুত হাউজ কিংবা টাঙ্কিতে পানি প্রবাহিত করার সহীহ নিয়ম হইল, পানি

ভর্তি করিয়া উপরের চারিদিক দিয়া প্রবাহিত করিয়া দেওয়া। যদি নীচ দিয়া ছিদ্র করিয়া বা পাইপ লাগাইয়া পানি বাহির করা হয় তবে উহা জারি (প্রবহমান) পানির পর্যায়ভুক্ত হইবে না।

حيث قال ثم ان كلامهم ظاهره ان الخروج من اعلاه فلو كان يخرج من ثقب فى اسفل الحوض لا بعد جاريا لان العبرة توجه الماء بدليل اعتبارهم فى الحوض الطول و العرض لا العمق (الى قوله) وابن المسئلة صريحا نعم رايت فى شرح سيدى عبد الغنى فى مسئلة خزنة الحمام اخبر ابو يوسف برؤية فيها قال فيه اشارة الى ماء الخزانة اذا كان يدخل من اعلاها ويخرج من الانبوب فى اسفلها فليس بجار انتهى -

وفى شرح المنية يظهر الحوض بمجرد مايدخل الماء من الانبوب ويفيض من الحوض هو المختار لعدم تيقن بقاء النجاسة فيه وصيرورته جاريا اهـ -

و ظاهر التعليل الاكتفاء بالخروج من الاسفل - رد المحتار ص—١٣٨ ج ١

অর্থ: ফকীহগণের স্পষ্ট অভিমত হইল উপরের দিক দিয়া পানি বাহির করিয়া দেওয়া। আর যদি নীচের ছিদ্রপথে বাহির করিয়া দেওয়া হয় তবে উহা প্রবহমান পানি বলিয়া গণ্য করা হইবে না। কারণ হাউজের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাব করা হয়। গভীরতা হিসাব করা হয় না। আর এইজন্য পানির উপরিভাগই দেখিতে হইবে।

অবশ্য এই মাস'আলাটি কোথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত দেখা যায় নাই।

তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রাঃ)-কে বলা হইল যে, হাউজে একটি ইঁদুর দেখা গিয়াছে। ইহাতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, হাউজের উপর দিয়া পানি আসিয়া নীচের ছিদ্রপথে বাহির হইলে উহাকে প্রবহমান পানি বলা হয় না।

শরহে মুনিয়ায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হাউজের পাইপ বা ছিদ্রপথে পানি ঢুকিয়া (যে কোন জায়গা দিয়া) বাহির হইলে হাউজটি পাক হইয়া যাইবে। কারণ হাউজটি ইহাতে প্রবহমান হইয়া যায় এবং উহাতে নাপাক বিদ্যমান থাকা নিশ্চিত থাকে না। এখানে হাউজটি পাক হওয়ার যে কারণ বর্ণিত হইল উহা দ্বারা বুঝা যায়, নীচ দিয়া পানি বাহির হইলেও চলিবে।
—শামী, ১ম খণ্ড, ১২৮ পৃঃ

এখানে আল্লামা শামী প্রথমত সন্দেহের সহিত মাস'আলাটি লিখিয়াছেন। অতঃপর শরহে মুনিয়ার ভাষ্য দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হাউজের উপর দিয়া পানি বাহির হওয়া আর নীচ দিয়া বাহির হওয়ার হুকুম এক রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যদিও তিনি প্রমাণ পেশ করার সময় একটি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তবুও ইহা দ্বারা এতটুকু জানা গেল যে, এই মাস'আলা ইমামগণের নিকট হইতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত নাই। বরং পরবর্তী কালের আলিমগণ এই ব্যাপারে গবেষণা করিয়াছেন এবং ইহাতেই দুই রকম মতের অবকাশ রহিয়াছে। অতএব চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে এই মাস'আলার মূল বুনিয়াদ হইল হাউজ ছোট বড় হওয়াটা দৈর্ঘ্য প্রস্থের উপর [illegible] রে, গভীরতার উপর নয়। যেমন দুররুল মুখতার ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন হাউজ উপরিভাগ দিয়া বড় (১০ × ১০) হয় আর নিম্নভাগে উহার চাইতে ছোট হয়, তবে উহা প্রবহমান বলিয়া গণ্য হইবে।' দুররুল মুখ্তারে' বলা হইয়াছে :

ولو اعلاه عشر واسفله اقل جاز حتى يبلغ الا قل ولو عكسه
فوقع فيه نجس لم يجز حتى يبلغ العشر ولو جد ماء

تنقب اى الماء منفصلا عن الجمد جار لانه كالمسقف
وان متصلا لا ازشامى ج ١ ص--١٧٩

অর্থঃ হাউজের উপরিভাগ যদি দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ (১০×১০) হয় আর উহার নিম্নভাগে কম থাকে তবে পানি নিম্নভাগে নামিয়া আসার পূর্ব পর্যন্ত উহা প্রবহমান বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি উপরি-ভাগ ছোট ও নিম্নভাগ ১০×১০ হয় তবে পানি নিম্নভাগে নামিয়া আসার পূর্ব পর্যন্ত উহাতে নাপাকি পড়িলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে।

—শামী, ১ম খণ্ড, ১৭৯ পৃঃ

এই মাস'আলার কারণ সম্পর্কে আল্লামা শামী উপরোক্ত ভাষ্যের পূর্বে লিখিয়াছেন, ''কারণ পানির উপরিভাগ দিয়া ব্যবহার করা হয়, নীচের অংশে ব্যবহার হয় না।' হাউজটি যদি ১০ হাত দৈর্ঘ্য ও ১০ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট না হয় তবে উহাতে নাপাকি পতিত হইলে পানি নাপাক হইয়া যাইবে যদিও উহার গভীরে প্রশস্ততা ১০×১০-এর চাইতেও বড় হয়।

এই নিয়ম অনুযায়ীই বলা হয়, যদি বড় হাউজের উপরিভাগে বরফ জমিয়া থাকে এবং বরফ ভাঙ্গিয়া ছিদ্র করিয়া পানি বাহির করা হয় এমতাবস্থায় যদি এই বরফ পানি সংলগ্ন হয় এবং এই পানিতে নাপাকি পতিত হয় তবে হাউজটি বড় হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু বরফের দরুন পানি লইবার স্থান সংকীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য এই পানিকে নাপাক বলা হইবে। সুতরাং যে কূপের উপরিভাগ দাহ দরদাহ (১০×১০) হইতে নাপাক বস্তু পতিত হইলে নাপাক হইয়া যাইবে। যদিও ইহা এত গভীর হয় যে, গভীরতার দিকটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে রূপান্তরিত করা হইলে দাহ দরদাহ বা ১০×১০ হইতেও বড় হইবে।

যাহারা কূপের নিম্নদেশ হইতে পানি প্রবাহিত করা বিবেচনা করেন নাই, মনে হয় তাহারা নিজেদের এই অভিমতের ভিত্তি হিসাবে ধরিয়া নিয়াছেন যে, অধিক পানি মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কূপের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিবেচনা করিতে হইবে

গভীরতা নহে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের মতে কূপের নীচের দিক দিয়া পানি প্রবাহিত করাও বিবেচনা করা চলিবে না।

কিন্তু আল্লামা শামীর বর্ণনা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, যেহেতু হাউজের উপরিভাগ দিয়া পানি ব্যবহার করা হয়, এইজন্য গভীরতার মূল্যায়ন হয় না। আরও জানা গিয়াছে যে তখনকার হাউজের উপর আজকালকার হাউজকে কিয়াস করা ঠিক হইবে না। কারণ আজকাল হাউজের উপরিভাগ দিয়া পানি ব্যবহার করা হয় না, বরং নীচের পাইপ হইতে পানি ব্যবহার করা হয়। সুতরাং হাউজ বা টাঙ্কি পাক করার বেলায় নীচের পাইপ দিয়া পানি বাহির করিয়া দিলে প্রবাহিত পানির পর্যায়ভুক্ত হইবে। হাউজ বা টাঙ্কি পাক হইবে।

বান্দা মোঃ শফী
২৩।১।৮০ হিঃ
সাবেক খাদেম, দারুল ইফতী
দারুল উলুম, করাচী

আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত কয়েকটি ফতোয়া

(ইমদাদুল ফতোয়া হইতে)

হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ) 'হাওয়াদিমুল ফতোয়া' শিরোনামে ইমদাদুল ফতোয়ার একটি বিশেষ অংশ লিখিয়াছেন। উহাতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত বহু মাস'আলা রহিয়াছে। এইগুলি অত্র কিতাবে বর্ণনা করা সমীচীন মনে করিতেছি।

সম্মোহনের বিধান

প্রশ্ন : সম্মোহন, ধ্যান ইত্যাদি বিদ্যা চর্চা সম্পর্কে মুফতি সাহেবগণের অভিমত কি? এই সব বিষয় চর্চা করা কি জায়েয, না না-জায়েয? জায়েয হইয়া থাকিলে সব জায়েয? না অংশ বিশেষ জায়েয? পবিত্র কুরআন হাদীস ভিত্তিক প্রমাণাদি সহকারে আলোচনা করিতে মর্জি হয়।

উত্তর : এই সব কাজ আধ্যাত্মিক আমল নহে। বরং প্রবৃত্তি প্রসূত ব্যাপার। শরীতের নিয়ম রহিয়াছে যে কোন মুবাহ কাজের দরুন কোন ফাসাদের আশঙ্কা থাকিলে উহা আর মুবাহ থাকে না। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, এই সব ব্যাপার বিশ্বাস ও আমল উভয় দিক হইতেই বহু ক্ষতি সাধনকারী। সুতরাং মুসলমানগণকে এইগুলিতে বিরত রাখিতে হইবে। এই সবের অনিষ্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে মৌখিক প্রশ্ন করা যাইতে পারে।

১৭ | ৩ | ৩৫ হিঃ

নলকূপের পবিত্রকরণ পদ্ধতি

প্রশ্ন : নলকূপের ভিতর যদি কেহ পেশাব বা অন্য কোনও নাপাক বস্তু ঢালিয়া দেয় তবে উহা নাপাক হইবে কিনা। যদি নাপাক হইয়া যায়, তবে উহাকে পাক করার নিয়ম কি?

উত্তর : দুররুল মুখতার কিতাবে বলা হইয়াছে, "নাপাক বস্তু পড়ার সময় উহাতে যে পরিমাণ পানি ছিল উহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। যদি সম্পূর্ণ পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নিষ্কাশনের সময় কি পরিমাণ পানি ছিল, উহা অনুমান করিয়া ফেলিতে হইবে।"

এই বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, কূপে নাপাক বস্তু পতিত হইলে উহা নাপাক হইয়া যায় এবং নাপাক বস্তু পতিত হওয়ার সময়কার সমস্ত পানি সেচ করিলে উহা পাক হইবে। সুতরাং নলকূপে নাপাক বস্তু পড়ার সময়কার সব পানি পাইপ হইতে বাহির করিয়া ফেলিলে উহা পাক হইবে। এইরূপ সন্দেহ করা ঠিক হইবে না যে, নলকূপের নিম্নদেশে মাটির ভিতর হইতে পানি আসিতে থাকে। তৎসংলগ্ন আশেপাশের পানিও তো

নাপাক হইয়া গিয়াছে ; উহা পাক করার উপায় কি। তদুত্তরে বলা যায় যে, অনুরূপ সন্দেহ কূপের বেলায়ও হয়, তবে শরীয়ত পাইপের বহির্ভূত পানিকে (যাহা মাটির ফাঁক দিয়া পাইপের দিকে আসিতেছে) নাপাক বলে না। হাঁ, যদি জানা যায় যে, পাইপের গোড়ায় পানি জমিয়া আছে, তবে যতটুকু পানি পাইপের গোড়ায় জমা আছে বলিয়া অনুমান করা হয়, ততটুক পানি বাহির করিলেই উহা পাক হইবে। উপরোক্ত বর্ণনায় জানা গেল যে, যদি নলকূপে এমন নাপাক বস্তু পতত হয় যাহা বাহির করা যায় না তবে উহা বাহির করা ব্যতিরেকে নলকূপটি পাক করা যাইতে পারে। উক্ত নাপাক বস্তু দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথমত নাপাক কাপড় ইত্যাদি। এই অবস্থায় নলকূপের পানি পূর্ববৎ বাহির করিয়া দিলেই নলকূপটি পাক হইয়া যাইবে। দ্বিতীয়মত মূল নাপাক বস্তু যেমন পায়খানা গোবর ইত্যাদি। এইরূপ অবস্থায় নাপাক বস্তুটি মাটিতে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করিবে। অতঃপর পূর্ববৎ পানি বাহির করিয়া নলকূপটি পাক করিয়া ফেলিবে। 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

الا اذا تعذر كخشبة او خرقة متنجسة "في رد المحتار"
واشار بقوله متنجسة الى انه لابد من اخراج عين
النجاسة كلحم ميتة او خنزير اه ج قلت فلو تعذر ايضا ففي
القهستاني عن الجواهر لو وقع عصفور فيها فعجزوا عن
اخراجه فما دام فيها فنجسة فتترك مدة يعلم انه استحال
وصار حماة وقيل مدة ستة اشهر اه ج ١ ص — ٢١٩

গ্রন্থকার গ্রন্থে 'মুতা'জ্জামাতুন বা 'নাপাক বস্তু' কথা দ্বারা ইশারা করিয়াছেন যে শূকর বা কোন মৃত প্রাণী বা উহার অংশ পতিত হইয়া থাকিলে উহাকে বাহির করিতে হইবে। আর বাহির করিতে অক্ষম হইলে যতদিন উহা বর্তমান আছে বলিয়া মনে করিবে উহা নাপাক থাকিবে, আর উহা মাটি

হইয়া গিয়াছে বলিয়া যখন ধারণা হইবে তখন উহা পাক হইবে। কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ছয় মাস পর পাক হইবে। শামী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২০৯

যবেহ করার আধুনিক নিয়ম

প্রশ্ন ঃ (বৃটেন হইতে প্রকাশিত "মদীনা" পত্রিকার ১/২/১৭ ইং তারিখের সংবাদ যবেহ করিবার সময় যাহাতে প্রাণীদের কষ্ট না হয়, এই বিষয়ে চিন্তা করা হইতেছে এবং এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রয়েল সোসাইটি নামক একটি সংস্থা গঠন করা হইয়াছে। প্রাণীটিকে কষ্টমুক্ত করার জন্য এমন যন্ত্র তৈরী করা হইয়াছে যাহা দ্বারা উহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া শরীয়ত-সম্মত নিয়মে যবেহ করা হয়। বেহুঁশ অবস্থায় প্রাণীটির শিরা চলে এবং যবেহ করার পর রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে প্রাণীটির কোন কষ্ট হয় না। অবশ্য এই যন্ত্রটির ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায় নাই বা যন্ত্রটি কিভাবে ব্যবহার করা হয় এবং প্রাণীটির কোন অঙ্গে আঘাত দেওয়া হয় অথবা কোন নেশাদার বস্তু দ্বারা বেহুঁশ করা হয় এই সবকিছুই এখনও অজ্ঞাত। বৃটেনে এইভাবে যবেহ করার আইনও প্রণীত হইতে পারে।

উত্তর ঃ এখানে দুইটি কথা রহিয়াছে। প্রথম কথা হইল, এইভাবে যবেহকৃত প্রাণীটি হালাল কিনা। প্রাণীটি যবেহকালে যেহেতু সম্পূর্ণ জীবিত ছিল এবং হালাল হওয়ার পরিপন্থী কোন কিছু এখানে নাই, কাজেই প্রাণীটি হালাল হইবে। দুররুল মুখতার গ্রন্থে বলা হইয়াছে ঃ

ذبح شاة مريضة فتحركت او خرج الدم حلت والا
أن لم تدر حيوته عند الذبح وان علم حيوته حلت مطلقا
وان لم تتحركت ولم يخرج الدم وهذا يتاتى فى
منخنقة ومتردية ونطيحة والتى بقر الذئب بطنها
فذكاة هذه الاشياء تحل وان كانت حيوتها خفية

وعليه الفتوى لقوله تعالى — الا ما ذكيتم من غير فصل - فى رد المحتار قوله فتحركت اى بغير نحو مد رجل و فتح عين فما لايدل على الحيوة قوله او خرج الدم اى كما يخرج من الحى الى قوله عند الامام وهو ظاهر الرواية قوله عليه الفتوى خلافا لهما ج ٥ ص — ٣٠١

অর্থ : রুগ্ন বকরী যবেহ করার পর যদি বকরীটি নড়াচড়া করে বা রক্ত বাহির হয় তবে ইহা হালাল হইবে অন্যথায় হালাল হইবে না। আর যদি জীবিত অবস্থায় যবেহ হইয়াছে বলিয়া জানা যায় তবে রক্ত বাহির না হইলে বা নড়াচড়া না করিলেও হালাল হইবে। গলা টিপিয়া উপর হইতে নিক্ষেপ করিয়া বা চিতাবাঘ কর্তৃক প্রাণীটির পেট চিরিয়া ফেলার ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইলে এবং এই ধরনের প্রাণী যবেহ করিলে হালাল হইবে। যদিও ইহাদের জীবনীশক্তি খুবই কম ছিল। এই কথার উপরই ফতুয়া। কারণ আল্লাহ্‌ পাক বলেন, (الا ما ذكيتم) কিন্তু যাহা তোমরা যবেহ করিবে উহা হালাল হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে, বেহুঁশ করিয়া এইভাবে যবেহ করা জায়েয কিনা। এখানে দেখিতে হইবে যে, যবেহ করার পদ্ধতিটি কি ? সেই যন্ত্রের আঘাতে বেহুশ করা হয়, না কোন নেশাদার বস্তু দ্বারা সংজ্ঞাহীন করা হয় ? দ্বিতীয়টি হওয়াই প্রবল। আর নেশাদার বস্তু দ্বারা বেহুঁশ করা হারাম হইবে।

اما طريق الاول فلما فى در المختار مكروهات الذبح والنخع بلوغ السكين النخاع وهو عرق ابيض فى جوف عظم الرقبة وكره كل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلخ قبل ان تبرد اى تسكن من اضطراب فى رد المحتار وقيل النخع ان يمد رأسه حتى يظهر مذبحه وقيل ان يكسر عنقه قبل ان يسكن من الاضطراب فان الكل مكروه

لما فيه من تعذيب حيوان بلا فائدة هداية رد المحتار
ج ৫ ص—২৮৮—২৮৯

واما الطريق الثانى فلما فى الدر المختار و حرم الانتفاع
بها ولو بسقى دواب ج ৫ ص—৪৪৩

অর্থ: প্রথম নিয়ম না-জায়েয হওয়ার কারণ এই যে, দুররুল মুখতার কিতাবে যবেহ করার মাকরূহ্ বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, প্রাণীর ঘাড়ের ভিতরকার সাদা রগ পর্যন্ত ছুরি পৌঁছান মাকরূহ। অনুরূপ সর্ব প্রকারের অনর্থক কষ্ট প্রদান মাকরূহ। যেমন প্রাণীটির আত্মা বাহির হইয়া ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে উহার মাথা কাটিয়া ফেলা বা চামড়া খুলিয়া ফেলা। রদ্দুল মুহতার (শামী) কিতাবে উল্লেখ আছে যে, কাহারও মতে 'নাখউ' শব্দের অর্থ মাথা টানিয়া যবেহ করার স্থান বাহির করা। আবার কেহ কেহ বলেন যে, নাখউ বলা হয়, প্রাণীটি ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে উহার মাথা কাটিয়া ফেলা। এই সবই মাকরূহ। কারণ ইহাতে অনর্থক প্রাণীটিকে কষ্ট দেওয়া হয়।
—শামী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০০/২০৯

নিয়ম নাজায়েয হওয়ার কারণ এই যে, দুররুল মুখতার কিতাবে লিখা আছে যে, মদ্য দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। এমনকি কোন প্রাণীকে পান করানোও হারাম। —শামী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৪৪

এই দুইটি পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোন বৈধ পদ্ধতিতে যদি প্রাণীটিকে অনুভূতিহীন করা হয় তবে ইহাও দুই কারণে নাজায়েয। প্রথম কারণ এই যে, বেহুঁশ করার পূর্বে ইহার অনুভব শক্তি বিদ্যমান ছিল। বেহুঁশ করার পর অনুভব শক্তি বাতিল হওয়া অনিশ্চিত। কারণ উক্ত যন্ত্রের দ্বারা নড়াচড়ার শক্তি রহিত হইয়া প্রাণীটির অনুভব শক্তি বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে। হরকত বা নাড়াচড়া লোপ হওয়াতে অনুভব শক্তি লোপ হওয়া জরুরী নহে। যেমন কাহারও হাত-পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া গলা টিপিয়া ধরিলে তাহার নড়াচড়া বন্ধ হইয়া যাইবে; কিন্তু অনুভব শক্তি বিদ্যমান

থাকিবে। অনুরূপ প্রাণীটি পূর্বে অনুভব ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। এখন অনুভব ক্ষমতাহীন হওয়া সন্দেহজনক হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং শরীয়তের নিয়মানুসারে অনুভব ক্ষমতা বিদ্যমান আছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। কারণ সন্দেহ দ্বারা নিশ্চিত নষ্ট হয় না। সুতরাং অনুভব শক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এই যন্ত্র অধিক কষ্টের কারণ হইবে। কাজেই এই যবেহ পদ্ধতি নাজায়েয। কোন প্রাণী নিজের অবস্থা বলিতে পারে না। মানুষের উপর এই যন্ত্রের পরীক্ষার মূল্যায়ন ভুল হইবে। কারণ মানুষ ও বোবা পশুর কোন কোন বৈশিষ্ট্য ভিন্নরূপ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই নিয়মে যবেহ করনেওয়ালা স্বভাবতই এই নিয়মকে উত্তম মনে করিয়া শরীয়তের সনাতন পদ্ধতিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করিবে। মানুষের উদ্ভাবিত পদ্ধতিকে শরীয়তে নির্দেশিত নিয়মের উপর প্রাধান্য দেওয়া কুফরীর কাছাকাছি ব্যাপার। এই দুই কারণে এই যবেহ পদ্ধতি বিদ'আতে সাইয়্যেদা (খারাপ) এবং ধর্ম বিকৃতির ফলে শরা বিরোধ ব্যাপার। সুতরাং এইরূপ আইন প্রণয়ন করা ইসলামের পরিপন্থী। আর তাই আইন প্রণয়নকারী সংস্থাকে জানাইয়া দরখাস্ত করা হোক যে, মুসলমানদের জন্য যেন এইরূপ আইন প্রণয়ন করা না হয়। ১৭ই রবীউস্ সানী ১৩৩৫ হিঃ

উড়োজাহাজে কসর নামাযের দূরত্বের বিধান

প্রশ্ন : উড়োজাহাজের মুসাফিরকে কি পরিমাণ দূরত্বের প্রেক্ষিতে নামায কসর করিতে হইবে ?

উত্তর : যে কালে সফরের বিধান প্রণীত হয়, তখন জলস্থল ও গিরিপথে সফরের প্রচলন ছিল। আর বিধান ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে হয়। কাজেই হাওয়াই সফরের বিধান সম্পর্কে শরীয়তে কোন স্পষ্ট ঘোষণা নাই। কিন্তু শরীয়তে ইহার নজীর বা দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। কাজেই ইহার উপর কিয়াস করিয়া বিধান নিরূপণ করা যাইতে পারে। আর কিয়াস

দ্বারা প্রমাণিত বিধান শরীয়তেরই বিধান। কারণ কোন কিছু প্রমাণ করে না, বরং দলিলের অন্তর্ভুক্তি প্রকাশ করে। হজ্জের ইহ্‌রামের শেষ সীমা নির্ধারণ করা হইয়াছে। ইহাকে মিকাত বলা হয়। নজদবাসীর মিকাত করণ নামক স্থান। কুফা-বসরা বিজয়ের পর তাহারা হযরত উমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কর্‌ন্ আমাদের (কুফা বসরা হইতে হজ্জে আগমনকারীদের পথে পড়ে না। কাজেই আমাদের মিকাত কোন্ স্থান হইবে?

তিনি বলিলেন, করনের বরাবর স্থান (জাতু এর্‌ক্) তোমাদের মিকাত। যদিও জাতু এর্‌ক্ কূফা বসরার মিকাত হওয়ার কথা হুযূরে পাক (সঃ) স্বয়ং বলিয়া গিয়াছেন; তাহা হযরত উমর (রাঃ) -এর জানা ছিল না বলিয়া তিনি কিয়াস করিলেন।

অনুরূপ আকাশ পথের দূরত্বের বরাবর নীচের পথকে দেখিতে হইবে যে, উহা কি জলপথ? না স্থল কিংবা পাহাড়ী রাস্তা (এই তিনটি পথের হুকুম ফিকাহর কিতাবে বর্ণিত আছে)। হাওয়াই পথের বরাবর নিম্নপথের সফরের দূরত্বে দেখিতে হইবে এবং নিম্নপথে যতটুকু দূরত্ব পথ সফর করিলে মুসাফির হয় হাওয়াই পথেও অনুরূপ দূরত্ব পথ বা ইহার চাইতে বেশী পথ সফরের নিয়ত নিজ স্থায়ী বাসস্থান ত্যাগ করিলে কসর আরম্ভ হইবে। সাবধানতাবশত এ ব্যাপারে অন্যান্য আলিমের মতামত গ্রহণ করা যাইতে পারে। —ওই জি ফা, দা ১৩৮৫ হিঃ

রোযা থাকা অবস্থায় জরায়ুতে রবারের আংটি লাগানো

প্রশ্ন: কোন মহিলা জরায়ুর ব্যাধিতে ভুগিতেছে। হাকিমী চিকিৎসা করার ব্যবস্থা না থাকায় তাহার ডাক্তারী চিকিৎসা আরম্ভ করা হয়। ডাক্তার বলিলেন, জরায়ু বাঁকা হওয়ার কারণে এই রোগ হইয়াছে। দুই-এক মাস জরায়ুকে রবারের আংটি লাগাইয়া রাখিলে আরোগ্য লাভ করিবে। ডাক্তার এই বিষয়ে তাহার অভিজ্ঞতার কথা জানাইয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল

এই যে, রবারের আংটি জরায়ুতে থাকা অবস্থায় রোযার কোন ক্ষতি হইবে কিনা। রমযানের পর চিকিৎসা করা হইলে রোগ বৃদ্ধি হইবে—এমন রোযা বাদ দিয়া চিকিৎসা করা যাইবে কিনা।

উত্তর : রোযা অবস্থায় জরায়ুতে গোলাকার আংটি বা বস্তু প্রবে করাইলে রোযা ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু রোযা ছাড়া অন্য সময়ে প্রবেশ করানোর পর রোযা অবস্থায় গোলাকার বস্তুটি জরায়ুতে থাকিলে রোযার কোন ক্ষতি হইবে না।

কৃত্রিম চক্ষু লাগানো জায়েয

প্রশ্ন : জায়েয অত্যন্ত ব্যথায় মাত্র চোখের ডিমটি খুলিয়া তদস্থলে কৃত্রিম ডিম লাগাইতে চায়। ইহা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা।

উঃ এইরূপ করা জায়েয আছে।

সিনেমা দেখা জায়েয নহে

প্রশ্ন : সিনেমায় গল্প বর্ণনা প্রসঙ্গে মেশিনের সাহায্যে ছবি দেখানো হয়। ছবিগুলি নাচিতে গাহিতে থাকে। প্রথমে বাদ্য বাজানো হয়। অতঃপর ছবি আসে। আমার এই ছবি দেখার খুব খাহেশ। ইউরোপ আমেরিকার বাড়ীঘর ও লোকজনের ছবি দেখানো হয়। কাজেই সেই দেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ভিন্ন আমার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং আমার জন্যে সিনেমা দেখা জায়েয হইবে কিনা।

উত্তর : যেহেতু সিনেমায় নাজায়েয ছবি ও গান-বাদ্য ইত্যাদি রহিয়াছে, তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে সিনেমা জায়েয হওয়ার কোন অবকাশ নাই।

হারানো পার্সেল

প্রশ্ন : দুইটি রেলওয়ে পার্সেল ১ নং রেলওয়ে কোম্পানী দ্বারা ফিরোজপুর পাঠান হইল। কিন্তু প্রাপক পার্সেলটি গ্রহণ করিল না। অতঃপর ফিরোজপুর ৩ নম্বর কোম্পানীকে লিখিল যে পার্সেলটি ফেরত দাও। ৩ নম্বর কোম্পানী

পার্সেলটি ফেরত পাঠাইয়া লিখিল যে, ১ নম্বর কোম্পানী হইতে পার্সেল গ্রহণ করুন। পার্সেল গ্রহণ করিতে গিয়া ১ নম্বর কোম্পানীর নিকট মাত্র একটি পার্সেল পাওয়া যায়। অপর পার্শেলটি হারাইয়া গেল।

তাহার সহিত এ ব্যাপারে লেখালিখি হইলে জওয়াব দিল যে, সে ২ নম্বর কোম্পানীর নিকট তলব করা হউক। অথচ পার্সেলটি ৩ নম্বর কোম্পানী হারাইয়াছিল। আমরা দুই বৎসর পর্যন্ত ২ নম্বর কোম্পানীর সহিত লেখালিখি করিতে থাকি। যে কোন সন্তোষজনক জওয়াব দিল না। অযথা সময় নষ্ট করিয়া এমন অবস্থায় নিপতিত করিল যে, আমাদের ১ নম্বর অথবা ৩ নম্বর কোম্পানীর নিকট তলব করার মেয়াদ শেষ হইয়া গেল। বাধ্য হইয়া আমরা ২ নম্বর কোম্পানীর বিরুদ্ধে পার্সেলের মূল্য, লেখালিখির খরচ ও সুদসহ সম্পূর্ণ টাকার দাবী করিয়া নালিশ করিলাম। অপরপক্ষের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিলেন। ২ নম্বর কোম্পানী হইতে টাকা ওয়াশিল করিয়া সরকারী ব্যাংকে জমা রাখা হইয়াছে। আমাদের আবেদনক্রমে টাকা পাওয়া যাইবে। এখন জিজ্ঞাসা যে, এই মোকদ্দমায় প্রাপ্ত টাকা আমরা গ্রহণ করিতে পারিব কিনা। তদ্রূপ সুদের টাকা যাহা (শত্রু দেশীয় অমুসলমান হইতে লওয়া হইয়াছে) এবং সরকারী ব্যাংকে জমা রহিয়াছে এবং লেখালেখির খরচের টাকা আমরা কিভাবে পাইতে পারি। ২ নম্বর কোম্পানীর উকিল বলিয়াছে যে, এই টাকা আমরা ১ নম্বর কোম্পানী হইতে আদায় করিয়া লইব। সুদের টাকার দাবী করার কারণ এই যে, আদালত সম্পূর্ণ টাকা দেয় না। সুতরাং, সুদ ছাড়া খরচ ওয়াশিল করার কোন উপায় নাই।

এখানে ১ নম্বর কোম্পানী ভুল করিল। তাহার উচিত ছিল এই কথা লেখা যে, ৩ নম্বর কোম্পানী হইতে পার্সেল ওয়ালি করা হউক; কিন্তু সে, ৩ নম্বরের পরিবর্তে ২ নম্বর লিখিল। এদিকে ২ নম্বর কোম্পানীর উচিত ছিল এই কথা বলিয়া দেওয়া যে, এই পার্সেলের সহিত আমাদের কোন সম্পর্ক নাই; কিন্তু সে ইহার পরিবর্তে আমাদের মালের হিসাব চাহিল। ইহা দ্বারা ২ নম্বর কোম্পানী হইতে পার্সেল পাওয়া নিশ্চিত হইয়া

গেল। ১ নম্বর অথবা ৩ নম্বর কোম্পানীর নামে নালিশ না করার কারণ এই যে, ছয়মাসের মধ্যে নালি হওয়ার প্রয়োজন। অথচ তখন দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। ২ নম্বর কোম্পানী অযথা আমাদের সময় নষ্ট করিয়াছে।

উত্তর: পার্সেলের মূল টাকাও খরচের টাকা লওয়া দুরস্ত আছে। সুদ লওয়া দুরস্ত নহে। যদি এই সবের টাকা সুদের নাম ভিন্ন ওয়াশিল না হয় তবে সেই খরচের টাকা সুদের নামে ওয়াশিল করা যাইবে। ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত গ্রহণ করা হালাল হইবে না।

টেপরেকর্ডে কুরআন পাকের তিলাওয়াত

রেকর্ড করার জন্য টেপরেকর্ড মেশিনে কুরআন পাকের তিলাওয়াত বা ওয়াজ করা জায়েয কিনা।

উত্তর: টেপরেকর্ড গ্রামোফোনের মত গানবাদ্য, ক্রীড়া কৌতুক ও বিনোদন-মূলক কাজের জন্য প্রস্তুত করা হয় নাই। এই সকল গুনাহের কাজে ইহার ব্যাপক ব্যবহারও নহে; বরং উপকারী কাজে ইহার ব্যবহার হয়। কেহ নিজের কুপ্রবৃত্তিতে গানবাদ্যে ইহার ব্যবহার করাতে ইহা বিনোদন যন্ত্রে পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং টেপরেকর্ড মেশিনে কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করা, ওয়াজ করা ও উপকারী বিষয়বস্তু পড়িয়া রেকর্ড করা জায়েয আছে।

প্রশ্ন: টেপরেকর্ড মেশিন হইতে তিলাওয়াত বা ওয়াজ ইত্যাদি শোনা জায়েয কিনা।

উত্তর: যখন উহাতে পড়িয়া রেকর্ড করা জায়েয, কাজেই শোনাও জায়েয। তবে এমন মজলিসে শুনিবে না যেখানে মানুষ কাজ-কারবারে লিপ্ত; এবং তিলাওয়াত শোনায় মনোনিবেশ করে না। নতুবা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হইবে।

প্রশ্ন: টেপরেকর্ড হইতে সিজদার আয়াত শুনিলে শ্রোতাদের উপর সিজদাহ ওয়াজিব হইবে কিনা।

উত্তর : সিজদা ওয়াজিব হইবে না। কারণ সিজদা ওয়াজিব হওয়ার জন্য সহীহ তিলাওয়াত শর্ত। প্রাণহীন যন্ত্র দ্বারা সহীহ তিলাওয়াত সম্ভব নহে।

প্রশ্ন : যে ফিতায় কুরআনে পাকের আয়াত সংরক্ষিত আছে, অযু ব্যতীত উহা স্পর্শ দুরস্ত আছে কিনা।

উত্তর : টেপে কুরআনের আয়াত এমনভাবে লিখা নাই যাহা পড়া যাইতে পারে। ইহার নকশাকে কুরআন বলা যায় না। সুতরাং গ্রামোফোনের প্লেটের মত এই টেপকে (ফিতাকে) অযু ছাড়া স্পর্শ দুরস্ত আছে।

———

IFB—86-87—P/3200—5250—10. 1986